সকালের শিরোনাম

শনিবার

দৈনিক বাংলা পত্রিকা • ১০ মে২০২৫ • বর্ষঃ- ০২ • সংখ্যাঃ- ৩৫৪ • মূল্যঃ- ০৫ • Title Code - WBBEN16056 • DL.No - 250, Dated : 03-05-23 • www.sakalershironam.com • sakalershironam@gmail.com

মোদীর নাম মুখে আনতেও ভয় পান প্রধানমন্ত্রী'! পাকিস্তানের পার্লামেন্টে শাহবাজের দিকে আঙুল তুললেন বিরোধী এমপি • পৃষ্ঠাঃ ০৫

যুদ্ধের আবহে বিধানসভার নিরাপত্তা বাড়ানো হল, কর্মীদের সব ছুটি বাতিল, জানালেন স্পিকার • পৃষ্ঠাঃ ০২

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিবসে ভারতীয় সেনাকে শুভেচ্ছা মমতার • পৃষ্ঠাঃ ০২

আজকের খবর

আমাদের কিছু করার নেই'! সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি নিয়ে ভারতের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানাল বিশ্ব ব্যাঙ্ক

OPERATION SINDOOR

শেষরাতে জোরালো আঘাত !

ভারতের প্রত্যাঘাতে তছনছ পাকিস্তানের ৩ বিমানঘাঁটি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

লাগাতার ড্রোন হামলার প্রত্যাঘাত! শেষরাতে পাকিস্তানের মাটিতে জোরালো আঘাত ভারতের! একাধিক পাক সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, পাকিস্তানের তিন বিমানঘাঁটিতে হামলা চালান হয়েছে ভারতের তরফে। তছনছ হয়ে গিয়েছে, পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডির নুর খান বিমানঘাঁটি, পাঞ্জাব প্রদেশের শোরকোট অঞ্চলের রফিকি বিমানঘাঁটি ও পাঞ্জাবের চাকওয়ালের মুরিদ বিমানঘাঁটি। শুক্রবার রাত নামতেই অতীতের মতো ভারতে এলোপাথাড়ি ড্রোন হামলা শুরু করেছিল পাকিস্তান। জম্মু থেকে গুজরাট পর্যন্ত দেশের ২৬টি জায়গায় হামলা চালায় পাক ড্রোন। যদিও পাকিস্তানের সেই হামলার বেশিরভাগই ধ্বংস করে ভারতের এয়ার ডিফেন্স। পাঞ্জাবের ফিরোজপুরে ড্রোন হামলায় ৩ জন আহত হওয়ার খবর আসে। এই পরিস্থিতিতে রাতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর ও তিন সেনা প্রধানের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৈঠক শেষ হওয়ার পর, শেষ রাতের দিকে একাধিক পাক সংবাদমাধ্যমের তরফে দাবি করা হয় পাকিস্তানের তিন বায়ুসেনা ঘাঁটিতে বিরাট বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। পাক সেনাবাহিনীর এক বিবৃতিও সামনে আসে। যেখানে দাবি করা হয়, ৩টি বায়ুসেনা ঘাঁটিতে হামলা চালানো হয়েছে। ভারতের তরফে এই ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চলেছে। যদিও এই হামলায় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি দাবি পাকিস্তানের। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে সেনার সদর দপ্তরের সামনেও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চলেছে বলেও দাবি করা হয়েছে। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে তড়িঘড়ি আকাশসীমা বন্ধ করেছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের আকাশসীমায় একাধিক বিমান ওড়ার ছবি র‌্যাডারে ধরা পড়ে হামলার ঘটনার পর দেখা গিয়েছে পাক আকাশে আর কোনও বিমান উড়ছে না। এরপর শুক্রবার রাতে পাকিস্তানের তরফে ঘোষণা করা হয় দুই দেশের যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে দুপুর পর্যন্ত সমস্ত বিমানের জন্য বলে আকাশসীমা বন্ধ করা হল।

- শেষরাতে পাকিস্তানের মাটিতে জোরালো আঘাত ভারতের!
- জম্মু থেকে গুজরাট পর্যন্ত দেশের ২৬টি জায়গায় হামলা চালায় পাক ড্রোন। যদিও পাকিস্তানের সেই হামলার বেশিরভাগই ধ্বংস করে ভারতের এয়ার ডিফেন্স।
- বায়ুসেনা ঘাঁটিতে বিরাট বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। পাক সেনাবাহিনীর এক বিবৃতিও সামনে আসে।
- যেখানে দাবি করা হয়, ৩টি বায়ুসেনা ঘাঁটিতে হামলা চালানো হয়েছে।
- ভারতের তরফে এই ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চলেছে।
- যদিও এই হামলায় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে দাবি পাকিস্তানের।
- পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে তড়িঘড়ি আকাশসীমা বন্ধ করেছে পাকিস্তান।

পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে তড়িঘড়ি আকাশসীমা বন্ধ করেছে পাকিস্তান। শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত যেখানে পাকিস্তানের আকাশসীমায় একাধিক বিমান ওড়ার ছবি র‌্যাডারে ধরা পড়ে হামলার ঘটনার পর দেখা গিয়েছে পাক আকাশে আর কোনও বিমান উড়ছে না।

রাজ্যগুলোকে সিভিল ডিফেন্স জোরদার করার নির্দেশ কেন্দ্রের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা এবং শত্রুপক্ষের আক্রমণের হুমকির মুখে , কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোকে ১৯৬৮ সালের সিভিল ডিফেন্স আইন ও বিধিমালার অধীনে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, জরুরি পরিস্থিতিতে ১৯৬৮ সালের সিভিল ডিফেন্স রুলসের ১১ ধারা কার্যকর করা যেতে পারে। ভারত-পাকিস্তানের উত্তেজনা নিয়ে শুক্রবার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল ও আইবি প্রধানের সঙ্গে জরুরি বৈঠকের পরেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এই নির্দেশিকা পাঠায়। নির্দেশিকাতে বলা হয়েছে, ১৯৬৮ সালের অসামরিক প্রতিরক্ষা বিধির ১১ নম্বর ধারায় প্রদত্ত জরুরি অবস্থার ক্ষমতা বলবৎ করুন। সাধারণত যুদ্ধ পরিস্থিতির মতো জরুরি পরিস্থিতিতে ওই বিধি মেনে জনগণকে রক্ষা করা, সম্পত্তির সুরক্ষা এবং বিদ্যুৎ, জল ও পরিবহণের মতো প্রয়োজনীয় পরিষেবা চালু রাখার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ করার ক্ষমতা পায় রাজ্য। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার দেশে সমস্ত রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব ও প্রশাসনকে সিভিল ডিফেন্স বিধি অনুযায়ী আপৎকালীন ক্ষমতা জারির কথা বলা হয়েছে। এই নির্দেশিকা অনুযায়ী দেশের সমস্ত রাজ্যকে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই বিশেষ আপৎকালীন ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে, নাগরিকদের জীবন-সম্পত্তি রক্ষায় নিজ দায়িত্বে দ্রুত পদক্ষেপ করতে পারা। জল, বিদ্যুৎ, হাসপাতাল পরিষেবা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল থাকে, তার জন্য যে কোনও পদক্ষেপ করতে পারে রাজ্য। অসামরিক প্রতিরক্ষার জন্য যদি কোনও সরঞ্জাম কেনার প্রয়োজন পড়ে, সে ক্ষেত্রে কোনও এমন নিয়ম মানার প্রয়োজন নেই, যাতে গোটা বিষয়টিতে দেরি হয়।

ব্ল্যাকআউট জম্মু থেকে জয়সলমেঢ়

দেশের ২৬ জায়গায় ড্রোন হামলার ব্যর্থ চেষ্টা পাকিস্তানের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

রাত নামতেই ফের জম্মু ও পাঞ্জাবের একাধিক জায়গায় ভারী গোলাবর্ষণ ও ড্রোন হামলা শুরু করল পাকিস্তান। পালটা পাকিস্তানের হামলা ব্যর্থ করতে সক্রিয় হয়ে উঠল ভারতের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। জানা যাচ্ছে, জম্মু, পাঞ্জাব, রাজস্থানের একাধিক জায়গায় হামলা চালানো পাক ড্রোন ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে ভারতের তরফে। দেশের ২৬ জায়গায় ড্রোন হামলার ব্যর্থ চেষ্টা চালায় পাকিস্তান। গত বৃহস্পতিবার রাতেও একই কায়দায় হামলা চালিয়েছিল পাকিস্তান। রাত নামতেই সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের দিকে ছুটে আসে ড্রোন। শুক্রবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। পাক হামলার জেরে ব্ল্যাকআউট করে দেওয়া হয়েছে জম্মুকে। ব্ল্যাকআউট করা হয়েছে রাজস্থানের জয়সলমেঢ়ে। রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে। পাক ড্রোন ধ্বংস করা হয়েছে জম্মুর নাগরোয়া, জম্মু ও সাম্বায়। পাঞ্জাবের পাঠানকোট, অমৃতসর, রাজস্থানে বাড়মেঢ়েও দেখা গিয়েছে ড্রোন। রাজস্থানের জয়সলমেঢ় ও পোখরানে ছোটখাটো বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। গুলি করে নামানো হয়েছে একাধিক ড্রোন। পাক ড্রোন হামলায় পাঞ্জাবের ফিরোজপুরে তিন জন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছ। চিকিৎসার জন্য তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে। যুদ্ধের আবহে দিল্লিতে জরুরি বৈঠকে বসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জানা যাচ্ছে, বৈঠকে রয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর, সিডিএস অনিল চৌহান এবং তিন বাহিনীর প্রধান।

‘সামরিক উত্তেজনা দ্রুত কমান’

ভারত-পাকিস্তান দুই দেশকেই বার্তা ‘বন্ধু’ ট্রাম্পের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা দ্রুত কমুক। এমনটাই চায় আমেরিকা। হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লেভিট সাংবাদিক সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অবস্থান স্পষ্ট করে দেন। এদিনও রাত নামতেই ফের জম্মু ও পাঞ্জাবের একাধিক জায়গায় ভারী গোলাবর্ষণ ও ড্রোন হামলা শুরু করে পাকিস্তান। পালটা পাকিস্তানের হামলা ব্যর্থ করতে সক্রিয় হয়ে ওঠে ভারতের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। জানা যাচ্ছে, জম্মু, পাঞ্জাব, রাজস্থানের একাধিক জায়গায় হামলা চালানো পাক ড্রোন ধ্বংস করে দেওয়া হয় ভারতের তরফে। তার মধ্যেই সাংবাদিক সম্মেলনে এসে লেভিট বলেন, তবিষয়টি আমাদের স্টেট সেক্রেটারি ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা মার্কো রুবিও দেখছেন। প্রেসিডেন্ট চান, যত দ্রুত দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা কমুক। তিনি জানেন যে, দুই দেশের মধ্যে সমস্যা বহুদিনের। এমনকী তিনি ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই সমস্যা চলছে। তবে দুই দেশের প্রধানদের সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক ভালো। বিদেশ সচিব মার্কো দুই দেশের সঙ্গেই যোগাযোগ রাখছেন। এই দ্বন্দ্ব যাতে শেষ হয়, সেই চেষ্টা তিনি করছেন।’ কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, পহেলগাঁও জঙ্গিহানার

প্রত্যুত্তর হিসেবেই ভারত ‘অপারেশন সিঁদুর’ চালিয়েছে। তারপরও কিন্তু পাকিস্তানের ‘শিক্ষা’ হয়নি। বরং প্রায়ই সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আক্রমণ চালিয়েছে। পালটা জবাব দিয়েছে ভারতও। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন, আমেরিকা যতই বলুক, পাকিস্তান যে নীতি নিয়েছে, তাতে উত্তেজনা কমানোর কোনও চেষ্টা তারা করছে না। তাহলে ভারতই বা কেন উত্তর দেবে না? তবে এটাও ঠিক, এর আগে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স বলেছেন, তএটা আমেরিকার কোনও বিষয় নয়।দ তিনি বলেছিলেন, আমরা যেটা করতে পারি সেটা হল ওদের উত্তেজনা প্রশমিত করতে চেষ্টা করা। কিন্তু এমন সংঘাতে জড়াব না যা আমাদের বিষয় নয়। এর সঙ্গে আমেরিকার নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতার কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা ভারতকে বলতে পারি না অস্ত্র নামিয়ে রাখতে। পাকিস্তানকেও বলতে পারি না। সুতরাং কূটনৈতিক স্তরে বিষয়টুকুই আমরা দেখতে পারি।দ উল্লেখ্য, হামলা শুরুর পরেই পাকিস্তানকে শান্ত হতে নির্দেশ দিয়েছিল আমেরিকা।

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত পেনেটির বাগানবাড়িতে বর্ণাঢ্য রবীন্দ্রজয়ন্তী

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

বিশ্ব কবি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫ তম জন্মদিন সারা দেশ সারা রাজ্য যখন গুরুদেবকে স্মরণ করতে ব্যস্ত, সেই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদধূলিতে ধন্য পানিহাটির পেনেটি ভবনে গুরুদেবের ১৬৫তম জন্মদিন পালন করা হলো গানে কবিতায় কথায় নৃত্যের মধ্যে দিয়ে। গঙ্গার পাড়ে ছোট ছোট শিশুদের অংকন প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে পালন করল পানিহাটির মানুষ। গুরুদেবের ১৬৫ তম জন্মদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পানিহাটির এই পেনেটি ভবন এই বাড়িটির আগে পরিচিত নাম ছিল ছাতুবাবুর বাগান বাড়ি। আর এই বাড়িতে এসে ছিলেন মোট ৫ বার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম বার আসেন ১১ বছর বয়সে ১৮৭২ সালে ১৪ মে থেকে ৩০ জুন। ডেঙ্গু জ্বরের হাত থেকে বাঁচতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এই বাড়িতে পাঠান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাবা। এই প্রথম জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির বাইরে রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলায় পা রাখেন। দ্বিতীয় বার আসেন ৫৮ বছর বয়সে ১৯১৯ সালে মে মাসের শেষ সপ্তাহে যখন জালিওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর দেশের অগ্নিগর্ভ ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতির পট ভূমিকায়। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যে নাইট উপাধি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং চিঠি পাঠায় সেই ব্রিটিশের দেওয়া নাইট উপাধি বর্জন করার সিদ্ধান্ত এবং তার অনুলিপি তৈরি করা এই বাড়ি থেকেই। গুরুদেবের সাথে ছিলেন প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ। আর সেই সময়ের গুরুদেব এখানেই সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং অনুলিপি তৈরি করেন। ঠাকুরবাড়ি জোড়াসাঁকো বাড়িতে গিয়ে বর্জন করার সেই চিঠি তিনি পাঠান ব্রিটিশ সরকারের কাছে। তৃতীয়বার পানিহাটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগমন ঘটে ৭২ বছর বয়সে ১৯৩৩ সালে ৫ মার্চ এই হোমের একটি মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে আসেন এবং গঙ্গার ঘাটের উত্তর দিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি আম্র বৃক্ষ রোপন করেছিলেন। এরপর চতুর্থ বার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পানিহাটিতে আসেন ৭৩ বছর বয়সে ১৯৩৪ সালের ৮ আগস্ট চিত্তরঞ্জন দাসের পত্নী নামাংকিত বাসন্তী কটন মিলের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে ছিলেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এবং প্রশান্ত চন্দ্র মহলনাবিশ আর সেই পেনেটির বাগানবাড়িতে মহাসমারোহে পালিত হলো বিশ্বকবি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫তম জন্মদিন। নাচে গানে কবিতায় কথায় প্রতিকৃতিতে মাল্য দানের মধ্যে দিয়ে পালিত হয় আজকের দিনটি। পানিহাটির সংস্কৃতি মনোভাবাপন্ন মানুষদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক নির্মল ঘোষ ও পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

যুদ্ধের আবহে বিধানসভার নিরাপত্তা বাড়ানো হল, কর্মীদের সব ছুটি বাতিল, জানালেন স্পিকার

সকালের শিরোনাম

সুষমা পাল মন্ডল

কলকাতা

ভারত-পাক যুদ্ধের আবহে এবার রাজ্য বিধানসভার নিরাপত্তায় বিশেষ নজর। বাতিল করা হয়েছে কর্মীদের ছুটি, জানিয়েছেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলের রাত থেকেই সীমান্তে যুদ্ধ যুদ্ধ পরিস্থিতি। এমন আবহে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নিরাপত্তা বাড়ানো হল। একই সঙ্গে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিধানসভার সব কর্মীর ছুটি বাতিলের বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হল। শুক্রবার একথা জানান বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পালটা দিয়েছে ভারত। প্রথমে সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিতের পর অপারেশন সিঁদুর। একাধিক জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনা। এখনও চলছে অভিযান। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ইতিমধ্যেই নবান্নের তরফে সমস্ত সরকারি কর্মীদের ছুটি বাতিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার বিধানসভার স্পিকার জানালেন, সেখানকার কর্মীদের ছুটিও বাতিল করা হয়েছে। পাশাপাশি সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে নিরাপত্তা বাড়ানোর চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে বলে খবর। বিধানসভার নিরাপত্তায় কোনও ফাঁকফোকর রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তিনি বলেন, অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। প্রত্যাঘাতের প্রভাব হয়তো বাংলা পর্যন্ত আসবে না। তবু আমরা নিরাপত্তায় কোনও ফাঁকফোকর রাখতে চায় না। পরিস্থিতি বিশেষে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। তাই নিরাপত্তা বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মীদের ছুটিও বাতিল করা হল। প্রসঙ্গত, যুদ্ধ পরিস্থিতি মাথায় রেখে আগেই রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটি বাতিল ঘোষণা করেছে নবান্ন। বুধবার এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, শারীরিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে ছাড় মিলবে। তবে সেক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে। এখানেই শেষ নয়, আপাতত নিজের এলাকাও ছাড়া যাবে না। যার যেখানে পোস্টিং সেখানেই থাকতে হবে বলে জানানো হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।

তবে যারা বর্তমানে অসুস্থতার কারণে ছুটিতে রয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই নির্দেশ প্রযোজ্য নয়। গত বুধবার নবান্নের সাংবাদিক বৈঠক থেকে সেকথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। এবার বিধানসভার কর্মীদের ছুটিও বাতিল করা হল। তবে এ ব্যাপারে আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য আগেই রাজ্যবাসীর

উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। রাজ্যের তরফে পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে। যদি তেমন কিছু হয় এবং যদি আগে থেকে জানতে পারি তাহলে মানুষকে আমরা জানাব।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিবসে ভারতীয় সেনাকে শুভেচ্ছা মমতার

সকালের শিরোনাম

সুষমা পাল মন্ডল

কলকাতা

যাঁরা লড়াই করছেন, যাঁরা মাতৃভূমি রক্ষা করছেন, সেনাবাহিনীর সেই সমস্ত সদস্যদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিনে শুভেচ্ছা। আমরা বিশ্বকবির কাছ থেকে সব সময় শিক্ষা গ্রহণ করি। এভাবেই আজ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিনে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই ভারতীয় সেনাকে শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একদিকে যখন পাকিস্তান বারবার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে আক্রমণ চালাচ্ছে এবং ভারতীয় সেনা তার যোগ্য জবাব দিচ্ছে, সেই সময় মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তা তাৎপর্যপূর্ণ। শুক্রবার কবি গুরু রবীন্দ্রনাথের ১৬৪ তম অনুষ্ঠানে হাজির হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে কবিগুরুকে সম্মান জানানোর পর বলেন, যারা সেনা জওয়ান লড়াই করছে, মাতৃভূমি রক্ষা করছে, তাদের শ্রদ্ধা জানাই। সবাই ভালো থাক, দেশ ভালো থাক, মানুষ ভালো থাক। মঞ্চে কবি গুরুর কবিতার কয়েকটি লাইনও উদ্ধৃত করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের থেকে আমারা শিখেছি, নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি মনে করেন রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন শুধু তাঁর জন্মদিন নয়। ভাষা সংস্কৃতিরও জন্মদিবস। তাঁকে ছাড়া আমরা কিছু ভাবতে পারি না। মমতা বলেন, আমাদের সকাল, আমাদের বিকেল, সন্ধ্যা, রাতে, এমনকী দুঃখ, আনন্দে সব কিছুতেই কবিগুরুর থেকে শিক্ষা পাই। সঙ্গে কিছুটা আক্ষেপের সুরে বলেন, শুধু এই দিনগুলিতে আমরা একটু বেশি রবীন্দ্রচর্চা করি। যা স্বাভাবিক। কিন্তু অন্যদিন গুলিতে এই চর্চার কদর কমিয়ে দিয়েছি। আরও বলেন, প্রতিটি রাজ্যের কিছু সংস্কৃতি, ভাষা আছে। নিজের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ভাষা সব নিয়ে চলা উচিত। একদিন নয়, বাকিদিনগুলিতেও যেন আপন করি। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, কলকাতার নগরপাল-সহ একাধিক কর্তা। এরপর অনুষ্ঠানে একের পর এক বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীরা রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করেন। তাকে যোগ্য সঙ্গত দেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন।

এরপর একে একে সংগীত পরিবেশন করেন রুপঙ্কর, শ্রীরাধা বন্দোপাধ্যায়, স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত, নচিকেতা, রাঘব, শিবাজী চট্টোপাধ্যায় এবং অরুন্ধতী হোম চৌধুরী, শান্তনু রায়চৌধুরী প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শেষে মুখ্যমন্ত্রী 'আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও' গানটি ইন্দ্রনীলের সঙ্গে যৌথভাবে পরিবেশন করেন।

২০২৬-এ বাংলার ভিতরেও ভারত বিরোধী টুকরে-টুকরে গ্যাঙের উপর সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করা উচিত - শুভেন্দু

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

সার্জিক্যাল স্ট্রাইক যেমন ওখানে চলছে, ২০২৬-এ বাংলার ভিতরেও এই ভারত বিরোধী টুকরে-টুকরে গ্যাঙের উপর সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করা উচিত। এভাবেই শুক্রবার সিপিএম সহ বাংলায় বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে তীব্র আক্রমণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পহেলগাঁওতে জঙ্গি হামলা, তার জেরে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে যুদ্ধ-যুদ্ধ পরিস্থিতি। চড়ছে উত্তেজনার পারদ। কিন্তু এই যুদ্ধ আবহে বাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তৈরি হয়েছে সমান্তরাল বিভাজন! সিপিএম প্রথম থেকেই তার অবস্থান স্পষ্ট করেছে, যে তারা যুদ্ধের পক্ষে নয়। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ও বর্ষীয়ান নেতা বিমান বসু সে কথা আগেই স্পষ্ট করেছেন। একই কথা বলেছেন সিপিএম নেতা তথা আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বক্তব্য, সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য সরকার যা যা ইতিবাচক পদক্ষেপ করবে, আমরা সমর্থন করব। কিন্তু জঙ্গিবাদ নয়। ফেসবুক-হোয়াটসঅ্যাপে দাবি উঠছে পাকিস্তানকে উড়িয়ে দাও, এটা সভ্য সমাজে বলা যায় না। এই পরিস্থিতিতে সিপিএম তথা উগ্র বামপন্থী দলগুলিকে কার্যত রাষ্ট্রবিরোধী তকমা দিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু রীতিমতো হুমকির সুরে বললেন, বিজেপিকে যদি বাংলায় মানুষ আনে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যাদবপুর থেকে তাদের চুলের মুঠি ধরে পিটাতে পিটাতে ভারতবর্ষের সীমান্তের বাইরে নিয়ে গিয়ে পাকিস্তানে ড্রোনে বেঁধে ফেলে দিয়ে আসব।

সিপিএমের দলীয় মুখপত্র গণশক্তি পত্রিকা নিয়ে বিরোধী দলনেতা বলেন, এই পত্রিকা ঝালমুড়িতেও লাগে না, পশুর বিষ্ঠা ফেলতে এই পত্রিকা কাজে লাগায় না কেউ। তাদের গত দু'দিন যে হেডলাইন হয়েছে বাংলাদেশকে পাকিস্তানের পত্রিকা কে লজ্জা দেবে। দেশের প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে গত ৬ তারিখে মক ড্রিলের কথা বলেছিলেন।

সিপিএম চ্যাংড়া নেতারা বারবার এরা ভোটে হারে এবং সিকিউরিটি পয়সা ফেরত পায় না, তাঁরা কটাক্ষ করেছিল। ৭ তারিখে অপারেশন সিঁদুর হবার পর চুপ। ঈদের পর থেকে সোশ্যাল সাইট দেখুন নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে খিল্লি করেছে। এদের মুখ চুন হয়েছে অপারেশন সিঁদুর হওয়ার পর। এরা তিরঙ্গা মিছিল করবেন না। ইনসাফ মিছিলে পাবেন না এদের। অথচ প্যালেস্টাইনে বোমা পড়লে এরা রাস্তায় নেমে পড়েন। সার্জিকাল স্ট্রাইক যেমন পাকিস্তানে চলছে তেমনি ২০২৬-এর ভারত বিরোধী টুকরে-টুকরে গ্যাং উপরে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করা উচিত। শুক্রবার বিধানসভার বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই মন্তব্য করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বিধানসভায় কবিগুরু ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫তম জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে এসেছিলেন। সেখানেই কার্যত নজিরবিহীন ভাবে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ভূমিকার প্রশংসা করে শুভেন্দু বলেন, বাংলার অনেক জায়গা থেকেই পাকিস্তান প্রেমীদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে। তাঁদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের ওপর ভিত্তি করে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে রাজ্য পুলিশ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে তাঁদের গ্রেফতার করছে। আসলে এটা এখন এমন পরিস্থিতি, সেখানে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে সকলকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

বিহারে বিশেষ সতর্কতা, এসএসবি-পুলিশের যৌথ টহল নেপাল সীমান্তে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কিশনগঞ্জ

পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর থেকেই যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে। এই পরিস্থিতিতে দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে হাই অ্যালার্ট জারি করেছে কেন্দ্র। এরমধ্যে রয়েছে বিহারও। এই রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে যৌথভাবে কড়া নজর রাখছে এসএসবি-পুলিশ। কোনওভাবেই যাতে এই রাজ্যে কোনও রকমের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ না হয়, সেই বিষয়ে সতর্ক প্রশাসন। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত থেকে জাতীয় সড়ক, রেল ষ্টেশন, উত্তর পূর্বাঞ্চল ও দেশের বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগকারী সেতু, বাস স্ট্যান্ড, হাসপাতাল, পাওয়ার স্টেশন, ইন্টার ন্যাশনাল ও ইন্টার স্টেট সীমান্তে লাল সতর্কতা জারি করেছে। শুক্রবার পুলিশ সুপার সাগর কুমার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, জেলার প্রায় ১১০ কিলোমিটার নেপাল সীমান্তে এসএসবি ও পুলিশ যৌথভাবে টহল দিচ্ছে।

যাতে কোনও ভাবেই সীমান্তে অবৈধভাবে কোন অনুপ্রবেশ না ঘটতে পারে। অভিযান চলছে বিহারের ইন্দো নেপাল সীমান্ত লাগোয়া কিশনগঞ্জ, আড়ারিয়া, সুপল, মধুবনি, পূর্ব ও পশ্চিম চম্পারনে।

অপর দিকে এই বিশেষ পরিস্থিতির জন্য রাজ্যে সরকারের নির্দেশে পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিক ও কর্মীদের সব ধরনের ছুটি বাতিল করা হয়েছে।

পূর্ণিয়া পুলিশ রেঞ্জের ডিআইজি প্রমোদ কুমার মণ্ডল এই মর্মে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন।

ডিআইজি বলেন বিশেষ করে কিশনগঞ্জ নেপাল ও বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন হওয়ার জন্য, এখানে বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

অবৈধভাবে প্রবেশের চেষ্টা! ভারত-নেপাল সীমান্ত থেকে গ্রেপ্তার তিব্বতি নাগরিক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
খড়িবাড়ি

ভারত-নেপাল উন্মুক্ত সীমান্তে কঠোর নজরদারির মধ্যে অবৈধভাবে নেপালে প্রবেশের অভিযোগে সন্দেহজনক এক তিব্বতি নাগরিককে গ্রেপ্তার করল খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম লহুন্দুপ দিচেন। শুক্রবার দুপুরে ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে হাজির করা হয়।

ভারত-নেপাল সীমান্তের খড়িবাড়ি ডাঙ্গুজোত এলাকায় সীমান্তে টহলদারির সময় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এসএসবি জওয়ানরা অভিযুক্ত তিব্বতি নাগরিককে আটক করে। এসএসবি সূত্রে জানা যায়, ওই তিব্বতি নাগরিক অবৈধভাবে মেচি নদী দিয়ে ভারত থেকে নেপালে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। তার কাছে ভারতীয় আধার কার্ড ও প্যান কার্ড পাওয়া যায়। কিন্তু নেপালে প্রবেশের জন্য ওই তিব্বতি নাগরিকের কাছে প্রয়োজনীয় এক্সিট পারমিট ছিল না। তার কথাবার্তায় অসঙ্গতি দেখা যায়। এসএসবি তাকে আটক করে ভাতগাঁও ক্যাম্পে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। জিজ্ঞাসাবাদে এসএসবি জানতে পারে, লহুন্দুপ দিচেন ২০০০ সাল থেকে ভারতের উত্তরাখণ্ডের মুন্ডগোদ এলাকার একটি বৌদ্ধ মাঠে বসবাস করছেন। উন্মুক্ত ভারত-নেপাল সীমান্ত দিয়ে নেপালে প্রবেশের জন্য তিব্বতিদের জন্য বিশেষ এক্সিট পারমিট প্রয়োজন। কিন্তু অভিযুক্তের কাছে তা না পাওয়ায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এসএসবি অভিযুক্ত তিব্বতিকে খড়িবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেয়। কি কারনে সে অবৈধভাবে নেপালে প্রবেশের চেষ্টা করেছিল তার তদন্ত শুরু করেছে খড়িবাড়ি পুলিশ। আজ দুপুরে অভিযুক্তকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলেছে খড়িবাড়ি পুলিশ।

উত্তরবঙ্গে ঝটিকা সফরে বিএসএফের এডিজি, বাংলাদেশ সীমান্তেও নজর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি ও মেখলিগঞ্জ

ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের উত্তেজনার আঁচ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তেও। উত্তরবঙ্গে এখনও দুই দেশের সীমারেখায় কিলোমিটারের পর কিলোমিটার উন্মুক্ত রয়েছে। যা বর্তমান পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার দিক দিয়ে যথেষ্টই উদ্বেগের কারণ। এই ফাঁক গলেই বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে ভারতে পাক জঙ্গিরা প্রবেশ করতে পারে বলে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির আশঙ্কা। পরিস্থিতি যখন এমন, তখন বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ সফরে এলেন বিএসএফের পূর্বাঞ্চলীয় এডিজি মহেশকুমার আগরওয়াল। এদিন প্রথমে তিনি নর্থবেঙ্গল ফন্ট্রিয়ারের সদর কার্যালয় কদমতলায় উচ্চ পর্যায়ের একটি বৈঠক করেন। ওই বৈঠকটিতে বর্তমান পরিস্থিতি, আশঙ্কার কারণগুলি, নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোন ক্ষেত্রে জোর দিতে হবে, এমন নানান বিষয়ে আলোচনা হয়। তিনবিঘা করিডর পরিদর্শনের পাশাপাশি সেখানকার পরিস্থিতি নিয়েও আলাদাভাবে তিনি আলোচনা করেছেন বলে বিএসএফ সূত্রে খবর। পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রেক্ষিতে অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে পাকিস্তানকে কড়া প্রত্যুত্তর দিয়েছে ভারতীয় সেনা। ওই ঘটনার প্রেক্ষিতে নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদের সম্পর্ক আরও তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। সবমিলিয়ে যুদ্ধের আবহ। এমন পরিস্থিতির প্রভাব পড়েছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তেও। যা স্পষ্ট বিএসএফের পূর্বাঞ্চলীয় এডিজির ঝটিকা সফরে। একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, কদমতলার বৈঠকে ভারতীয় সেনার হামলার প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের প্রত্যাঘাতের সম্ভাবনার নানান দিক নিয়ে আলোচনা হয়। পাকিস্তান বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করতে পারে বলেও ইতিমধ্যেই বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা কেন্দ্রকে রিপোর্ট দিয়েছে। ফলে এমন পরিস্থিতিতে কী কী করতে হবে, সেই নির্দেশ দিয়েছেন এডিজি। নাইট ভিশন ড্রোন ক্যামেরা, উন্নতমানের সিসিটিভি ও অন্যান্য নজরদারি সরঞ্জাম দিয়ে দিনরাত সীমান্তে নজরদারি রাখা হচ্ছে বেশ কিছুদিন ধরেই। কোথায় কী ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে, তা এডিজিকে বিশদে জানান নর্থবেঙ্গল ফন্ট্রিয়ারের আইজি মুকেশ ত্যাগী। একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, তিস্তা, মহানন্দার মতো নদীগুলির ওপর বিশেষ নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছেন এডিজি। এদিন শিলিগুড়ির কদমতলায় বৈঠকের পরই এডিজি বিএসএফের হেলিকপ্টারে পৌঁছান তিনবিঘায়। ভীম সীমাচৌকিতে বিএসএফ জওয়ান ও আধিকারিকদের সঙ্গে দীর্ঘসময় বৈঠক করেন তিনি। কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জের প্রায় ১৮ কিলোমিটার উন্মুক্ত সীমান্ত বৈঠকে বিশেষ গুরুত্ব পায়। গুরুত্ব পেয়েছে সীমান্তের চোরাচালান কারবারও। যে কোনও মূল্যে চোরাচালান বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন এডিজি। তবে এডিজির এদিনের সফর বা বৈঠক নিয়ে বিএসএফের কোনও শীর্ষকর্তাই মুখ খোলেননি। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিএসএফের তরফে জানানো হয়েছে, দায়িত্ব নেওয়ার পর এডিজি মহেশকুমার আগরওয়ালের এটাই প্রথম উত্তরবঙ্গ সফর। বৈঠকটি রুটিন পর্যায়ের। অন্যদিকে, সীমান্ত এলাকায় সাম্প্রতিক উত্তেজনা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সচেতন করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন। সম্প্রতি কোচবিহারের শীতলকুচি সীমান্তে এক ভারতীয় কৃষককে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা টেনে নিয়ে যায়। যা নিয়ে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে ভারতীয়দের মধ্যে। এই প্রেক্ষাপটে বৃহস্পতিবার বিকেলে ছোট কুচলিবাড়ি গ্রামে বিএসএফ ও পুলিশের তরফে যৌথ সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মেখলিগঞ্জ সার্কেলের ইনস্পেকটর ভাস্কর প্রধান, কুচলিবাড়ি থানার ওসি ভাস্কর রায় এবং বিএসএফের বিআরকে বাড়ি সীমাচৌকির আধিকারিকরা। ছিলেন জনপ্রতিনিধিরা। বর্তমান পরিস্থিতিতে সীমান্তে কৃষিকাজের ক্ষেত্রে কী কী সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে, তা বুঝিয়ে দেন প্রশাসনিক কর্তারা। সীমান্তবর্তী গ্রামে চলাচল সংক্রান্ত বেশ কিছু নতুন নির্দেশিকাও জারি করা হয়।

পরিবেশবান্ধব কাগজের কলম পিয়াসির হাতে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বালুরঘাট

পরিবেশবান্ধব কলম তৈরি করে তাক লাগালেন বালুরঘাট কলেজের এক পড়ুয়া। পরিবেশকে কীভাবে সুস্থ রাখা যায় তা নিয়ে বিভিন্ন মহলেই কাজ চলে। কিন্তু পরিবেশের কথা মাথায় রেখে আস্ত কলম বানিয়ে ফেললেন বালুরঘাট কলেজের এক পড়ুয়া। তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের দ্বিতীয় সিমেস্টারের ছাত্রী পিয়াসি রায়। সম্পূর্ণ কাগজ দিয়েই এমন একটি কলম তৈরি করেছেন তিনি যা ব্যবহারের পর ফেলে দিলে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে বিষয়টি প্রচারিত হতেই তাঁর এই প্রয়াসকে কুর্নিশ জানাচ্ছেন সাধারণ মানুষজন। আগের মতো কলমের রিফিল বদলে নেওয়ার ধৈর্য হারিয়েছে ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন অফিসের কর্মচারীরা। তাই বর্তমানে মূলত 'ইউজ অ্যান্ড থ্রো' কলম ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে চারদিকে। যে কলমগুলো ব্যবহারের পরেই এদিক , ওদিক ফেলে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সেগুলো পুরোটাই প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি হওয়ায় পরিবেশের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে না। বরং অপচনশীল সেই প্লাস্টিক অনবরত ভূমি দূষণের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিষয়টি গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে কুমারগঞ্জ ব্লকের দক্ষিণ বাসন্তী গ্রামের পিয়াসিকে। পরিবেশের জন্য কিছু করার মানসিকতা তাঁর আগে থেকেই ছিল। তার সঙ্গে স্বনির্ভর হওয়ার সুপ্ত বাসনা মনের মধ্যে ছিল। ঠিক সেখানেই প্লাস্টিকের কলমের বদলে কাগজের কলম ব্যবহারের কথা তাঁর মাথায় আসে। কীভাবে কাগজের ভেতরেই কালি ভরে তা ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা যায় তা নিয়ে চিন্তাভাবনা চলতে থাকে তাঁর। অবশেষে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি পরিবেশবান্ধব সেই কলম তৈরি করে ফেলেছেন। বিষয়টি তিনি দিশারি সংকল্প সংস্থার সদস্য তথা তাঁর গৃহশিক্ষক সৌরভ ঘোষকে জানান। সংস্থার সম্পাদক তুহিনশুভ্র মণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ করলে ৪৫টি কলম কিনে নেন তিনি। ইতিমধ্যেই খুদে পড়ুয়াদের পরিবেশের গুরুত্ব বোঝাতে এই কলম উপহার দেওয়া হয়েছে। পিয়াসির বাবা নেই। মূলত সেলাইয়ের কাজ করেই সংসার চালান মা। তাই পরিবারকে আর্থিকভাবে সাহায্য করার ইচ্ছে ছিল পিয়াসির। এই কলম তৈরি করে সেই দিকটিও বজায় থাকবে বলে মত তাঁর। পিয়াসি জানান, 'পরিবেশ দূষণ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। সম্পূর্ণরূপে তা দূর করতে না পারলেও ছোট ছোট পদক্ষেপের মাধ্যমে দূষণ কিছুটা রোধ করা সম্ভব। এই কলম তৈরি করে সেই উদ্দেশ্যের পাশাপাশি স্বনির্ভরতারও দিশা খুঁজে পেয়েছি।' পরিবেশকর্মী তুহিনশুভ্র মণ্ডল জানান, 'পিয়াসির পরিবেশবান্ধব ভাবনা ও পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর সংকল্প সত্যিই প্রশংসনীয়। আমরা ওর সঙ্গে আছি। সমাজমাধ্যমে বিষয়টি দেওয়ার পরে ইতিমধ্যেই এই পরিবেশবান্ধব কলম সংগ্রহ করতে অনেকেই আগ্রহ দেখিয়েছেন। পিয়াসি স্বনির্ভর হোক। সেই সঙ্গে পরিবেশ সচেতনতাও বাড়ুক।'

ভবিষ্যতে সেনা বাহিনীতে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ কৃতি পরীক্ষার্থী মাসুখা'র

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মালদহ

ভবিষ্যতে সেনা বাহিনীতে যোগদান করে দেশ সেবা করার করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের উচ্চ মাধ্যমিকের কৃতী পরীক্ষার্থী মাসুখা রহমান। এই কথা জানতে পেরেই তার বাড়ি গিয়ে তাকে সংবর্ধনা শুভেচ্ছা জানিয়ে তার ইচ্ছে পূরণের প্রার্থনা করলেন জেলাপরিষদ সদস্য বুলবুল খান। উল্লেখ্য, এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় নজরকাড়া ফল করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর হাইস্কুলের পরীক্ষার্থী মাসুখা রহমান। সে ৫০০-র মধ্যে ৪৭৬ নম্বর পেয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকায় সম্ভাব্য প্রথম স্থান অর্জন করেছে। হরিশ্চন্দ্রপুর থানা পাড়া এলাকার

বাসিন্দা মাসুখা রহমানের ছোটো থেকে ইচ্ছে ছিল বড়ো হয়ে অধ্যাপক হওয়ার। কিন্তু বুধবার উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের আগের মুহূর্তে টিভিতে ভারতীয় সেনা বাহিনীর সিঁদুর অভিযান, সেই অভিযানের পর দুই মহিলা বীর সেনানী কর্ণেল সফিয়া কুরেশি এবং উয়ং কমান্ডার ভূমিকা সিং-এর সাংবাদিক সম্মেলন দেখে তার মন পরিবর্তন হয়। অধ্যাপক হওয়ার পরিরর্তে ভবিষ্যতে সেনা বাহিনীতে যোগদান করে দেশ সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠে। তার এই ধরনের মানসিকতার খবর জানতে পেরে শুক্রবার তার বাড়ি গিয়ে তাকে শুভেচ্ছা-অভিনন্দন জানান জেলাপরিষদ সদস্য বুলবুল খান। তিনি মাসুখাকে সংবর্ধনা জানিয়ে তাঁর স্বপ্ন পূরণের জন্য প্রার্থনা করেন। তাকে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দেন।

৪৮ ঘণ্টা পরও নিখোঁজ চার নাবালিকা, বালুরঘাটে নারী পাচারচক্রের সক্রিয়তায় প্রশ্ন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বালুরঘাট

৪৮ ঘণ্টা পার হয়ে গেলেও চার নাবালিকার এখনও কোনও খোঁজ মেলেনি। স্বভাবতই উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে ওই পরিবারগুলি। যদিও হাল ছাড়েনি বালুরঘাট থানার পুলিশ। মোবাইলের সূত্র ধরে বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি জারি রেখেছে পুলিশ। বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস জানান নিখোঁজ নাবালিকাদের খোঁজ চলছে। উল্লেখ্য, ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে বালুরঘাটের ৪ জন নাবালিকা অন্তর্ধান হয়েছিল। যা নিয়ে বাড়ছে রহস্য। এদের মধ্যে একই বাড়ির দুই বোনও নিখোঁজ হয়েছিল। বাল্যবিবাহ বা পাচার রুখতে পথে নেমেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসন। অথচ প্রান্তিক জেলা দক্ষিণ দিনাজপুরে শিশু, নারী পাচার কোনও খোঁজ মিলছে না। ওই দুই নাবালিকার বাবা সামান্য দিনমজুর। মা বিড়ি শ্রমিক। একসঙ্গে দুই মেয়ের এমন অন্তর্ধানে ওই পরিবারে নেমে এসেছে দুঃশ্চিন্তার ছায়া। নিখোঁজ দুই নাবালিকার মায়ের অভিযোগ, 'আমার মেয়েদের নিশ্চয়ই পাচার করা হয়েছে। ভিনরাজ্যে কর্মরত এক তরুণের উপরও আমাদের সন্দেহ রয়েছে। আমার মেয়েরা বিপদে পড়ার আগেই তাদের উদ্ধার করার দাবি নিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছি।' এদিকে, গত রবিবারেই বালুরঘাট ব্লকের আরও দুই নাবালিকা নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে। বালুরঘাট ব্লকের অপর একটি গ্রামের এক দশম ছাত্রী হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য বেরিয়ে আর বাড়ি ফিরে আসেনি। সম্ভাব্য সমস্ত স্থানে খুঁজেও ওই নাবালিকার কোনও হদিস মেলেনি। ওই নাবালিকার বাবার অভিযোগ, 'অসৎ উদ্দেশ্যেই কেউ বা কারা আমার

মেয়েকে অপহরণ করেছে।' মালঞ্চার এক প্রত্যন্ত এলাকার আরেকজন ১৪ বছর বয়সি নাবালিকাও রাতে নিজের ঘর থেকেই নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে। তার মায়ের দাবি, 'রাত নটার দিকে নিজের ঘরে ঘুমোতে গিয়েছিল মেয়ে। গভীর রাতে বাথরুমে যাবার নাম করে বেরিয়েছিল। এরপর থেকে আর কোনও হদিস মেলেনি।' তিনদিক বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে ঘেরা দক্ষিণ দিনাজপুরে নারী পাচারচক্র বরাবরই সক্রিয়। বিশেষ করে বিয়ে বা কাজের টোপ দিয়ে দালালরা একাধিকবার জেলার কিশোরী ও তরুণীদের পাচার করে দিয়েছে ভিনরাজ্যে। স্থানীয় দালালরাই পান্ডাদের হয়ে মেয়ে 'শিকার' করে।

বা বিয়ের প্রলোভন দিয়ে অপহরণ করার ঘটনা বেড়ে গিয়েছে। তিন পরিবারের তরফে ৪ নাবালিকা নিখোঁজ অভিযোগ পেয়ে মামলা রুজু করে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তিন পরিবারই তাদের মেয়েদের নিখোঁজের পিছনে অপহরণকারীদের বা পাচারচক্রের হাতের অভিযোগ তুলেছে। বালুরঘাট ব্লকের ডাঙাগ্রাম পঞ্চায়েতের এক প্রত্যন্ত গ্রামের নবম শ্রেণির ছাত্রী এবং অষ্টম শ্রেণিতে পড়াশোনা করা বোন একসঙ্গে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে। পরিবারের দাবি, পাশের পাড়ার বান্ধবীর বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার নাম করে ওই দুই ছাত্রী বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। এরপর থেকেই ওই দুই বোনের আর

লিংকে ক্লিক করতেই টাকা গায়েব

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কুশমণ্ডি

'হ্যালো...। আপনি মণি সরকার বলেছেন? আমি জয়েন্ট বিডিও বলছি।' সামান্য একজন কৃষকের কাছে সরকারি কর্তার এমন ফোন আসায় কিছুটা থতমত খেয়ে মণি সরকার উত্তর দেন, 'হ্যাঁ স্যর বলছি।' অপর প্রান্ত থেকে ফের প্রশ্ন আসে, 'আপনি বাংলা আবাস যোজনার ঘরের টাকা পেয়ে কতদূর কাজ করেছেন? আপনার গ্রামে আর কেউ বাংলা আবাস যোজনার বাড়ি তৈরি করেছে কি না? ঘর তৈরির যে টাকা পেয়েছিলেন সেই টাকায় দেওয়াল উঠিয়েছেন কি না?' কিন্তু, মণি সরকার বুঝতেই পারেননি যে, জয়েন্ট বিডিও'র নাম ভাঙিয়ে সেই ফোন এসেছে এক সাইবার প্রতারকের কাছে থেকে। তাই তিনি সরল মনেই সব প্রশ্নের জবাব দিতে শুরু করেন। এরপর সেই প্রতারক মণি সরকারের কাছে জানতে চান, 'আপনার অ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে?' মণি সরকার সহজ ভাবে উত্তর দেন, 'সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা আছে।' এরপরেই অপর প্রান্ত থেকে তাঁকে জানানো হয় বাংলা আবাস যোজনার দ্বিতীয় কিস্তি টাকা এখনই ঢুকবে। এরপর সেই প্রতারক মোবাইলে বেশ কিছু জায়গায় ক্লিক করতে বলেন মণি সরকারকে। মণি সরকারের কথায়, 'আমি সেই মতো মোবাইলে আসা লিংকে ক্লিক করি। ক্লিক করার পর আওলা হয় আপনি আপনার অ্যাকাউন্ট চেক করুন। চেক করতেই দেখি, টাকা ঢোকার বদলে অ্যাকাউন্ট থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা গায়েব হয়ে গিয়েছে। অপর প্রান্তে থাকা প্রতারকের ফোনও কেটে যায়।

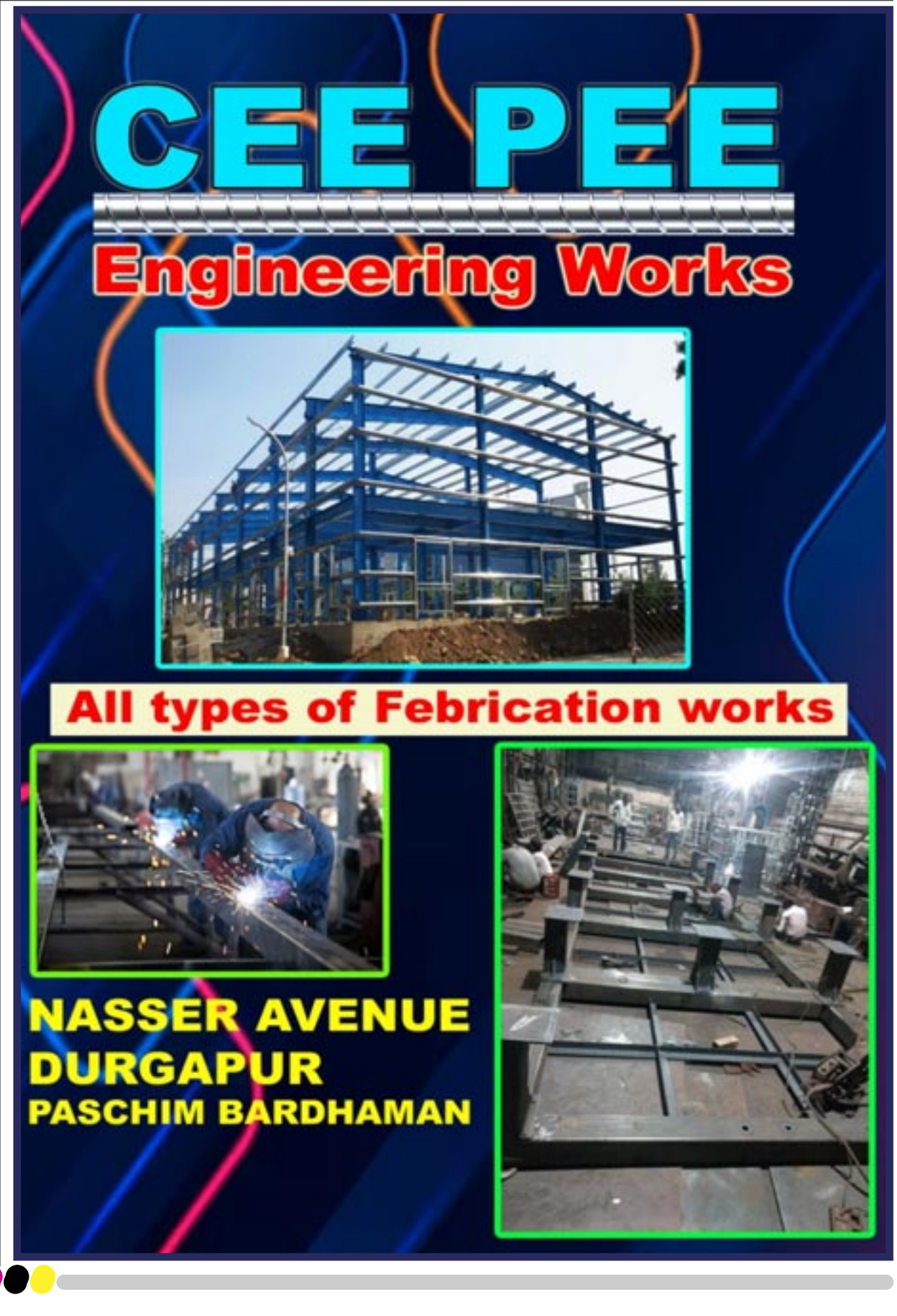

রথবাড়িতে নেই প্রতীক্ষালয়, ভোগান্তি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মালদা

মালদা শহরের বাস পরিষেবা নিয়ে যাত্রীদের দুর্ভোগ বাড়ছে। শহরের স্থায়ী বাস টার্মিনাস গৌড়কন্যা দীর্ঘ ১০ বছর আগে আমবাজার এলাকায় স্থানান্তরিত হয়েছে। কিন্তু মানিকচক ও রতুয়াগামী অধিকাংশ যাত্রী এখনও রথবাড়ি টুরিস্ট লজ সংলগ্ন এলাকা থেকেই বাস ধরতে বাধ্য হচ্ছেন। সমস্যা একটাই, গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে আসা নিত্যযাত্রীদের গন্তব্য থেকে বর্তমান বাস ডিপো শহররের মূলকেন্দ্র থেকে দূরে। শহরের কেন্দ্রবিন্দু অতুলচন্দ্র মার্কেট থেকে বাস স্ট্যান্ড সরিয়ে নেওয়ায় একদিকে যানজট কমলেও, বেড়েছে গ্রাম থেকে শহরে আসা সাধারণ যাত্রীদের অসুবিধা। গ্রীষ্মের দাবদাহে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাসের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে যাত্রীদের। গত বছর পর্যন্ত রথবাড়ি ফ্লাইওভারের উপর বাস থামলেও বর্তমানে তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন বাস থামে জাতীয় সড়কের উপর টুরিস্ট লজের সামনে। ফলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রচণ্ড ভিড় এবং বিশৃঙ্খলার ছবি দেখা যায় এই এলাকায়। যাত্রী মালতীদেবীর অভিযোগ, 'যেখানে বাস দাঁড়ায় সেখানে ছায়া নেই, বসার জায়গা নেই। প্রচণ্ড রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। চিকিৎসা করাতে প্রায়ই শহরে আসতে হয়। অসুস্থ, বয়স্করা সবথেকে বেশি কষ্ট পান।' যাত্রীদের দাবির স্বপক্ষে স্থানীয়রাও সরব হয়েছেন। স্থানীয় ব্যবসায়ী কমল দাসের দাবি, 'গৌড়কন্যা টার্মিনাস থেকে প্রতিটি রুটের বাস ছাড়লেও শহরের কেন্দ্রে একটি নির্দিষ্ট পয়েন্টে যাত্রী প্রতীক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত।' ইংরেজবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িক শ্রীরূপা মিত্রর প্রতিক্রিয়া, 'বিষয়টি দেখা হবে। শহরের বুকে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যে যতদূর সুবিধা দেওয়া যায় চেষ্টা করব। জায়গার সমস্যা না হলে, নির্দিষ্ট ওয়েটিং পয়েন্ট করা যাবে। এই বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

উঁচু গাছের মগডালে তরুণ, আসল দমকল, হতবাক স্থানীয়রা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
চাঁচল

৪০-৪৫ ফিট উঁচু ডুমুর গাছের মগডালে উঠে পড়ে এক তরুণ। চাদি ফাটা রোদে আড়াই ঘণ্টা বসে রইলেন সেখানে। ততক্ষনে আশেপাশে থাকা স্থানীয়দের ভিড় জমতে থাকে। তাকে ডাকাডাকি করে নামতে বলা হয়। কিন্তু কোনও কথা কানে নেন না তিনি। তাঁকে নামানোর জন্যে রীতিমতো হুলুস্থুল পড়ে যায় এলাকায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে চাঁচল থানার নৌগাছিয়া এলাকার এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন এলাকারই এক তরুণ হঠাৎ করে ওই ডুমুর গাছে চড়ে যায়। প্রথমে কেউ লক্ষ করেনি। কিন্তু যখন হঠাৎ একদম মগডালে উঠে বসে যায় তখন সকলের নজরে আসে। স্থানীয়রা পরিস্থিতি বুঝতে সঙ্গে সঙ্গে গাছের নীচে জটলা বাঁধে। বারবার ডাকাডাকি করতে শুরু করে। কিন্তু কিছুতেই নামছিলেন না ওই তরুণ। তাজ্জব সকলে। প্রত্যেকে ভাবছেন হয়তো আত্মহত্যার চেষ্টা করছেন ওই তরুণ। খোঁজ দেওয়া হয় পরিবারের সদস্যদের। জানানো হয় দমকলকে। পাহাড়পুর থেকে দমকল ওসি রতন সিংহের নেতৃত্বে একটি বাহিনী আসে। রীতিমতো হুলুস্থুল পড়ে যায় এলাকায়। কিন্তু প্রায় দুই ঘণ্টা অতিক্রম হওয়ার পরেও তরুণকে নামানো যায় না। চাঁদি ফাটা রোদ্রের মধ্যে ওই তরুণকে ওইভাবে মগডালে বসে থাকতে দেখে সকলে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। অবশেষে পূর্ণেন্দু চৌধুরী নামে তার পরিচিত এক সিভিক ভলান্টিয়ারের ডাকে সাড়া দেয় সে। গাছ থেকে সুরক্ষিতভাবে নীচে নেমে আসে। স্থানীয়দের দাবি, ওই তরুণ পেশায় টোটোচালক। মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন। হঠাৎ এদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এধরনের কাণ্ড করে। যুবকের বাবা জানান, 'এমনিতে ছেলে ঠিক ছিল। কিছুদিন ধরে জানিনা মাথায় কিছু সমস্যা হচ্ছে। খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছিলাম। ওখান থেকে পড়ে গেলে প্রাণে বাঁচত না। শিলিগুড়িতে নিয়ে যাব চিকিৎসার জন্যে।' প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় বাসিন্দা উত্তম সাহা জানান, 'ছেলেটি আমাদের এখানের পরিচিত। হয়তো মানসিক সমস্যা রয়েছে। আত্মহত্যার কথা ভেবে উঠেছিল। যাইহোক নিরাপদে নীচে নেমে গিয়েছে এটাই শান্তি।' আরেক প্রত্যক্ষদর্শী পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি জাকির হোসেন বলেন, 'আমি ফোনে জানতে পারি এরকম ঘটনা। সঙ্গে সঙ্গে দমকলকে খবর দিই এবং নিজেও আসি।

ছেলেটা প্রাণে রক্ষা পেয়েছে এটাই বড় কথা।' দমকল ওসি রতন সিংহের বক্তব্য, 'আমরা গাছে সিঁড়ি লাগাতে যাচ্ছিলাম নামানোর জন্য। সেসময় নিজে থেকেই নেমে আসে একজনের ডাকে।

এরকম ঘটনা ঘটলে ভিড় করা উচিত নয়। ভিড় থেকে অনেক সময় আরও বিগড়ে যায়।'

নির্মমভাবে স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড স্বামীর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
লালবাগ

নির্মমভাবে স্ত্রীকে হাঁসুয়া দিয়ে কুপিয়ে খুন করার অপরাধে অভিযুক্ত স্বামীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল আদালত। লালবাগ আদালতের বিচারক শুভদীপ বিশ্বাস অভিযুক্ত লালটু শেখকে ওই খুনের ঘটনায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণার পাশাপাশি ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও ছয়মাস কারাবাসের নির্দেশ দিয়েছেন। আদালতের রায়ে বৃহস্পতিবার মৃত ওই গৃহবধূর পরিবার স্বস্তি প্রকাশ করে। এই বিষয়ে সরকারি পক্ষের আইনজীবী নাসিম শেখ বলেন, 'পুলিশ অভিযুক্তকে ঘটনার দিনই গ্রেপ্তার করেছিল। তার বিরুদ্ধে নারী নির্যাতন ও খুনের অভিযোগ ছিল। বিচারক আজ তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন।' স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর কুড়ি আগে মুর্শিদাবাদের ডাঙ্গাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের হুলাসপুরের বাসিন্দা তারজিনা বিবির সঙ্গে সম্বন্ধ করে বিয়ে হয় একই গ্রামের বাসিন্দা লালটু শেখের। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই স্ত্রীর উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালাত লালটু। ওই দম্পতির দুই সন্তান রয়েছে। জানা গিয়েছে, পরিবারে দুই সন্তান থাকলেও কোনও কাজ করত না লালটু শেখ। এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ প্রায়ই চরমে উঠত। প্রায় চার বছর আগে ভোরবেলা তারজিনা যখন উঠোন ঝাড় দিচ্ছিলেন, সেই সময় পিছন থেকে তাঁর গলায় হাঁসুয়া দিয়ে কোপ বসিয়ে দেয় লালটু। সঙ্গে সঙ্গেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ওই গৃহবধূ। রক্তাক্ত অবস্থায় বাসিন্দারা জখমকে উদ্ধার করে লালবাগ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে জানান। এই ঘটনার পর মৃতের দাদা আইনাল শেখ মুর্শিদাবাদ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার দিনই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। তখন থেকেই লালটু শেখ জেল হেপাজতে রয়েছে। ওই মামলার পুলিশ অফিসার গৌতম দাস প্রায় ১২০ পাতার চার্জশিট আদালতে জমা করেন।

একাধিক সাক্ষীর জবানবন্দির ভিত্তিতে এবং সমস্ত তথ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখে বিচারক সাজা ঘোষণা করেন।

এব্যাপারে মৃতের দাদা আইনাল শেখ বলেন, 'বোনকে যেভাবে খুন করা হয়েছে, তাতে ওর ফাঁসি হওয়া উচিত ছিল।' এদিকে আসামি পক্ষের আইনজীবী শওকাত আলি বলেন, 'বিচারকের এই রায়ে আমরা খুশি হতে পারিনি। এর সুবিচার পেতে উচ্চ আদালতে যাব।'

গরমের ছুটিতে বৃক্ষরোপণের অঙ্গীকার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রায়গঞ্জ

গরমের ছুটিতে দূষণের মোকাবিলায় এক সবুজ পরিবেশ গড়ে তোলার অঙ্গীকার নিল শঙ্করপুর, রহমতপুর, ও বিন্দোল হাই মাদ্রাসার পড়ুয়ারা। বিন্দোল হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আব্দুস সালাম বলেন, 'গ্রামেগঞ্জে যেভাবে গাছ কেটে নেওয়া হচ্ছে, সেভাবে গাছ লাগানো হচ্ছে না। তাই আমাদের পড়ুয়াদের এই ছুটিতে নিজেদের গ্রামে অন্তত দুটি করে গাছ লাগানোর জন্য বলা হয়েছে।' রহমতপুর হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক শাহিদুর রহমান এবিষয়ে বলেন, 'দূষণে আক্রান্ত চারপাশ। গ্রামগুলিও তার বাইরে নয়। তাই আমরা পরিবেশ নিয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা এই গরমের ছুটিতে নিজেদের গ্রামে বাড়ির আশেপাশের এলাকায় কমপক্ষে দুটি করে গাছ লাগাবে এবং সেগুলো যত্ন করে বড় করবে। গাছ লাগানো থেকে শুরু করে গাছের যত্ন সবটাই প্রোজেক্টের আকারে লিখে জমা দেবে।' অভিভাবকরাও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের এই ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। এই ধরনের উদ্যোগকে সমর্থন জানিয়ে অভিভাবক জয়নাল আবেদিন বলেন, 'আমরা কৃষিজীবী হলেও পরিবেশ নিয়ে সেভাবে সচেতন নই অনেকেই। তাই মাদ্রাসা এমন উদ্যোগ নেওয়ায় আমরা খুশি। নবম শ্রেণির পড়ুয়া মিরাজুল হক, দশম শ্রেণির পড়ুয়া আলমিনা খাতুনদের কথায়, 'পড়াশোনার পাশাপাশি গ্রামকে সবুজ রাখাও প্রয়োজন। তাই গ্রামে গাছ লাগাতেই হবে।'

শঙ্করপুর হাই মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মাঝেরারুল হক বলেন, 'গাছের সংখ্যা কমে যাচ্ছে প্রতিদিন।

তাই আমরা মাদ্রাসায় বসুন্ধরা ইকো ক্লাব গড়ে তুলব। প্রত্যেক পড়ুয়া যাতে নিজ নিজ এলাকায় একটি বা দুটি করে গাছ লাগায় এবং যত্ন করে সে ব্যাপারে আমরা নোটিশ দিয়ে দেব।'

সাফাইকর্মীদের কর্মবিরতি, রায়গঞ্জে জঞ্জালের স্তূপ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রায়গঞ্জ

নিয়মিত বেতন বৃদ্ধির দাবিতে টানা ৬ দিন ধরে কর্মবিরতিতে শামিল হয়েছে রায়গঞ্জ পুরসভার সাফাইকর্মীরা। এরফলে শহরের যত্রতত্র গড়ে উঠেছে আবর্জনার স্তূপ। ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ। ক্ষোভ বাড়ছে এলাকাবাসীর। এমনই চিত্র ধরা পড়ছে রায়গঞ্জ শহরে। রাস্তা দিয়ে স্থানীয়দের হাঁটা দায় হয়ে পড়েছে। বাড়ছে অসুখ-বিসুখের আতঙ্ক। পুরকর্তৃপক্ষ আবেদননিবেদন করেও সাফাইকর্মীদের কাজে নামাতে পারা যাচ্ছে না। রায়গঞ্জ শহরের রাস্তার উপর জমছে পচন ও অপচনশীল বস্তু। সেই রাস্তা দিয়েই চলাফেরা করছেন স্থানীয়রা। আবর্জনায় ভরে আছে রাস্তা। অপরিচ্ছন্ন রাস্তা দূষণ ছড়াচ্ছে গোটা এলাকায়। রায়গঞ্জের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা দেবজ্যোতি দাসের অভিযোগ, 'আগে এই পাড়া নিয়মিত পরিষ্কার হত। কিন্তু বেশ কিছুদিন হল কাজ বন্ধ। নিয়মিত বেতন না পাওয়ায় সাফাইকর্মীরা কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন বলেই শুনতে পারছি। পুরসভা নিয়মিত পরিষেবা দেবে এটাই তো স্বাভাবিক, সেজন্য আমরা ভোট দিই। প্রশাসনকে প্রশ্ন করার সময় হয়েছে, কেন আমরা নোংরার মধ্যে থাকব?' ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা পাপিয়া দত্ত জানান, 'নাকে রুমাল চেপে হাঁটাচলা করতে হচ্ছে। আবর্জনায় ভরে গিয়েছে এলাকা। গাড়ি না আসার জন্য আবর্জনা বাইরে ফেলতে হচ্ছে। বাইরেও ভীষণ দুর্গন্ধ। এভাবে আবর্জনায় ঢেকে থাকলে অসুস্থ হয়ে পড়বে শিশু ও বয়স্করা। খুব বাজে পরিবেশ তৈরি হয়েছে।' একই অভিযোগ শ্যামল ঘোষ নামে আরেক ব্যবসায়ীর। তিনি বলেন, 'পুরসভা থেকে গাড়ি না আসায় সমস্ত নোংরা এনে রাস্তায় ফেলছে সবাই। ফলে ক্রেতারা দোকানে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। খুব সমস্যায় পড়েছি আমরা।' পুরসভার তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতা শম্ভু ঘোষ বলেন, 'পুরকর্তৃপক্ষ সাফাইকর্মীদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি আলোচনায় বসার আবেদন করেছিল। কিন্তু সাফাইকর্মীরা বেতন সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কর্মবিরতির কথা জানিয়ে দিয়েছেন। তবুও আমরা বোঝানোর চেষ্টা করছি। পুরকর্তৃপক্ষ বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারে আন্তরিক।' সাফাইকর্মীদের তরফে মুনিয়া বাসফোর জানান, 'বেতন না পাওয়ায় শুক্রবার থেকে কাজ বন্ধ। কোনও দোকানদার আমাদের বাকিতে মাল দিচ্ছে না। অন্যদিকে বেতনও বাড়ছে না। তাই সবাই বেতন না পেলে কেউ কাজ করব না।' এ প্রসঙ্গে বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীর মন্তব্য, '২৫০-৩০০ সাফাইকর্মীর বেতন নিজস্ব ফান্ড থেকে দিতে হয়। নিজস্ব ফান্ড জোগাড় না হওয়ায় সমস্যা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে আজ চেয়ারপার্সনের সঙ্গে কথা বলব।

প্রয়োজন হলে পুরমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব।' এই প্রসঙ্গে পুরচেয়ারপার্সন সন্দীপ বিশ্বাস বলেন, 'যখন উন্নয়নের কাজ চলছে তখন সাফাই কর্মীরা কোন কারণ ছাড়া ২ মে থেকে কাজ বন্ধ করে দিলেন। পরের দিন কর্মবিরতির দরখাস্ত দিলেন। এর জন্য আগাম নোটিশ দিতে হয়। তাও আবার ধাপে ধাপে হয়ে থাকে।' আক্ষেপের সুরে তিনি বলেন, 'পুরসভায় ৬৯৮ জন কর্মী রয়েছেন। এদিন পর্যন্ত ৪৪০ জনের বেতন দেওয়া হয়ে গিয়েছে। তাদের কেউ প্ররোচনা দিচ্ছে।'

পুরসভার জলের মেশিন

গঙ্গারামপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত করেন। সকলের কথা ভেবে বৃহস্পতিবার বিকেলে পুরসভার তরফে একটি পানীয় জলের মেশিনের উদ্বোধন করলেন চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের মেন্টর শংকর সরকার ও পুর আধিকারিকরা।

চেয়ারম্যান বলেন, 'অনেকদিন থেকে বাসস্ট্যান্ড এলাকায় একটি ঠান্ডা জলের মেশিনের দাবি ছিল। এদিন এই মেশিন বসানোর ফলে এরপর থেকে অনেক মানুষ উপকৃত হবেন।

' এবিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা সনাতন সাহা বললেন, 'বাসস্ট্যান্ড এলাকায় প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষের যাতায়াত লেগে থাকে। এছাড়া ওই এলাকা দিয়ে অনেক মানুষ চলাফেরা করেন। এদের বেশিরভাগ মানুষ টাকা দিয়ে জল কিনে খান।

তবে এখন পানীয় জলের মেশিন হওয়ায় সকলের খুব সুবিধা হবে।' দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় গঙ্গারামপুর শহর বাণিজ্যনগরী হিসেবে পরিচিত।

জেলার মাঝখানে এই শহরের অবস্থান হওয়ায় বিভিন্ন কাজে অনেক মানুষ এখানে আসেন।

এতদিন বাসস্ট্যান্ডে কোনও পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল না। এজন্য সেখানে আসা মানুষজনের পানীয় জলের সমস্যা হত। অনেকে বাধ্য হয়ে কলের জল পান করতেন।

তবে এবার ওই সমস্যার সমাধান হল বলে মনে করছেন শহরবাসী।

রবীন্দ্র ভবনে এবারেও হল না পঁচিশে বৈশাখ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রায়গঞ্জ

রবীন্দ্রজয়ন্তীতে এবারও বন্ধ থাকবে রবীন্দ্র ভবন। রবীন্দ্রমূর্তিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারবেন না রবীন্দ্রপ্রেমীরা। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে বেহাল দশা না কাটায় পঁচিশে বৈশাখ ও ২২ শ্রাবণ পালিত হচ্ছে রবীন্দ্র ভবনের বাইরে। আবার কখনও বাইরের কোনও মঞ্চে। বেহাল দশার কারণে কোভিডের পর থেকে রবীন্দ্র ভবনের সমস্ত অনুষ্ঠান বন্ধ। এক বছর আগে ভবনের ভেতরের সংস্কারের কাজ শেষ হলেও বাইরের অংশের সংস্কারের জন্য ৩৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ না হওয়ায় সংস্কারের কাজ আটকে রয়েছে। ফলে ব্যবহারের ছাড়পত্র মিলছে না। উত্তর দিনাজপুর জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে শুক্রবার রায়গঞ্জের বিধানমঞ্চে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করা হবে। অন্যদিকে, রায়গঞ্জ পুরসভা ও রায়গঞ্জ কালচারাল ফোরামের উদ্যোগে রবীন্দ্র ভবনের বাইরে রেলস্টেশনের ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠান করা হবে। রায়গঞ্জ শহর ও আশেপাশের এলাকার রবীন্দ্রপ্রেমীদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলে ২০১৬ সালে রবীন্দ্র ভবন নির্মিত হয়।

কিন্তু ভবন নির্মাণের কয়েক বছরের মধ্যেই বাইরের ও ভেতরের বিভিন্ন অংশে ফাটল ধরে। বাতানুকুল যন্ত্র, সাউন্ড সিস্টেম সহ অন্যান্য বিকল হয়ে যায়।

ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে উঠলে জেলা প্রশাসনের তরফে ২০২২ সালে সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। বরাদ্দ হয় ৩০ লক্ষ টাকা। কিন্তু এক বছর হয়ে গেলেও বাইরের অংশের কাজ শেষ না হওয়ায় সমস্ত অনুষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়েছে। রবীন্দ্রপ্রেমী প্রিয়রঞ্জন পাল জানান, কয়েকদিন আগে আমরা রবীন্দ্র ভবন সংস্কারের কাজ শেষ করে অবিলম্বে চালুর দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছি।শহরের বুকে দীর্ঘদিন ধরে রবীন্দ্র ভবন বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে মানা যায় না।আমরা চাই প্রশাসন এ ব্যাপারে সচেষ্ট হোক। বঙ্গরত্ন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অমিত সরকার বলেন, 'কবিগুরুর জন্মদিনে রবীন্দ্র ভবনেই যদি শ্রদ্ধা জানানো না যায়, তাহলে তা ভীষণ কষ্টের। আমরা চাই দ্রুত রবীন্দ্র ভবনের নির্মাণকাজ শেষ করে ব্যবহার যোগ্য করে তোলা হোক।'

উত্তর দিনাজপুর জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক শুভম চক্রবর্তীর কথায়, 'এবার প্রশাসনের উদ্যোগে রায়গঞ্জের বিধানমঞ্চে ও ইসলামপুরে সূর্য সেন মঞ্চে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালিত হবে।

আমি এই জেলায় আসার সময় থেকে রবীন্দ্র ভবনে অনুষ্ঠান বন্ধ।' রায়গঞ্জের মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি জানিয়েছেন, 'ভবনের ভিতরে সংস্কারের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। বাইরের অংশের সংস্কারের জন্য আরও ৩৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। বাইরের দিকটা সংস্কার না হওয়ায় ছাড়পত্র দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।' অন্যদিকে, বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীর দাবি, 'রবীন্দ্র ভবন সংস্কারের কাজ কিছুটা হয়েছে, আরও কিছুটা বাকি। জেলা শাসকের সঙ্গে কথা হয়েছে। ফান্ড আসলেই কাজ শুরু হবে।'

বটানি বিভাগে সংগ্রহশালা চালু

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মালদা

মালদা কলেজের বটানি বিভাগে নতুন করে চালু করা হল সংগ্রহশালা। বৃহস্পতিবার দুপুরে সংগ্রহশালার উদ্বোধন করেন মালদা কলেজের অধ্যক্ষ মানসকুমার বৈদ্য। সঙ্গে ছিলেন বিভাগীর শিক্ষক সহ পড়ুয়ারা। বিভাগীয় প্রধান পীযূষকান্তি সাহা জানিয়েছেন, 'বটানি বিভাগের সিলেবাসে থাকা সমস্ত ধরনের নমুনা সম্পর্কে জানতে একটা মিউজিয়ামের প্রয়োজন। দীর্ঘদিন আগে এই বিভাগে একটি সংগ্রহশালা ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা নষ্ট হয়ে যায়। আমরা আবার সেই সংগ্রহশালাকে নবরূপে গড়ে তুলেছি। এতে ছাত্রছাত্রীদের সিলেবাসে থাকা নমুনা সম্পর্কে জানতে অনেকটা সুবিধে হবে। সংগ্রহশালায় থাকা সমস্ত নমুনার তথ্য ছাত্রছাত্রীরা কিউআর কোড স্ক্যান করে দেখতে পারবে।'

বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের দাবি, এই সংগ্রহশালা নতুন করে তৈরি হওয়ার ফলে সকলের অনেক সুবিধে হবে। সমস্ত নমুনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যও সংগ্রহশালায় দেওয়া থাকছে। কিউআর কোড স্ক্যান করেই সেসব জানা যাবে।

OPERATION SINDOOR

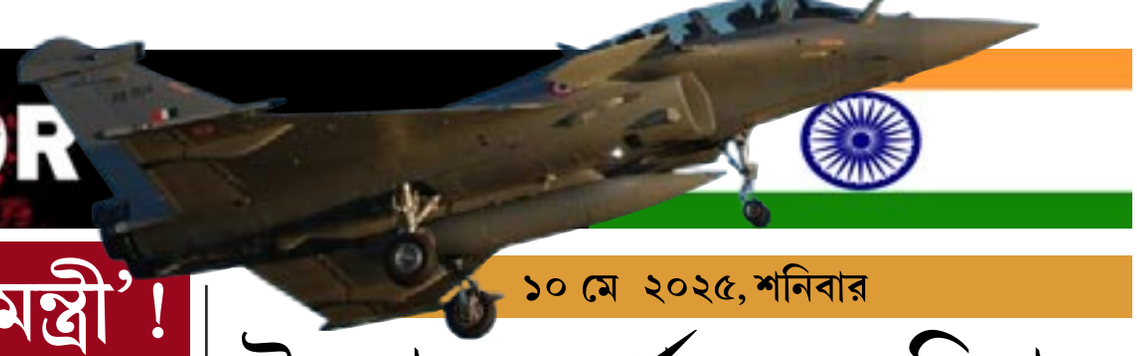

১০ মে ২০২৫, শনিবার

‘মোদীর নাম মুখে আনতেও ভয় পান প্রধানমন্ত্রী’!

পাকিস্তানের পার্লামেন্টে শাহবাজের দিকে আঙুল তুললেন বিরোধী এমপি

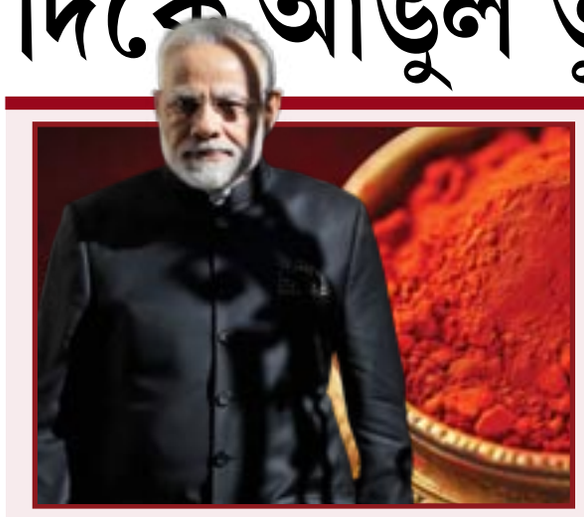

ভারতের সঙ্গে চাপানউতরের পরিস্থিতি তিনি যে ভাবে সামলাচ্ছেন, তা নিয়ে আঙুল তুলেছে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল পিটিআই (পাকিস্তান তেহরিক-এ-ইনসাফ)। শুক্রবার পাকিস্তানের পার্লামেন্টে শাহবাজকে ‘কাপুরুষ’ বলে কটাক্ষ করেছেন বিরোধী পিটিআইয়ের এমপি শাহিদ খট্টাক।

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

পহেলগাঁও কাণ্ডের পর থেকে কাঠগড়ায় পাকিস্তান। আঙুল উঠেছে সে দেশের শাহবাজ শরিফ সরকারের দিকে। এ বার নিজের দেশের পার্লামেন্টে সমালোচনার মুখে পড়লেন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ। ভারতের সঙ্গে চাপানউতরের পরিস্থিতি তিনি যে ভাবে সামলাচ্ছেন, তা নিয়ে আঙুল তুলেছে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল পিটিআই (পাকিস্তান তেহরিক-এ-ইনসাফ)। শুক্রবার পাকিস্তানের পার্লামেন্টে শাহবাজকে ‘কাপুরুষ’ বলে কটাক্ষ করেছেন বিরোধী পিটিআইয়ের এমপি শাহিদ খট্টাক। তিনি জানান, ভারত বা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত একটা কড়া বার্তাও দিতে পারেননি শাহবাজ। পাকিস্তানের পার্লামেন্টে অধিবেশন চলছে। সেখানে শুক্রবার এমপি তথা খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের পিটিআই সভাপতি খট্টাক বলেন, ‘‘ভারতের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত একটা বিবৃতি দেননি প্রধানমন্ত্রী। সীমান্তে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানি সেনারা ভাবছে, সরকার বীরের মতো লড়বে। যখন আপনাদের নেতা এক জন কাপুরুষ, মোদীর নাম পর্যন্ত মুখে আনতে পারেন না, তা হলে সীমান্তে লড়াই করছে যে সেনা, তাঁদের কাছে কী বার্তা পৌঁছোচ্ছে?’’ ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারান ২৬ জন। বেশির ভাগই পর্যটক। এই ঘটনায় পাকিস্তানকে দায়ী করে ভারত। যদিও পাকিস্তান তা অস্বীকার করে। এর পরেই ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে টানাপড়েন শুরু হয়। ৭ মে গভীর রাতে পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয় ভারতীয় সেনাবাহিনী। ওই অভিযানের নাম ‘অপারেশন সিঁদুর’।

এর পরে বৃহস্পতিবার রাতে ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকায় ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র হামলার চেষ্টা করে পাকিস্তান। ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রক জানায়, পাকিস্তানের সেই চেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানের ছোড়া ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র আকাশেই ধ্বংস করে দিয়েছে ভারতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এই আবহে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন বিরোধী দলের এমপি।

তাঁর দাবি, পাকিস্তানি সেনাকে পাশে থাকার বার্তা পর্যন্ত দিতে ব্যর্থ সে দেশের প্রধানমন্ত্রী। কারণ, তিনি ‘কাপুরুষ’।

সাম্প্রতিক টানাপড়েনের আবহে পিটিআই সমর্থকেরা বার বারই শাহবাজের দিকে আঙুল তুলেছেন। শুক্রবার এই আবেদন জমা পড়েছে ইসলামাবাদ হাই কোর্টে। তার পরেই পার্লামেন্টে শাহবাজকে একহাত নিলেন পিটিআইয়ের এমপি।

ইমরান-সমর্থকদের বিচার করার অনুমতি পেল সেনা!

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ওই ঘটনায় অশান্তি বাধানোর অভিযোগে হাজারেরও বেশি ইমরান-সমর্থককে গ্রেফতার করেছিল পাক সেনা, রেঞ্জার্স এবং পুলিশবাহিনী। তাঁদের মধ্যে প্রায় ১০০ জনের বিচার সামরিক আদালতে করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। তাঁদের সেনা হেফাজতেও পাঠানো হয়।

ভারতের সঙ্গে সংঘাতের আবহে পাক সেনাকে বাড়তি ক্ষমতা দিল সে দেশের সুপ্রিম কোর্ট। জেনারেল আসিম মুনির সামরিক আইন মেনে ২০২৩ সালে বিভিন্ন সেনাশিবিরে হামলায় অভিযুক্তদের বিচারের যে পদক্ষেপ করেছিলেন, সে দেশের শীর্ষ আদালত তাতে সায় দিয়েছে। ২০২৩ সালের মে মাসে প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের গ্রেফতারির পরে তাঁর দল ‘পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ’ (পিটিআই)-এর সমর্থকেরা ধারাবাহিক ভাবে হামলা চালিয়েছিলেন পাকিস্তান সেনার উপর। রাওয়ালপিন্ডির সেনা সদর দফতর, পাক সেনার লাহৌরের কোর কমান্ডারের বাড়ি, করাচি, পেশোয়ারের সেনাশিবির আক্রান্ত হয়েছিল। তছনছ করা হয়েছিল কয়েক জন সেনাকর্তার বাসভবন। এমনকি, গুলিও চালানো হয়েছিল সেনার উপর। ওই ঘটনায় অশান্তি বাধানোর অভিযোগে হাজারেরও বেশি ইমরান-সমর্থককে গ্রেফতার করেছিল পাক সেনা, রেঞ্জার্স এবং পুলিশবাহিনী। তাঁদের মধ্যে প্রায় ১০০ জনের বিচার সামরিক আদালতে করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। তাঁদের সেনা হেফাজতেও পাঠানো হয়। কিন্তু ওই পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলা দায়ের হয়েছিল পাক সুপ্রিম কোর্টে। আবেদনকারীপক্ষের যুক্তি ছিল, অভিযুক্তেরা অসামরিক ব্যক্তি। তাই সেনা আদালতে তাঁদের বিচার অসাংবিধানিক। ২০২৩ সালের অক্টোবরে পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ সেই আবেদনে সায় দিয়ে জানায়, সাধারণ ফৌজদারি আদালতে অভিযুক্তদের বিচার করতে হবে।

কিন্তু সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সাত বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিলেন জেনারেল মুনির।

৫-২ ভোটাভুটিতে সাত বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ জানিয়েছে, যেহেতু অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পাক সামরিক ব্যবস্থাপনার উপর আঘাতের অভিযোগ রয়েছে, তাই সেনা আদালতে তাঁদের বিচার চালানো যেতে পারে। সেই সঙ্গে বিচারপতি আমিনউদ্দিন খানের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের নির্দেশ, ৪৫ দিনের মধ্যে বিচারপর্ব শেষ করতে হবে সেনা আদালতকে। ধৃত পিটিআই নেতা-কর্মীরা সংশ্লিষ্ট হাই কোর্টে সেনা আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারবেন বলেও নির্দেশ দিয়েছে সাত বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ।

প্রধানমন্ত্রী কোথায়?

পাকিস্তানে চর্চায় ফিরলেন ইমরান

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

পাকিস্তানের মাটিতে ভারত-বিরোধী জঙ্গিদের ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিতে ভারতীয় সেনার ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর পরে দু’দিনও কাটেনি। বৃহস্পতিবার সেই অভিযানের দ্বিতীয় পর্বে টালমাটাল পাকিস্তান। বিভিন্ন সূত্রে দাবি করা হচ্ছে, ভারত-পাক উত্তেজনা কমাতে অপসারিত হতে পারেন পাক সেনা প্রধান আসিফ মুনির। তাঁকে হেফাজতে নেওয়া হতে পারে বলেও সূত্রের দাবি। তাঁর জায়গায় সেনাপ্রধান হিসেবে শামসাদ মির্জার নাম শোনা যাচ্ছে। একটি ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, রাওয়ালপিন্ডিতে সেনার প্রধান কার্যালয়ে হানা দিয়ে সেটি কার্যত ধ্বংস করে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। পাকিস্তানে এই পালাবদলের চর্চার মধ্যেই শোনা যাচ্ছে, শীঘ্রই জেল থেকে মুক্ত হতে পারেন, পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। ঠিক দু’বছর আগে, ২০২৩-এর ৯ মে, গ্রেফতার করা হয়েছিল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের প্রধানকে। ইমরান খান জেল থেরে বার হলে শরিফ-ভুট্টো সরকারের ভবিষ্যৎ কী, উঠছে সেই প্রশ্নও। আজ রাতে পাকিস্তানকে সব দিক থেকে ঘিরে ধরে অভিযান চালায় ভারত। সকাল থেকেই ইসলামাবাদ-সহ নানা জায়গায় ঘন ঘন সাইরেনের শব্দের মধ্যেই পাক সেনার শীর্ষ কর্তারা উদ্ভূত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আলোচনায় বসেন। খবর আসে, পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে দেখা করতে ইসলামাবাদে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে গিয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা শাহবাজের দাদা নওয়াজ শরিফ। শাহবাজ কোথায় গিয়েছেন, তা নিয়েও রাতে চর্চা শুরু হয়। ২৬ বছর আগে কার্গিলে সেনা পাঠিয়ে ভারতের হাতে পর্যুদস্ত হতে হয়েছিল পাকিস্তানকে। আন্তর্জাতিক মঞ্চেও তারা কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল।

‘আমাদের কিছু করার নেই’!

সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি নিয়ে ভারতের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানাল বিশ্ব ব্যাঙ্ক

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

পহেলগাঁও কাণ্ডের পর থেকেই ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্ক তলানিতে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ হিসাবে সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি স্থগিত করে ভারত। এই সিদ্ধান্তে খুশি নয় পাকিস্তান। তাদের দাবি, ভারত একতরফা ভাবে এই চুক্তি স্থগিত ঘোষণা করতে পারে না। এমনকি, পাকিস্তানের অনেকেই এই ব্যাপারে বিশ্ব ব্যাঙ্কের হস্তক্ষেপও দাবি করে! তবে শুক্রবার বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গা জানান, সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি নিয়ে ভারতের সিদ্ধান্তের বিষয়ে তাদের কিছু করার নেই! সংবাদসংস্থা এএনআইএ-কে শুক্রবার সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি নিয়ে বাঙ্গা বলেন, ‘‘এখানে তারা (বিশ্ব ব্যাঙ্ক) সাহায্যকারী। এ ছাড়া আর কোনও ভূমিকা নেই।’’ পাশাপাশি, তিনি এ-ও বলেন, ‘‘চুক্তি নিয়ে সমস্যায় বিশ্ব ব্যাঙ্ক কী ভাবে হস্তক্ষেপ করবে, তা নিয়ে সংবাধমাধ্যমে অনেক জল্পনা চলছে। কিন্তু সে সবই ভুয়ো। বিশ্ব ব্যাঙ্কের ভূমিকা শুধুমাত্র সহায়কের।’’ আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতায় টানা ন’বছরের আলোচনার পরে ১৯৬০ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর সই হয়েছিল ভারত-পাক সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও তৎকালীন পাক প্রেসিডেন্ট জেনারেল আয়ুব খান চুক্তিতে সই করেছিলেন।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় সই হওয়া ওই দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী, সিন্ধু এবং তার দুই উপনদী, বিতস্তা (ঝিলম) ও চন্দ্রভাগার (চেনাব) জলের উপরে পাকিস্তানের অধিকার ও কর্তৃত্ব থাকবে। ভারতের নিয়ন্ত্রণে থাকবে তিন উপনদী; বিপাশা (বিয়াস), শতদ্রু (সাটলেজ) এবং ইরাবতী (রাভি)-র জল।

সামগ্রিক ভাবে সিন্ধু এবং তার উপনদীগুলির মোট জলের উপর পাকিস্তানের অধিকার প্রায় ৮০ শতাংশ। ভারতের মাত্র ২০ শতাংশের সামান্য বেশি।

পহেলগাঁও কাণ্ডের পর থেকেই পরিস্থিতি বদলে যায়।

জঙ্গিহানায় ২৬ জনের মৃত্যুতে পাকিস্তানকে কাঠগড়ায় তোলে ভারত। তবে পহেলগাঁও কাণ্ডে তাদের কোনও যোগ নেই বলেই প্রথম থেকে জানিয়ে আসছে পাকিস্তান। যদিও তাতে ভারতের সুর নরম হয়নি। তাদের একাধিক পদক্ষেপের মধ্যে অন্যতম ছিল সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি স্থগিত করা। ভারতের এই সিদ্ধান্তের পরই বিশ্ব ব্যাঙ্কের হস্তক্ষেপের দাবি তোলেন পাকিস্তানের অনেকেই। তবে সেই দাবি এ বার উড়িয়ে দিলেন বাঙ্গা। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবারই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের সঙ্গে বৈঠকও করেন তিনি।

- **এই সিদ্ধান্তে খুশি নয় পাকিস্তান। তাদের দাবি, ভারত একতরফা ভাবে এই চুক্তি স্থগিত ঘোষণা করতে পারে না। এমনকি, পাকিস্তানের অনেকেই এই ব্যাপারে বিশ্ব ব্যাঙ্কের হস্তক্ষেপও দাবি করে!**
- **সংবাদসংস্থা এএনআইএ-কে শুক্রবার সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি নিয়ে বাঙ্গা বলেন, ‘‘এখানে তারা (বিশ্ব ব্যাঙ্ক) সাহায্যকারী। এ ছাড়া আর কোনও ভূমিকা নেই।’’**
- **বিশ্ব ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় সই হওয়া ওই দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী, সিন্ধু এবং তার দুই উপনদী, বিতস্তা (ঝিলম) ও চন্দ্রভাগার (চেনাব) জলের উপরে পাকিস্তানের অধিকার ও কর্তৃত্ব থাকবে।**
- **তবে পহেলগাঁও কাণ্ডে তাদের কোনও যোগ নেই বলেই প্রথম থেকে জানিয়ে আসছে পাকিস্তান। যদিও তাতে ভারতের সুর নরম হয়নি। তাদের একাধিক পদক্ষেপের মধ্যে অন্যতম ছিল সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি স্থগিত করা।**

‘ভয়ের কিছু নেই’!

দেশে সর্বত্র যথেষ্ট জ্বালানি তেল রয়েছে বলে আশ্বাস দিল ইন্ডিয়ান অয়েল

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

দেশে যথেষ্ট জ্বালানি তেল, রান্নার গ্যাস রয়েছে। শুক্রবার আশ্বাস দিল দেশের সবচেয়ে বড় তেল সংস্থা ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন (আইওসি)। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যে চাপানউতর চলছে, তার জেরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে দেশবাসীদের একাংশের মনে। অনেকেই যানে বেশি করে জ্বালানি ভরে রাখছেন। রান্নার গ্যাস কিনে মজুত করছেন বলে অভিযোগ। এই আবহে আশ্বাস দিল ভারতের সবচেয়ে বড় তেল সংস্থা। ওই ভিডিয়োগুলিতে দেখা গিয়েছে, পেট্রল পাম্পে লম্বা লাইন। সূত্রের খবর, জম্মু ও কাশ্মীর, পঞ্জাব, রাজস্থানের সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় স্থানীয়দের একাংশের মধ্যে জ্বালানি কেনার হিড়িক লক্ষ করা গিয়েছে। তার পরেই এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে পোস্ট দিয়েছে আইওসি। লিখেছে, ‘‘সারা দেশ জুড়ে যথেষ্ট মজুত রয়েছে ইন্ডিয়ান অয়েলের। জোগানও সরবরাহ রয়েছে ঠিকঠাক।’’ তার পরেই তাদের পরামর্শ, ‘‘আতঙ্কিত হয়ে জ্বালানি কেনার প্রয়োজন নেই। আমাদের সব বিপণিতে জ্বালানি, এলপিজি মজুত রয়েছে।’’ বৃহস্পতিবার রাতে জম্মু, পঞ্জাব, রাজস্থান লক্ষ্য করে ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানোর চেষ্টা করেছে পাকিস্তান। ভারতীয় সেনাবাহিনী সেই চেষ্টা ব্যর্থ করেছে। এই আবহেই সীমান্ত সংলগ্ন এলাকাগুলিতে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

অনেকেই জ্বালানি, প্রয়োজনীয় খাবারদাবার মজুত করে রাখার চেষ্টা করেন। এ বার এই আবহে আশ্বাস দিল আইওসি। শুক্রবার চণ্ডীগড় প্রশাসন এই নিয়ে কড়া নির্দেশ জারি করেছে। জানিয়েছে, খাবার, জরুরি পণ্য, জ্বালানি কিনে মজুত করে রাখা যাবে না। এতে কৃত্রিম চাহিদা তৈরির ফলে মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে।

জীবনের সঙ্গে জুড়ল কই

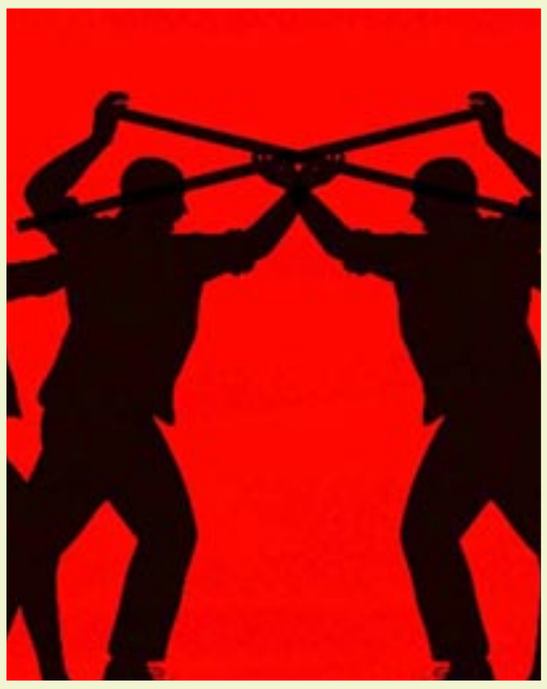

বৈশাখ জুড়ে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালনের আয়োজন এখন ক্রমবর্ধমান। বাংলার ঘরে ঘরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের চলও লেগে থাকে সারা বছরই। যদিও এই চল আর উৎসবকে প্রকৃত অর্থে 'রবীন্দ্রচর্চা' বলা যায় কি না তা ভেবে দেখার। সর্বজনীন রবীন্দ্রজয়ন্তী পালনের দীর্ঘ সত্তর-আশি বছর পরও বাঙালির জীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা একাত্ম ভাবে যুক্ত হয়েছে কি না সেই প্রশ্নও আসে। কখনও ভেবে দেখা হয় কি, বাঙালির দৈনন্দিন প্রাদেশিক ও ব্যক্তিক সঙ্কীর্ণতা বা গণ্ডিগুলোকে রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা, প্রবন্ধ, জীবনদর্শনের দ্বারা অতিক্রম করতে পারা গিয়েছে কি না? তিনি তো সমাজজীবনের সমস্যাগুলোকে, সমস্ত সংশয় সঙ্কটকে সত্যের আলোকে সহজে গ্রহণ করার পথ দেখাতে চেয়েছিলেন। মানুষের খাটো হওয়া প্রসঙ্গে বলেছেন, মানুষ যখন তার চার পাশের আর দশ জনের সঙ্গে ভাল করে মিশতে পারে না, মিলতে পারে না, তখনই সে ছোট হয়ে যায়। এই ক্ষুদ্রতা অন্যের কাছে যেমন, নিজের কাছেও তাকে পরাজয় বলে মেনে নিতে হয়।বেশ কিছু দিন ধরে চার পাশে শুধু ভাঙার খেলা দেখা যাচ্ছে। কখনও তা ধর্মের নামে, কখনও ভাষার নামে, কখনও রাজনৈতিক দলের নামে মানুষকে ছোট ছোট গণ্ডির মধ্যে রেখে ক্ষুদ্র করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। আর তাতে এক মানুষ আর এক মানুষের থেকে দূরে সরে তো যাচ্ছেই, বুদ্ধি-বিবেচনা লোপ পেয়ে তারা একে অপরের শত্রু হয়ে দাঁড়াচ্ছে।রবীন্দ্রনাথ বাঙালির চরিত্র খুব ভাল বুঝতে পেরেছিলেন। 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধে বলেছেন, তবাংলা দেশে আমরা আছি জতুগৃহে, আগুন লাগতে বেশিক্ষণ লাগে না।দ তাঁর দেখা বিশ শতক থেকে আজ একুশ শতকে পৌঁছেও খুব একটা ফারাক চোখে পড়ে না। আজও বাঙালি জাতি কোনও সুনির্দিষ্ট পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে পারেনি। বাঙালির হাতে এখন মারণাস্ত্র চোখে পড়ে, বিদ্রোহের নামে এখানে ভ্রাতৃহনন হয়। অথচ বাঙালি জাতিসত্তা গঠনে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা কম নয়। তাঁর মতে, যদি অন য কোনও বাঁধনে মানুষকে বাঁধা না যায়, শুধু ধর্মের মিলেই মানুষ মানুষে মেলে, তবে সে দেশ বা জাতি হতভাগ য। সে-দেশ স্বয়ং ধর্মকে নিয়ে যে-বিভেদ সৃষ্টি করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ, এমন আশঙ্কা তিনি বার বার বলেছেন। তাঁর মতে রাষ্ট্রিক মহাসন-নির্মাণের চেয়ে রাষ্ট্রিক মহাজাতি-নির্মাণের প্রয়োজন এ দেশে অনেক বেশি। কারণ এই সমাজে ধর্মে, ভাষায়, আচারে মানুষের বিভাজন ও বিভাগ অন্তহীন; একই পাড়ায় বা এলাকায় বাস করে, পাশাপাশি কাছাকাছি থেকেও মনের মিল হয় না, প্রতি পদে সংঘাত লেগেই থাকে। কবির ভাষায় এটা 'বর্বরতার লক্ষণ'। এই বর্বর পরিণতির দিকে জাতি বা দেশ যে যাবে তা তাঁর কল্পনাতীত।রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তার দু'টি প্রধান বৈশিষ্ট্য; এর বিশ্লেষণ বা দার্শনিক দিক, আর সামাজিক সমস্যার সমাধানের তথা ব্যবহারিক দিক। তিনি কখনও সমাজ এবং সে সম্পর্কে চিন্তার প্রয়োগকে আলাদা করে দেখেননি। সমাজচিন্তায় সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন শিক্ষায়। তাঁর আজীবনের ভাবনা; শিক্ষাবিস্তারের মাধ্যমেই সমাজ সক্রিয় সচল থাকতে পারে। ইদানীং শিক্ষাক্ষেত্রেও ঘুণ ধরেছে। আটাত্তর বছর যে দেশ স্বাধীন, তার শিক্ষাব্যবস্থায় উচিত ছিল রবীন্দ্রনাথের মতো মনীষীদের জীবনদর্শনের প্রসার। জাতি নির্মাণে রবীন্দ্রভাবনা বিস্তারের কোনও সুচিন্তিত পরিকল্পনা বাংলায় কখনও রচিত হয়নি। বছরের পর বছর নির্দিষ্ট কিছু উৎসবে তাঁকে পূজার ছলে ভুলে থাকার ব্যবস্থায় অবশ্য ফাঁক থাকেনি, ফাঁকি যতই থাক।বাংলার মাটিতে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে এত আবেগ সত্ত্বেও কেন তাঁর অনুরোধ, উপদেশ, ভাবনাগুলি নীরবে নিভৃতে কাঁদছে? রবীন্দ্রসাহিত্যের বহুল প্রচারে তো জাতিগঠনে সহায়তা হওয়ারই কথা ছিল, আদৌ তা হচ্ছে কি? কেন বাংলার মাটিতে আজও ধর্ম, সম্প্রদায়, জাতি, গোষ্ঠীতে এত হানাহানি, রক্তক্ষয়ী সংঘাত? নিজের শুভবুদ্ধিকে না মেনে সব বিষয়ে পরশক্তির উপর নির্ভরশীল হওয়া, পরের ভাবনা ও কাজের গোলামি করা বাঙালির বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই বাংলার এমন স্বভাবের উদাহরণ দিয়েছিলেন 'শিক্ষার মিলন'-এ। একটি গ্রামের উন্নতিকাজ করতে গিয়ে গ্রামের মানুষকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সে দিন তোদের পাড়ায় আগুন লাগল, একখানা চালাও বাঁচাতে পারলি না কেন? তারা বলল, কপাল! তিনি বললেন, তকপাল নয় রে, কুয়োর অভাব। পাড়ায় একখানা কুয়ো দিস নে কেন? তারা বলল, আজ্ঞে কর্তার ইচ্ছে হলেই হয়।এ কথা শুনে কবির স্বগতোক্তি ছিল, আগুন লাগানোর বেলায় দেবতা, আর জল দেওয়ার ভার কোনও এক কর্তার! এরা কোনও একটা দলের কর্তা পেলেই বেঁচে যায়; এদের আর যত অভাবই থাক, কোনও কালেই কর্তার অভাব হয় না। সেই কর্তাভজা রাজনৈতিক নেতারাই আজ চার পাশে নানা খণ্ডিত গোষ্ঠীর হর্তা-কর্তা-বিধাতা। সেখানে কে রবিঠাকুর, কী-ই বা তাঁর ভাবনা, নেতা কিংবা জনতার কারও কিছুতে যেন যায় আসে না। লেখক ঃ প্রীতম সেনগুতিম । সৌজন্যে ঃ আনন্দবাজার ডট কম।

বিশ্বের মিলিটারির নজর ভারতীয় উপমহাদেশের আকাশে

তন্ময় সিংহ

এ লেখা পর্যন্ত, প্রত্যক্ষভাবে এখনো যুদ্ধ ঘোষণা হয়নি ভারত ও পাকিস্তানের। পেহেলগামে নিরীহ নাগরিকদের হত্যার প্রতিবাদে ভারতীয় সেনাবাহিনীর তরফে বিমান ও মিসাইলে পাকিস্তান অধ্যুষিত কাশ্মীর ও পাকিস্তানের নির্দিষ্ট কয়েকটি সন্ত্রাসবাদী ঠিকানায় হামলা চালায় এবং সন্ত্রাসীদের ধ্বংস করে। পাকিস্তান ও ভারত দুই পক্ষই এই মুহূর্তে ড্রোন মিসাইল দিয়ে এবং সীমান্তে ফায়ারিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন শহর ও সামরিক লক্ষ্য টার্গেট করে লড়াইয়ে ব্যস্ত। আসলে প্রবলভাবে উগ্রবাদের সাথে থাকা পাকিস্তান জন্ম তথা স্বাধীনতার পর থেকেই উগ্রবাদের সাথে সরাসরি সংযোগ রাখার কারণে সবসময়ই অস্থিরতা দেশের অভ্যন্তরে বিরাজমান। মৌলিক সমস্ত সমাধান জঙ্গি কার্যকলাপ ও তাতে মদত, আইএসআই ও সেনাবাহিনীর প্রধান কাজ ভারতের জঙ্গি আক্রমণ ও জঙ্গি অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে পেহেলগামের মত কান্ড ঘটানো। হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া তে ভারতের বিমান বাহিনী এই সন্ত্রাসীদের ঘাঁটিতে আক্রমণ কে ঘিরে অপপ্রচার শুরু করে এবং ভারতীয় নির্দিষ্ট কিছু সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে টার্গেট করার সিদ্ধান্ত নেয় ড্রোন ও মিসাইল দিয়ে হামলা চালায়। দুই দেশের মধ্যে ড্রোন ও মিসাইল হামলা প্রতিহত করার পাশাপাশি বিমান হামলাও শুরু হয় এবং একপক্ষ অন্য পক্ষের বিমান ধ্বংসের দাবি করতে থাকে। এই বিমান হামলায় ফ্রান্স থেকে আগত অত্যাধুনিক রাফায়েল বিমান ভারতীয় সেনাবাহিনীর অন্যতম শক্তি হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে পাকিস্তান চীন থেকে প্রাপ্ত জে ১০ সি নিয়ে লড়াই করছে। এই দুই অত্যাধুনিক বিমানের রণাঙ্গনে লড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে এই মুহূর্তে সারা বিশ্ব।

প্রত্যেক দেশ তাদের সেরা টেকনোলজি দিয়ে যুদ্ধবিমান তৈরি করে এবং লক্ষ্য করে যাতে আকাশ পথে যাতে সবথেকে সেরা হয় তাদের দেশ। কিন্তু রণাঙ্গন ছাড়া সম্পূর্ণ কর্মদক্ষতা মেপে দেখার কোন উপায় থাকে না এই বিমান গুলির, তাই কোথাও যুদ্ধ হলে এই অস্ত্রের কার্যক্ষমতার দিকে নজর থাকে বিশ্বের রাষ্ট্র নেতাদের ও সামরিক বিশেষজ্ঞদের। আবার ইজরাইলের মত দেশ যারা সারা বছরেই বিভিন্ন জঙ্গিহানা সামলে নিজেদের দেশের নাগরিকদের সুরক্ষিত রাখে তাদের এয়ার ডিফেন্স এবং ড্রোন জাতীয় আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র গুলির কার্যকারিতা কতটা সেদিকেও নজর আছে ইউরোপ ও আমেরিকার। ভারতের মিসাইল ইতিমধ্যে ইজরাইলের সাংবাদিক ড্যানিয়েল পার্লের হত্যাকারী , আব্দুল রউফ আজাহার কে হত্যা করেছে বলে জেরুজালেম পোস্ট জানিয়েছে। ভারতের হারপ ড্রোন যা পাকিস্তানের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমকে ধ্বংস করেছে বলে খবর তা ইজরায়েলের তৈরি। এছাড়াও ভারতের নিজস্ব বিমান তেজস, ক্ষেপনাস্ত্র সহ পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম সেনাবাহিনী আছে। আমেরিকা দীর্ঘদিন ধরে সামরিক ক্ষেত্রে নিজের কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করলেও তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে উঠে এসেছে চীন, আবার রাশিয়া বিগত দিনে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে বারবার। রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধে বিগত দিনে সারা বিশ্ব দেখেছে রাশিয়ান অস্ত্রশস্ত্র ও বিমান বাহিনীর সাথে, ইউরোপ ও আমেরিকার সাহায্য প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র ও বিমান বাহিনীর লড়াই। এই লড়াইয়ে ফলাফল আজও সম্পূর্ণ না হলেও রাশিয়া যে এগিয়ে সে বিষয়ে বলার কোন দ্বিমত নেই। এই পটভূমিকায় ভারত ও পাকিস্তানের আকাশে এই ডগ ফাইটে ফ্রান্সের একটি রাফায়েল বিমান ধ্বংস হওয়ার খবর সংবাদ সংস্থা রয়টার্স, ফ্রান্সের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কোন আধিকারিক এর থেকে সূত্র মারফত প্রকাশ করেছে। আবার চীনের দুটি জে ১০ বিমান ধ্বংস হয়েছে বলে সংবাদমাধ্যমের খবর এবং একজন পাকিস্তানি বিমান চালক বন্দী হয়েছে বলেও অসমর্দিত সূত্রের খবর। যদিও চীনের সরকারি মদতপুষ্ট গ্লোবাল টাইমস চীনের বিমানের ব্যবহার হওয়ার কথা পাকিস্তানের পক্ষে স্বীকার করে তাদের বিমানের কার্যক্ষমতার গুনগান করেছে ও তিনটি রাফায়েল বিমান ধ্বংসের দাবি করছে।

রয়টার্স এই খবর আংশিক প্রকাশ করায় শেয়ার মার্কেটের রাফাইলে প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের পতন ও চীনা বিমান প্রস্তুতকারী সংস্থার শেয়ারে বৃদ্ধির খবর দিয়েছে ইউরেশিয়ান টাইমস। যদিও জনসাধারণের জন্য উপলব্ধ তথ্য অনুসারে, ফ্রান্সের রাফায়েল সাধারণত চীনের চেংডু J10C এর চেয়ে বেশি সনাক্তকরণ পরিসীমা রয়েছে কারন এটি মূলত এর উন্নত RBE2 AESA রাডারের কারণে, যার সনাক্তকরণ পরিসীমা ২০০-২৪০ কিলোমিটারের বেশি বলে জানা গেছে। বিপরীতে, J10CP -10 পরিসীমা প্রায় ১২০ থেকে ২০০ কিলোমিটার ও মিসাইলে আঘাত করার ক্ষমতা ১৫০ কিঃমিঃ। চীন দাবি করে এটি আমেরিকার যে সিক্সটিন এর থেকেও শক্তিশালী। যদিও আমেরিকান বিমান বাহিনীকে অবাক করে ভারতের এয়ারফোর্স পাইলট মিগ ২১ দিয়ে যৌথ মহড়ার সময় আমেরিকার এফ ১৫ ঈগলকে আঘাত করতে সমর্থ হয়েছিল, যার জন্য ভারতবর্ষের বিমানবাহিনীর কর্মদক্ষতার প্রশংসা হয়েছিল বিশ্ব জুড়ে।

আসলে ভারত ও পাকিস্তান এই দুই দেশের উন্নত বিমান গুলির মধ্যে আকাশ সংঘর্ষ বিমানের যান্ত্রিক কর্মদক্ষতা ও পাইলটের ব্যক্তিগত দক্ষতা পরীক্ষা করার সুযোগ বিশ্বের সমস্ত দেশের মিলিটারির কাছে। সেই রকম আগামী দিনে সরাসরি সশস্ত্র যুদ্ধ না হয়ে ড্রোন বা মিসাইল ভিত্তিক যুদ্ধ এবং এফ ৪০০ এর মত মিসাইল ধ্বংসকারী অস্ত্র কতটা নিখুঁত ও কার্যকরী হতে পারে তার প্রমাণ আগামী দিনে এই যুদ্ধ চললে পাবে সারা বিশ্ব।

ইজরায়েলের ড্রোন গুলি যদি বাধার মুখে পড়ে তখন তার কার্যকরিতা বোঝার সুযোগ মিলবে এই উপমহাদেশে। ভবিষ্যতে তাইওয়ানকে ঘিরে যদি চীন ও আমেরিকার লড়াই হয় তার আগে চতুর্থ ও পঞ্চম প্রজন্মের বিমান গুলির কার্যকারিতা দেখে নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে আমেরিকা। আমেরিকা এবং ইউরোপের প্রযুক্তিগত উন্নতি কতটা হয়েছে তা আগামী দিনে এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বোঝা যাবে আবার চীন সোভিয়েত ডেরিভেটিভ প্রযুক্তির থেকে কতটা এগিয়ে গেছে এবং তাদের যুদ্ধাস্ত্র ও বিমান গুলি কতটা সক্রিয় ও কার্যকরী তার দিকে তাকিয়ে সারা বিশ্ব।

তথ্য - রয়টার্স ও ইউরেশিয়ান টাইমস থেকে প্রাপ্ত।

ছবি- সামাজিক মাধ্যম থেকে সংগৃহীত।

আমাদের আকাশ, আমরা নিয়ন্ত্রণ করি
মিসাইল ধ্বংস করে বার্তা ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ 'অপারেশন সিঁদুর' সফল হওয়ার পরই পাকিস্তান সীমান্তে আক্রমণ করার গতি বাড়িয়েছে। লাগাতার গুলিবর্ষণ করে ইতিমধ্যে একাধিক ভারতীয়কে মেরেছে পাক সেনা। উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের একাধিক রাজ্যকে নিশানা করেছিল পাকিস্তান । বুধবার রাতের পর বৃহস্পতিবার রাতেও ড্রোন এবং মিসাইল হামলার পরিকল্পনা করেছিল তারা। কিন্তু ভারত শুধু সেই ছক ব্যর্থই করেনি, পাল্টা হামলা করে পাকিস্তানের অধিকাংশ জায়গা তছনছ করেছে। আর এরপরই পড়শি দেশকে কড়া বার্তা দিয়েছে ভারতীয় সেনা ।জম্মু-কাশ্মীর থেকে শুরু করে গুজরাট, রাজস্থান, পাঞ্জাবের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে হামলার ছক করেছিল পাকিস্তান। ড্রোনের সাহায্যে মিসাইল লঞ্চ করেছিল তারা। কিন্তু ভারতের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের কাছে সেগুলি নাস্তানাবুদ হয়। কোনও মিসাইল ভারতের মাটি ছোঁয়া তো দূর, মাটির ৫০০ মিটারের মধ্যেও আসতে পারেনি।

পাকিস্তানের সেই হামলার চেষ্টা প্রতিরোধ করার পরই ভারতের কড়া হুঙ্কার, 'আমাদের আকাশ, আমরা নিয়ন্ত্রণ করি...' 'অপারেশন সিঁদুর' সফল হওয়ার পরই পাকিস্তান সীমান্তে আক্রমণ করার গতি বাড়িয়েছে। লাগাতার গুলিবর্ষণ করে ইতিমধ্যে একাধিক ভারতীয়কে মেরেছে পাক সেনা। জওয়ানও শহিদ হয়েছেন। তবে পিছিয়ে নেই ভারতীয় সেনাও। পাল্টা হামলায় ৭ পাক মদতপুষ্ট জইশ জঙ্গিকে খতম করেছে তাঁরা। একই সঙ্গে, একাধিক পাক সেনাও ভারতের হামলায় কুপোকাত হয়েছে। এরপরই কার্যত দু'দফায় ড্রোন হামলা করার পরিকল্পনা করে পাকিস্তান। সেটাও ভারতের এয়ার ডিফেন্সের দ্বারা ব্যর্থ হয়। আসলে ভারতের কাছে বহুস্তরীয় এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম রয়েছে। যার মধ্যে রুশ, ইজরায়েলি ছাড়াও দেশীয় প্রযুক্তি কৌশলে তৈরি আকাশ রয়েছে। যেমন- এস-৪০০ হল ৩৮০ কিমি পাল্লার। ২০১৮ সালের অক্টোবরে রাশিয়ার সঙ্গে এক অস্ত্রচুক্তিতে ৪০,০০০ কোটি টাকায় হাতে পেয়েছিল ভারত। বারাক-৮এমআর-সারফেস টু এয়ার মিসাইল হল ৭০ কিমি পাল্লার। ইজরায়েলের সঙ্গে যৌথ প্রকল্পে তৈরি হয়েছে ৩০,০০০ কোটি টাকায়। ভারতীয় সেনা, বিমান ও নৌবাহিনীতে প্রচুর

সংখ্যায় আনা হয়েছে এই ক্ষেপণাস্ত্র। দেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র আকাশ হল ২৫ কিমি পাল্লার। ভারতীয় বিমান বাহিনী ও সেনার কাছে এটা রয়েছে। স্পাইডারের পাল্লা ১৫ কিমির। ইজরায়েলের কমা গোছের দ্রুত সাড়া দেওয়া বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র। সুতরাং,

বোঝাই যায় ভারতের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের সামনে পাকিস্তানের ড্রোন, মিসাইল বা অন্যান্য চিন নির্মিত অস্ত্র আদতে কাজে লাগারই নয়। তাই যা হওয়ার, সেটাই হয়েছে।

পৌরসভার পরিষেবা

ডাঃ বি সি রায় এভিনিউ, দুর্গাপুর-১, ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের শিমুলতলা বস্তির উল্টো দিকেরনিকাশি নালা পরিস্কারের কাজ শুরু করল পৌরসভা। ৩ থেকে ৪ দিনের মধ্য সম্পূর্ণ হবে কাজ বলে জানা গিয়েছে। দুর্গাপুর নগর নিগমের মুখ্য পুরপ্রশাসক অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায় দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করায় খুশী স্থানীয় বাসিন্দারা, তারা ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্য পুরপ্রশাসক কে।

ধসের কবলে সিদুলির দিঘির বাগান এলাকার কুঁয়ো

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
অন্ডাল

খনি অঞ্চল এমনিতেই শুষ্ক অঞ্চল রূপে পরিচিত। আর গরম পড়তেই খনি অঞ্চলে বাড়ে তীব্র জল সংকট। মাঝেমধ্যে বৃষ্টির কারণে সেভাবে গরম এখনো পড়েনি তবে দুই এক দিন গরমের তীব্রতা ৪৪ডিগ্রি ছাড়িয়েছে এলাকায়। আর গরমের শুরুতেই ফের ধসের কবলে সিদুলের দিঘির বাগান এলাকায় একটি কুঁয়ো। দিঘির বাগান এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, বেশ কয়েক মাস আগে এই কুঁয়োটিতে ধসের ঘটনা ঘটে। সেই মুহূর্তে পঞ্চায়েত প্রশাসনের লোকজন এসে পরিদর্শনও করে যায়। আশ্বাস দেওয়া হয় কুঁয়োটি মেরামতের। উপর থেকে সামান্য মেরামত হলেও কুঁয়োটি সঠিকভাবে মেরামত হয়নি আর তার কারণে ফের ধসের ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি স্থানীয়দের। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এই কুঁয়োটির উপর নির্ভর করে এলাকার বহু মানুষ। হঠাৎ করে কুঁয়োর মধ্যে ধসের ঘটনা ঘটায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। এলাকার বাসিন্দা তথা খান্দরা পঞ্চায়েতের সদস্যা চান্দা বিবি জানান, তিনি নিজে এই কুঁয়োটির মেরামতের জন্য পঞ্চায়েতে লিখিত ভাবে জানিয়েছেন। তিনি চান এলাকার মানুষের সুবিধার্থে কুঁয়োটি সঠিক ভাবে মেরামত হোক। তিনি বলেন, একজন স্থানীয় বাসিন্দা ও পঞ্চায়েত সদস্য হিসেবে তিনি এলাকার মানুষের পাশে সব সময় আছেন। চান্দা দেবী বলেন, এলাকার মানুষের উচিত এবার সমবেত হয়ে পঞ্চায়েত অফিসে লিখিতভাবে দরখাস্ত করা। নইলে যে কোন সময় কুঁয়োটি ধ্বসে গিয়ে বড়সড় বিপত্তি ঘটতে পারে এলাকায়।

বেকারত্বর জ্বালা, ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘর থেকে

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
লাউদোহা

দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের গোগলা কোলিয়ারি এলাকায় এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চঞ্চল্য। সুত্র মারফৎ জানা যায় ব্যক্তি ঝাড়খণ্ডের নলা'র বাসিন্দা। এখানে ইসিএল-এর কোয়ার্টারে ভাড়া থাকতেন স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে। শুক্রবার বেলা ১১ টা নাগাদ নিজের বাড়িতে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় রঞ্জিত ব্যানার্জি(৪৬) নামে ব্যক্তির মৃতদেহ। মৃতর স্ত্রী মনিকা ব্যানার্জি জানান, তার মায়ের শারীরিক অসুস্থতার খবর নিতে তিনি বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন তিন দিন আগে। ঘরে কোন ঝগড়া ঝামেলা ছিল না, তার স্বামী তাকে তার বাপের বাড়ি পৌঁছে দিতে গাড়িও করে দিয়েছিলেন, এমনকি প্রত্যেকদিন তাদের ফোনে কথা হতো। মনিকা দেবী জানান, আজ সকাল ন'টা পর্যন্ত তার স্বামীর সঙ্গে ফোনে কথা হয় কিন্তু এই ধরনের ঘটনা ঘটবে কল্পনাও করতে পারেননি তিনি। মৃতর স্ত্রী মনিকা ব্যানার্জি আরো জানান যে, তার স্বামী ঘুরে ঘুরে চা বিক্রি করে বেড়াতো। ইদানিং সেটাও ভালো চলছিল না, অনেক লোককে বলেও একটা কাজের জোগাড় করতে পারেননি তিনি, সে কারণেই বিগত কয়েকদিন ধরে তিনি মানসিক অশান্তিতে ভুগছিলেন। বাড়িতে রয়েছে তাদের একমাত্র সন্তান। হঠাৎ এই ধরনের ঘটনা ঘটায় শোকের ছায়া পুরো পরিবারে। লাউদোহার ফরিদপুর থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। মৃত্যুর কারণ ময়নাতদন্তের পরেই পরিষ্কার হবে, ঘটনা তদন্ত শুরু হয়েছে।

নিখোঁজ তিন নাবালিকাকে উদ্ধার করল পুলিশ

সকালের শিরোনাম
গোপাল রায়
আরামবাগ

নিখোঁজ হয়ে যাওয়া তিন নাবালিকাদের উদ্ধার করে তাদের পরিবারের হাতে তুলে দিল আরামবাগ থানার পুলিশ। জানা গেছে, আরামবাগ থানার চাদুর এলাকায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তিন নাবালিকা হঠাৎ এলাকা থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। ওই নাবালিকাদের বয়স আনুমানিক ১২ থেকে ১৩ বছর।

পরিবারের লোকজনেরা বিভিন্ন জায়গায় তন্ন তন্ন খোঁজাখুঁজি করলেও তাদের খোঁজ পাননি। অবশেষে তিন নাবালিকার পরিবারের লোকজন আরামবাগ থানায় নিখোঁজের একটি লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে আরামবাগ থানার আইসি রাকেশ সিং পুলিশ আধিকারিকদের নিয়ে একটি টিম গঠন করে। বিভিন্ন থানা এলাকাগুলিতে খোঁজাখুঁজি শুরু করে গোঘাট থানার অলসপুর এলাকা থেকে ওই তিন নাবালিকাদের উদ্ধার করে আরামবাগ থানায় নিয়ে আসে পুলিশ।

এরপর নাবালিকার পরিবারের লোকজনদের খবর দেয় পুলিশ। পরে পরিবারের হাতে নিখোঁজ নাবালিকাদের তুলে দেয় আরামবাগ থানার পুলিশ।

পরিবারে লোকজনরা জানান, কি করে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছে তা আমরা জানি না। পুলিশ এদের কে উদ্ধার করে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে।

আসানসোলে সাড়ম্বরের সঙ্গে পালিত ২৫ শে বৈশাখ

সকালের শিরোনাম
সন্তোষ মন্ডল
আসানসোল

নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শুক্রবার আসানসোল সহ গোটা শিল্পাঞ্চল জুড়ে পালিত হয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন ২৫ শে বৈশাখ। শুক্রবার সকালে, পশ্চিম বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় আসানসোল যুব আবাস ম্যারেজ হলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় 'কবি প্রণাম' অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক পোন্নমবলম এস, অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) সঞ্জয় পাল, পিডি ডিআরডিসি ইন্দ্রদেব ভট্টাচার্য্য, আসানসোলের মহকুমা শাসক (সদর) বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য্য, কালচারাল সেক্রেটারী আসানসোল সংস্কৃতি মঞ্চ, দীপক তলাপাত্র, ভারপ্রাপ্ত জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক, পশ্চিম বর্ধমান নরেন্দ্র নাথ দত্ত এবং জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রাজেশ কুমার মন্ডল। এছাড়াও কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন রানিগঞ্জের বিধায়ক তাপস বন্দোপাধ্যায়, আসানসোল পুরনিগমের চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা। একইভাবে, এদিন, আসানসোল পুরনিগমের তরফে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন পালন করা হয়। এই উপলক্ষে এদিন সকালে রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এর আগে, আসানসোল পুরনিগম থেকেও একটি শোভাযাত্রা বেরোয়। ঐতিহ্যবাহী বাঙালি পোশাক পরে বিপুল সংখ্যায় স্কুল পড়ুয়া এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। আসানসোল পুরনিগমের চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, দুই ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক ও ওয়াসিমুল হক, মেয়র পারিষদ গুরুদাস ওরফে রকেট চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত অধিকারী, আসানসোল পুরনিগমের আধিকারিক ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্র ভবনে পৌঁছানোর পর সকলেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তিতে মেয়র বিধান উপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। অনুষ্ঠান চলাকালীন বক্তারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন ও কর্মের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেন। সকলেই বলেন যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবল একজন মানুষ ছিলেন না। তিনি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান ছিলেন। মেয়র পারিষদ গুরুদাস ওরফে রকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, ২৫ শে বৈশাখ উপলক্ষে আসানসোল পুরনিগমের তরফে রবীন্দ্র ভবনে দু'দিনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এদিন সকালে আসানসোল মহিলা উদ্যোগের পক্ষ থেকে আসানসোলের রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। এই উপলক্ষে সমাজকর্মী সুদেষ্ণা ঘটক সহ আসানসোল মহিলা উদ্যোগের সকল সদস্য ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। সুদেষ্ণা ঘটক বলেন, এদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি সমগ্র ভারতবর্ষ, বিশেষ করে বাংলা এবং সমগ্র বিশ্বে বাঙালিদের একটি স্বতন্ত্র পরিচয় দিয়েছিলেন। যার জন্য আমরা চিরকাল তাঁর কাছে ঋণী থাকব। তিনি আরো বলেন, এটি অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আজকের নতুন প্রজন্ম রবীন্দ্রভবন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এর জন্য বর্তমান পরিস্থিতি দায়ী। তবে আমাদের সকলকে চেষ্টা করতে হবে যতদিন আমরা আছি, ততদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের সাথেই থাকুন। এদিকে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৪তম জন্মদিবস পালন করা হয় ইস্পাত নগরী বার্নপুরে। 'আগুনের পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন পুণ্য করো, দাহন দানে' কবি ঠাকুরের চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলী দেওয়া হয়। এদিন সকালে আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার বার্নপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে বেরোয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। তাতে অংশ নেয় একাধিক স্কুলের পড়ুয়ারা। ছিলেন বিধায়ক তাপস বন্দোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা। অন্যদিকে, এদিন বারাবনি ব্লক কার্যালয়ে ২৫ শে বৈশাখ কবিগুরুর রবীন্দ্রনাথের ১৬৪তম জন্মদিবস উপলক্ষে কবি আবক্ষ মূর্তিতে মাল্য দান করা হয়। ছিলেন বারাবনি ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বা বিডিও শিলাদিত্য ভট্টাচার্য, বারাবনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অসিত সিং, বারাবনি থানার ওসি দিব্যেন্দু মুখোপাধ্যায়, বারাবনি পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি সুফল মাঝি জামগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কেশব রাউত। এছাড়াও দোমহানি শিক্ষা নিকেতন ইংলিশ কোচিং সেন্টারের ছাত্র-ছাত্রীরা ছিলো। পরে বারাবনি পঞ্চায়েত সমিতির সঞ্চয়িতা ভবনে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয়। যেখানে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা নাচ, গান ও আবৃত্তি পরিবেশন করে।

ভারত-পাক যুদ্ধে জারি হল উপকূলে বাড়তি সতর্কতা

সকালের শিরোনাম
সুদেষ্ণা মন্ডল
সাগর

ভারত-পাক যুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের উপকূল তীরবর্তী এলাকা জারি হল সর্তকতা। বঙ্গোপসাগরের উপকূল তীরবর্তী এলাকায় শুরু হল নজরদারি। বৃহস্পতিবার থেকে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যে যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সেই পরিস্থিতিতে বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী এলাকায় জারি হয়েছে সর্তকতা।

ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধের দামামা বেজে গিয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার উপকূল তীরবর্তী এলাকাগুলিতে জারি করা হয়েছে সতর্কতা। শুক্রবার সকাল থেকে সুন্দরবন পুলিশের পক্ষ থেকে গঙ্গাসাগর, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, ক্যানিং, গোসাবা, বাসন্তী সহ বিভিন্ন উপকূল তীরবর্তী এলাকাগুলিতে চলছে জেলা পুলিশের নজরদারি। স্পিডবোর্ডের মাধ্যমে দক্ষিণ ২৪ পরগনার উপকূল তীরবর্তী এলাকাগুলিতে টহল দিচ্ছে উপকূলীয় থানার পুলিশেরা। এই বিষয় সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও তিনি জানান, যুদ্ধ পরিস্থিতিতে উপকূল তীরবর্তী এলাকায় গুলিকে রক্ষা ও বঙ্গোপসাগরের ওপর নজর রাখার জন্য ইতিমধ্যেই উপকূল তীরবর্তী এলাকা থানা গুলিকে সতর্ক করা হয়েছে। শুক্রবার সকাল থেকে বঙ্গোপসাগরের উপকূল তীরবর্তী এলাকার নদী গুলিতে এবং বঙ্গোপসাগরে বাড়তি সর্তকতা অবলম্বন করা হয়েছে। সকাল থেকে উপকূল তীরবর্তী এলাকা গুলিতে নজরদারি চালানো হচ্ছে। ভারতের প্রত্যাঘাতে কার্যত নাস্তানাবুদ পাকিস্তান।

বর্ষার পূর্বে নদী ও নিকাশী খাল সংস্কারের দাবী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পূর্ব মেদিনীপুর

রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তমত ওয়েস্ট বেঙ্গল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড(ডব্লিউবিএমডিটিসিএল)ক র্তৃপক্ষ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কেলেঘাই নদী ও সোয়াদিঘী, গঙ্গাখ ালি দুটি বড় খাল সংস্কারে হাত দিয়েছে। অন্যদিকে ঐ একই পদ্ধতিতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ পায়রাটুঙী-দেনান-টোপা সহ বেশ কয়েকটি ছোট-বড়-মাঝারি খ াল সংস্কারে হাত দিয়েছে। কিন্তু নানা সমস্যা ও গড়ি-মসির কারণে সংস্কারের কাজের গতি খুবই শ্লথ। বর্ষা আসতে আর মাত্র এক মাস বাকি। এছাড়াও গত বর্ষার সময় কাঁসাইয়ের নদীবাঁধের যে অংশগুলি ভেঙে গিয়েছিল, সেই ভাঙা অংশগুলিতে শক্তপোক্তভাবে বাধার কাজও চলছে ধীরগতিতে। ফলস্বরূপ আগামী বর্ষায় একটু বেশী বৃষ্টি হলে ফের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জলবন্দী হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। সেচ দপ্তরের কার্টিং চার্ট অনুসারে দ্রুত নদী ও খালগুলি সংস্কারের কাজের গতি বাড়ানো, সোয়াদিঘী সহ বিভিন্ন বড় লকগেটের সাটার বর্ষার পূর্বে মেরামত ও তোলা-ফেলার জন্য বৈদ্যুতিকীকরণ, কাঁসাইয়ের মানুর- জঁদরা-গড়পুরযোত্তমপুর সহ বিভিন্ন ভেঙে যাওয়া নদীবাঁধ শক্তপোক্তভাবে অবিলম্বে নির্মানের দাবীতে সম্প্রতি জেলাশাসক ও সেচ দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হলেও বিশেষ কোন কাজের অগ্রগতি না হওয়ায় অবশেষে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটি ২২শে মে জেলাশাসক ও সেচ দপ্তরে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দিল। কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক জানান, গত বর্ষার পর জেলা শাসক ও সেচ দপ্তরের জেলা আধিকারিকেরা কয়েকটি নিকাশী খ াল পরিদর্শনের পর জেলাস্তরে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে জেলার ১৩টি খাল সংস্কারের উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, এখন পর্যন্ত একটি খালও পূর্ণ সংস্কার তো দূরের কথা,অর্ধেক অংশও সংস্কার হয়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে জেলা বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটি, সোয়াদিঘী খাল সংস্কার সমিতি, কৃষক সংগ্রাম পরিষদ সহ কমিটির বিভিন্ন শাখা সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে উক্ত কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে।

রামনগরে রবিতীর্থের কবি প্রণাম

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রামনগর

রামনগরের রবিতীর্থের আয়োজনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৪ তম জন্মদিবস পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন, পূর্ব মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট জুডো এসোসিয়েশনের ভাইস চেয়ারম্যান তথা রামনগর ১ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য দীপক সার, উপস্থিত ছিলেন রামনগর ১ নং ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, রামনগর বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সহ-সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ সার, বাড়সোলেমানপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক অশোক প্রধান, শিক্ষাবিদ তপন রঞ্জিত, শিক্ষক রঞ্জিত পয়ড়্যা, সংস্থার সম্পাদিকা পিউলি নন্দ সহ অনান্য অতিথিগণ। এদিন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে উপহার তুলে দেন আমন্ত্রীত অতিথিগণ।

বনমালীচট্টা হাইস্কুলে রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপন

সকালের শিরোনাম
রাজনন্দিনী নন্দ মিশ্র
কাঁথি

রাজ্যজুড়ে গ্রীষ্মের ছুটি চললেও, শুক্রবার ২৫ বৈশাখে কাঁথি ৩ ব্লকের বনমালীচট্টা হাইস্কুলে সাড়ম্বরে পালিত হলো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫তম জন্মজয়ন্তী। স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ছাত্ররা নৃত্য, গান ও কবিতার মাধ্যমে কবিকে শ্রদ্ধা জানান। অনুষ্ঠানের সূচনায় 'অপারেশন সিন্দুর'-এ অংশগ্রহণকারী বীর সেনানীদের সম্মান জানানো হয়। এরপর বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র জানা, প্রাণপুরুষ পীতাম্বর দাস, স্বামীজী ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ডঃ দেবব্রত মাইতি বলেন, রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন শুধু একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে আত্মিকভাবে জড়িত একটি উপলক্ষ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী পঙ্কজ প্রধান। তিনি প্রাক্তনী সংসদের পক্ষ থেকে বর্তমান ছাত্রদের জন্য কিছু দুষ্প্রাপ্য বই দান করেন। প্রাক্তনী সংসদের সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান শিক্ষক অজয় কুমার গিরি এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি শুকদেব জানা, সদস্য সুখেন্দু বারিক, শিক্ষক শ্রীকৃষ্ণ ভুঁইয়া, রাজশেখর মণ্ডল, সুজিত মাইতি, মানিক বারুই প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন আনন্দময় দাস।

পুলিশের উদ্যোগে কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বেলিয়াবেড়া

শুক্রবার ঝাড়গ্রাম জেলার বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশের উদ্যোগে থানা প্রাঙ্গনে এক অনুষ্ঠানে বেলিয়াবেড়া থানার অধীন বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জনকারীদের ফুলের তোড়া, শিক্ষা সামগ্রী দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জনকারী ১৮ জন এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জন কারী ১৫ জন, সেইসঙ্গে পুলিশের দিশা কোচিং সেন্টার থেকে মাধ্যমিকে প্রথম হওয়া ৬ জন এবং ১৯ জন সিভিক শিক্ষককে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে স্মারক ও ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনা জানান ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেডকোয়ার্টার) সৈয়দ মোহাম্মদ মামদুল্লা হাসান, ডিএসপি (হেডকোয়ার্টার) সমীর অধিকারী, সার্কেল ইন্সপেক্টর দেবাশীষ ঘোষ, বেলিয়াবেড়া থানার ওসি সুদীপ পালোধী, গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের বিডিও নীলোৎপল চক্রবর্তী সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক ও এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষকরা।

রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে স্বেচ্ছায় রক্তদান

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কেশিয়াড়ি

শুক্রবার রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ি থানার বারিদা গ্রামে রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব কমিটির সহযোগিতায় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

চারা গাছ রোপনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিতে ফুলের মালা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর শুরু হয় রক্তদান শিবির। প্রচন্ড গরম কে উপেক্ষা করে রক্তদান শিবিরে ৪০ জন অংশগ্রহণ করে স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলার কাপগাড়ি সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রণব সাউ, শিক্ষক সন্দীপ দত্ত, সুদীপ খাড়া, রামশংকর দাস, বিপ্লব দে, অভিষেক রাউত, শিবশঙ্কর আদক ও সৌরভ দত্ত সহ আরো অনেকে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা সকল রক্তদাতাদের হাতে একটি করে ফলের চারা গাছ তুলে দেন। তারা বলেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষে কেশিয়াড়ি থানার বারিদা গ্রামে রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে নজির সৃষ্টি করেছে। প্রচন্ড গরমে দিশেহারা মানুষ, এমন সময় কবিগুরুর জন্মদিন উপলক্ষে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে বারিদা রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব কমিটি ভালো কাজ করেছেন। তারা বলেন, গ্রীষ্মকালে বিভিন্ন হাসপাতালে রক্তের শংকট দেখা দিয়েছে। রক্তের সংকট সমাধানের এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা সকল রক্তদাতাদের এবং সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। সর্বস্তরের মানুষকে আরো বেশি করে রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান।

অভিযান চালিয়ে ভেজাল চা বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বর্ধমান

অভিযান চালিয়ে বর্ধমান শহরের বেশ কয়েকটি দোকান থেকে ভেজাল চা বাজেয়াপ্ত করল বর্ধমান থানার পুলিশ। বহুদিন ধরে বর্ধমান শহরের তেতুলতলা বাজার, নীলপুর বাজারে সহ বেশ কয়েকটি মুদিখানা দোকান ও বাজারে নামি কোম্পানির মত ব্রান্ডের নামের ভেজাল চা বিক্রি হচ্ছিল বলে অভিযোগ। শুধু বিভিন্ন ব্রান্ডেড কোম্পানির নামের নকল চা বাজারে বিক্রি হচ্ছে বলে খবর পায় পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার পুলিশ প্রশাসনের একটি দল ও ইউনিট সার্কেল অফিসার আচমকা অভিযান চালিয়ে সেই সমস্ত দোকানগুলি থেকে বিপুল পরিমানের ভেজাল চা বাজেয়াপ্ত করে। তাতে দেখা যায় ব্র্যান্ডেড চা কোম্পানির ডুপলিকেট লেবেল বসানো রয়েছে। ইউনিট সার্কেল অফিসার অঞ্জন কুমার দাশগুপ্ত (অ্যান্টি পাইরেসি উইং ইস্ট) কাছ থেকে জানা যায় যে যেগুলি বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে সেগুলো দেখতে চায়ের গ্রদপের মতন কিন্তু এর কোন গন্ধ নেই। অন্যান্য জায়গা থেকে কাঁচামাল নিয়ে এসে ব্র্যান্ডেড কোম্পানির মতই প্যাকেজিং করে বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে। এই রকম অভিযান গোটা রাজ্য তথা গোটা ভারতেই চালানো হচ্ছে।

অন্যদিকে বেশ কিছু ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, তাদের পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব নয় কোনটা ভেজাল আর কোনটা ঠিকঠাক দ্রব্য বাছাই করা। তারা বাজার থেকে ১০০/২৫০ গ্রামের চায়ের প্যাকেট নিয়ে এসে দোকানে বিক্রি করেন তারা কিভাবে বুঝবেন এই চা ভেজাল।

কারণ চায়ের প্যাকেটের গায়ে দামি কোম্পানির লোগো দেওয়া স্টিকার রয়েছে। তেঁতুলতলা বাজারের একটি দোকান থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয় ভেজাল চা, এছাড়াও বড় নীলপুর বাজারে তিনটি দোকানে অভিযান চালনো হয় এদিন।

মেচেদায় বিশ্বকবি'র জন্মদিবস পালন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেচেদা

শ্রদ্ধার সাথে শুক্রবার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মেমোরিয়াল ট্রাস্টের পক্ষ থেকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মেচেদা বিদ্যাসাগর স্মৃতি ভবনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫ তম জন্মদিন যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন, সঙ্গীত ও আবৃত্তি পরিবেশন সহ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ট্রাস্টের অন্যতম সদস্য গনেন রায়। বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ডাঃ বিশ্বনাথ পড়িয়া, অধ্যাপিকা অনুরূপা দাস, দিলীপ মাইতি প্রমুখ। গনেন রায় তার ভাষনে আজকে দেশের বর্তমান আবহে বেশী বেশী করে রবীন্দ্রচর্চার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়াও বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে বিদ্যাসাগর স্মৃতি ভবন সম্মুখস্থ স্থানে ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন সমিতির সভাপতি, বিশিষ্ট শিক্ষক নেতা দিলীপ মাইতি, সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হান্ডা প্রমুখ। দিলীপ মাইতি তার বক্তব্যে বলেন, দেশের এই সংকট মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ সহ নবজাগরণের মহান মনীষীদের চর্চা অত্যন্ত জরুরী। যে সময়ে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ এই ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের কথা বলেছিলেন, আজ দেশের বর্তমান শাসকদের দুঃশাসনে আমরা সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে জর্জরিত। এই সমস্ত মনীষীদের জীবনচর্চার মধ্য দিয়েই

আজ দেশের সাধারণ মানুষদের মধ্যে উন্নত আদর্শের প্রবাহ তৈরী করা যাবে। অন্যদিকে ভোগপুর মনীষী স্মরণ সমিতি ও ডাঃ নরমান বেথুন মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও'র পক্ষ থেকেও দিনটি নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদা উদযাপন করা হয়।

কুমারডিহি গ্রামে শান্তির উদ্দেশ্যে শান্তি যজ্ঞ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পাণ্ডবেশ্বর

গত ছয় মাস ধরে নবগ্রাম পঞ্চায়েতের পাণ্ডবেশ্বরের কুমারডিহি গ্রাম খবরের শিরোনামে। গ্রামে অশান্তি শুরু হয় ডিসেম্বর মাসের ২ তারিখ, গ্রামের দু'টি দশ বছরের যমজ বোন নিখোঁজ। ঠিক তারপর দিনই গ্রামের এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। এরপর চলতি বছরের মার্চ মাসে গ্রামের এক মহিলার বাড়ি থেকে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরেও ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে। এরপর ২০ এপ্রিল কুমারডিহি'র বি পার্কের পিছনের ফাঁকা জায়গা থেকে শিশুর হাড়গোড় উদ্ধার ঘিরে রহস্যে দানা বাঁধে। ফের আবার ১ মে কুমারডিহি 'এ' কোলিয়ারির ইসিএল আবাসন থেকে এক ইসিএল কর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। গ্রামে বারবার এই ধরনের ঘটনায় গ্রামে একটা শান্তি যজ্ঞ হোক চাইছিল গ্রামবাসীরা। সেই মতো গ্রামের শান্তি ফিরিয়ে আনতে, ভগবানের দ্বারস্থ হয়ে গ্রামবাসীরা করল একটা শান্তি যজ্ঞ। কুমারডিহি গ্রামের শায়ের নামক পুষ্করনীর পারে রয়েছে বাবা বুড়ো শিবের মন্দির। প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এই মন্দিরের সামনেই হল গ্রামের জন্য শান্তি যজ্ঞ। পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের সভাপতি কিরিটি মুখার্জি নিজে এই যজ্ঞে বসে যোগ্য সারলেন, এই যজ্ঞে শামিল গ্রামের বিশিষ্ট পন্ডিতরা।

এই যজ্ঞতে গ্রামের বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন পাশাপাশি ছিলেন পাণ্ডবেশ্বর থানার ওসি। যজ্ঞ শেষে উপস্থিত সকল মানুষকে প্রসাদ বিতরণ করা হলো। এখন গ্রামের মানুষের ঈশ্বরের কাছে একটাই প্রার্থনা, কুমারডিহি গ্রামে শান্তি ফিরে আসুক। নতুন করে আর কোন সমস্যা নেমে না আসুক, এমনই গ্রামবাসীদের প্রার্থনা।

রাজ্য সড়কে দাপিয়ে বেড়ালো হাতি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

শুক্রবার সকাল ন'টা নাগাদ ঝাড়গ্রাম ব্লকের ঝাড়গ্রাম লোধাশুলি ৯ নম্বর রাজ্য সড়কের কলাবনি এলাকায় রাস্তার উপর চলে আসে রামলাল নামক একটি পূর্ণবয়স্ক দাঁতাল হাতি। ফলে রাস্তার দু'ধারে যাত্রীবাহী বাস, ট্রাক সহ বেশ কিছু গাড়ি দাঁড়িয়ে যায়। সমস্যায় পরেন বাসা থাকা নিত্যযাত্রীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বন দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীরা। ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় রামলাল নামে হাতিটিকে রাজ্য সড়কের উপর থেকে স্থানীয় জঙ্গলের দিকে পাঠায়। এরপর লোধাশুলি রাজ্য সড়কে যানবাহন চলাচল শুরু হয়। যেভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে রাস্তার উপর হাতি শুক্রবার দাপিয়ে বেড়ায় এতে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। তবে হাতিটি কারোর কোনো ক্ষতি করেনি। সম্ভবত খাবারের সন্ধানে সে জঙ্গল থেকে রাজ্য সড়কের উপরে চলে আসে। রামলাল শান্ত স্বভাবের তাই মানুষের কোন ক্ষতি করেনি। তবে অন্যান্য হাতির দল যখন তখন রাস্তার উপর চলে আসায় যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে জঙ্গল এলাকার রাস্তাগুলিতে হাতি যাতে রাস্তার উপর চলে না আসে তার জন্য বন দফতর কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবি জানানো হয়েছে।

টোটো ইউনিয়নের সূচনা ও নম্বরবন্দি প্রক্রিয়া শুরু

সকালের শিরোনাম
কুনাল চট্টোপাধ্যায়
জামালপুর

জামালপুর ব্লকে দীর্ঘদিন ধরে টোটোর যথেচ্ছ চলাচল ও যেখানে-সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ার কারণে সমস্যায় পড়ছিলেন সাধারণ মানুষ। জামালপুর ব্লকে প্রায় দেড় হাজারেরও বেশি টোটো চলাচল করে জনবহুল রাস্তার ধারে। কোথাও আবার হরে কৃষ্ণ কোঙার সেতু ওঠার মুখেই যত্রতত্র দাঁড়িয়ে থাকে টোটো। প্রায়ই ঘটে যাচ্ছিল ছোটখাটো দুর্ঘটনা, সঙ্গে তৈরি হচ্ছিল তীব্র যানজট। স্থানীয় বাসিন্দারা এই পরিস্থিতিতে দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষুব্ধ ছিলেন। এই সমস্যা সমাধানে অবশেষে উদ্যোগ নেওয়া হলো প্রশাসনিক ও শ্রমিক সংগঠনের তরফে। জামালপুর ব্লক আইএনটিটিইউসি-র সভাপতি তাবারক আলি মন্ডলের নেতৃত্বে শুক্রবার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এদিন জামালপুরে ১০টি টোটোকে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি ইউনিয়নের আওতায় আনা হয় এবং প্রত্যেকটি টোটোকে নির্দিষ্ট নম্বর দেওয়া হয়। এই নম্বরবন্দি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে টোটো চলাচলকে নিয়ন্ত্রণে আনার পাশাপাশি যাত্রী পরিবহণের ক্ষেত্রেও শৃঙ্খলা ফেরানো যাবে বলে মনে করছেন উদ্যোক্তারা। ভবিষ্যতে জামালপুর ব্লকে চলা সমস্ত টোটো এবং বাসগুলিকেও এই ইউনিয়নের আওতায় এনে একইরকম নম্বর প্রদান করা হবে বলে জানানো হয়েছে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান, জামালপুর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক ও ঝাড়গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি শেখ আলাউদ্দিন সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। উদ্যোক্তাদের আশা, এই পদক্ষেপ সাধারণ মানুষের ভোগান্তি অনেকটাই কমাবে এবং যানজট ও দুর্ঘটনার সম্ভাবনা হ্রাস পাবে। ব্লক সভাপতি বলেন, পূর্ব বর্ধমান জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি-র নির্দেশক্রমে ব্লক আইএনটিটিইউসি-র সভাপতি তাবারক আলি মন্ডলের নেতৃত্বে জামালপুর ব্লকের সমস্ত টোটো ও বাস-কে ইউনিয়নের আওতায় আনার সূচনা হলো। এইদিন দশটি টোটোকে ইউনিয়নের নাম্বার দেওয়া হয়। আগামীতে এই কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে হতে থাকবে। যানজট সহ বিভিন্ন দুর্ঘটনা এড়াতে এই কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। অন্যদিকে তাবারক আলি মণ্ডল বলেন, মানুষের সমস্যা মেটাতে ও দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যদি কোনো টোটো ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত থেকে টোটো স্ট্যান্ড বাদ দিয়ে রাস্তাঘাটে যেখানে সেখানে দাঁড়ায়, নিয়ম না মানে, আগামী দিনে প্রশাসনের তরফ থেকে তাদের বিরুদ্ধর কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মোবাইল ও অনলাইনে খোয়া টাকা ফেরাল পুলিশ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
তারকেশ্বর

তারকেশ্বর থানায় ২৪টি মোবাইল ও অনলাইনে খোয়া যাওয়া ১ লক্ষ ৭৯ হাজার ১২৮ টাকা প্রকৃত মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দিল তারকেশ্বর থানার পুলিশ ও সাইবার ক্রাইম বিভাগ। তারকেশ্বর থানার বিভিন্ন এলাকা থেকে মোবাইল খোয়া যাওয়া ও অনলাইনে টাকা প্রতারিত হওয়া অভিযোগ পায় তারকেশ্বর থানার পুলিশ। অভিযোগকারীদের মধ্যে এক তীর্থযাত্রী রয়েছে, ব্যারাকপুর থেকে তারকেশ্বর মন্দিরে পুজো দিতে এসে খোয়া যায় তার মোবাইল, অভিযোগ জানায় তারকেশ্বর থানায়। পুণ্যার্থি সহ স্থানীয় বাসিন্দাদের মোবাইল ফোন ফিরিয়ে দেওয়া হয় এদিন তারকেশ্বর থানার পক্ষ থেকে। উদ্ধার হওয়া টাকার পরিমাণ ১ লক্ষ ৭৯ হাজার ১২৮ টাকা। উদ্ধার হওয়া অর্থের মধ্যে এক চিকিৎসকের অর্থ রয়েছে বলে জানা গেছে।

কবিগুরুর জন্মবার্ষিকীতে আসানসোল জেলা আদালতে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আসানসোল

আসানসোল জেলা আদালত প্রাঙ্গণে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী বা ২৫ শে বৈশাখ পালনে শুক্রবার আসানসোল জেলা বার এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এর আগে আসানসোল জেলা বার এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে একটি প্রভাতফেরি বার করা হয়। যা আসানসোল বার এ্যাসোসিয়েশন থেকে শুরু হয় এবং আসানসোলের বিএনআর মোড়ে রবীন্দ্র ভবনের কাছে শেষ হয়। আসানসোল জেলা আদালতের আইনজীবীরা এই প্রভাতফেরিতে অংশ নেন। এরপর আসানসোল জেলা আদালত প্রাঙ্গণে এসে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিতে মাল্য দান করা হয়। এই উপলক্ষে আসানসোল জেলা আদালতের জেলা বিচারক দেবপ্রসাদ নাথ কবিগুরুর ছবিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান ও বক্তব্য রাখেন। এর পাশাপাশি অনেক আইনজীবী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান সম্পর্কে তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন। একই সাথে, বিভিন্ন ধরণের নৃত্যও পরিবেশিত হয়। অন্যদিকে, রবীন্দ্রজয়ন্তীতে আদালত প্রাঙ্গণে বিভিন্ন ধরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অয়ন রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক বাণী কুমার মণ্ডল, অভিজিৎ রায় ওরফে বাপি, অসিত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মুখোপাধ্যায়, মণিপদ্ম বন্দোপাধ্যায় ব্যানার্জি, সুপ্রিয় হাজরা, প্রবীর চট্টরাজ, শিবনাথ রায়, সৌরভ গাঙ্গুলি, কৃষ্ণেন্দু খাঁ, সনাতন ধারা, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলেন চক্রবর্তী, ধীরেন চৌধুরী, প্রীতি বালা কর্মকার, রাইমা মুখোপাধ্যায়, শাশ্বতী ঠাকুর, অভয় গিরি সহ অন্যান্য আইনজীবীরা।

কলেজের অডিটোরিয়াম নির্মাণের শিলান্যাস করলেন জুন মালিয়া

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
খড়্গপুর

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুরের হিজলী কলেজের অডিটোরিয়াম নির্মাণের শিলান্যাস অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা অভিনেত্রী জুন মালিয়ার সাংসদ তহবিলের ৩০ লক্ষ টাকা ব্যায়ে এই অডিটোরিয়াম হলটি তৈরি হবে। সাংসদ স্বয়ং উপস্থিত থেকে এই অডিটোরিয়াম হলের কাজের শুভ শিলান্যাস করেন। সাংসদ জুন মালিয়া ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নির্মল ঘোষ, খড়্গপুর গ্রামীনের বিধায়ক দীনেন রায়, মেদিনীপুর-খড়্গপুর উন্নয়ন পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান তথা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সহকারী মেন্টর প্রদ্যোত ঘোষ, কলেজের গভর্নিং বডি'র সভাপতি অমর চক্রবর্তী সহ আরও অনেকেই। শিলান্যাস করে সাংসদ জুন মালিয়া বলেন, কলেজ কর্তৃপক্ষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল একটি অডিটোরিয়াম হল তৈরি করার। কলেজ কর্তৃপক্ষের দাবি মেনে কলেজের অডিটোরিয়াম হল তৈরির জন্য সাংসদ তহবিল থেকে ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর ফলে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

প্রয়াসের কবি প্রণাম

সকালের শিরোনাম
সুমিত চক্রবর্তী
হাওড়া

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৪তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শুক্রবার ৯ মে সেচ্ছাসেবী সংগঠন প্রয়াসের উদ্যোগে বাগনান খালনা মোড়ের এক সামাজিক অনুষ্ঠান ভবনে অনুষ্ঠিত হল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তীর বিশেষ অনুষ্ঠান। এদিন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানায় অনুষ্ঠানে আসা বিশিষ্ঠ জনেরা। পরে অনুষ্ঠিত হয় এক অঙ্কন প্রতিযোগিতা। যেখানে বিভিন্ন বিভাগে প্রায় ১০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে বলে জানা যায়। পাশাপাশি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে অনুষ্ঠানের মূল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সেচ্ছাসেবী সংগঠন প্রয়াসের উদ্যোগে আয়োজিত এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রয়াসের কর্ণধার সেখ সাদ্দাম হোসেন ওরফে বানটি, ছিলেন তাজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান গোলাম খান, ছিলেন বিশিষ্ঠ সমাজসেবী রমেশ পাল, ছিলেন বাইনান গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তাপস হাজরা, সমাজসেবী কুতুব উদ্দিন মল্লিক, সমাজসেবী চন্দন মাইতি সহ অন্যান্যরা। এদিনের এই অনুষ্ঠানে আসা সকল অতিথিদের পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্বর্ধনা জানায় প্রয়াসের উদ্যোক্তারা।

পাশাপাশি অনুষ্ঠান শেষে এদিন অঙ্কন প্রতিযোগিতায় কৃতি প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেয় উদ্যোক্তারা। তাদের এদিনের এই অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে উদ্যোক্তার বলেন, সারা বছরই বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের পাশে বিভিন্ন সেবামূলক এবং কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আমাদের এই প্রয়াসের প্রচেষ্টা।

কৃতীদের সম্মান জানাল সাকঁরাইল থানা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
সাকঁরাইল

সমাজে শিক্ষার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে এক অনন্য উদ্যোগ নিল সাঁকরাইল থানার পুলিশ। শুক্রবার ঝাড়গ্রাম জেলার সাকঁরাইল থানার উদ্যোগে থানার প্রাঙ্গণে আয়োজিত হল এক বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে থানা এলাকার মাধ্যমিক ও উচ্ছ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারি ও অন্তর্গত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানে মোট ৮ জন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে ফুলের তোড়া ও শিক্ষা সামগ্রী দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়। এই অনুষ্ঠানটি শুধু একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং পুলিশ ও সমাজের মধ্যে এক সেতুবন্ধনের প্রতীক হয়ে উঠেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে সংবর্ধনার স্মারক ও উপহার সামগ্রী তুলে দেন পুলিশ আধিকারিকরা। উপস্থিত ছিলেন, ঝাড়গ্রাম জেলার ডিএসপি সব্যসাচী ঘোষ, সাঁকরাইল থানার ওসি নীলমাধব দোলাই সহ এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষক ও পুলিশ আধিকারিকেরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের মুখে ছিল আনন্দের হাসি, আর চোখেমুখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন। তাদের মধ্যে কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার আবার কেউ প্রশাসনিক আধিকারিক হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে। এমন দিনে পাশে থাকার বার্তা দিয়ে বেলিয়াবেড়া থানার পক্ষ থেকে আগামী দিনের জন্য সকল ছাত্র-ছাত্রীকে জানানো হয় শুভেচ্ছা ও উৎসাহ। অনুষ্ঠান ঘিরে গোটা এলাকাতেই ছিল উৎসাহের পরিবেশ। সমাজে শিক্ষার আলো ছড়াতে পুলিশের এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয় উদাহরণ হয়ে থাকল।

২৫শে বৈশাখে কবিগুরুর নতুন আবক্ষ মূর্তি পেল শহর বসিরহাট

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বসিরহাট

শ্বেত পাথরের রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তি পেল শহর বসিরহাটের মানুষ। ব্যবসায়ীদের জমানো অর্থে তৈরি হলো রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তি। ভ্যাবলা বাজারে ঢোকার মূলদ্বারে এই মূর্তি স্থাপিত হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৪তম জন্ম দিবসে বসিরহাট পৌরসভার ২১ নং ওয়ার্ডের
জিরাকপুর সুপার মার্কেট ও ভ্যাবলা রেলগেট সমিতির যৌথ উদ্যোগে ২৫শে বৈশাখে দু'লক্ষ টাকা ব্যয়ে একমাস ধরে তৈরি হওয়া মার্বেলের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করলেন বসিরহাট পৌরসভার চেয়ারম্যান অদিতি মিত্র রায়চৌধুরী ও ২১ নং ওয়ার্ডের
কাউন্সিলর গোপাল দাস। এই মূর্তি উন্মোচন করে তারা বলেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালি তথা দেশবাসীর কাছে এক আবেগ। আমাদের মননের চিন্তাশীলতার মধ্যে কবিগুরু বিরাজমান। তাই আজকে ২৫শে বৈশাখের দিনে শহরবাসীকে আমরা কবিগুরুর নতুন আবক্ষ মূর্তি উপহার দিলাম।

পাকিস্তান জিন্দাবাদ পোস্ট, গ্রেফতার যুবক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হাঁসখালি

সোশ্যাল মিডিয়ায় পাকিস্তান জিন্দাবাদ পোস্ট, ফুলবাড়ী থেকে এক যুবককে গ্রেফতার করলো হাঁসখালি থানার পুলিশ। সূত্রের খবর, পাহেলগাঁও-তে জঙ্গিদের গুলিতে নিহত হিন্দু পর্যটকদের মৃত্যুর বদলা নিতে অপারেশন সিঁদুর করে যখন পাকিস্তানের ৯টি জঙ্গি ঘাঁটি সম্পূর্ণ বিনষ্ট করেছে ভারতীয় সেনারা, তখন তার প্রেক্ষিতে ফেসবুকে একটি পোস্টে পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলে একাধিক বার কমেন্ট করেন হাঁসখালি থানার ফুলবাড়ী এলাকার বাদিন্দা এক যুবক। আর সেই বিষয় সামনে আসার পরই তড়িঘড়ি বৃহস্পতিবার রাতে হাঁসখালি পুলিশ ওই যুবককে গ্রেফতার করে। কি কারণে ওই যুবক ওই দেশ বিরোধী পোস্ট করেছিল ও এর পিছনে কারা জড়িত আছে তা জানতে শুক্রবার পুলিশ ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে চেয়ে রানাঘাট আদালতে পাঠালে বিচারক তাকে ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

১৬ জন বাংলাদেশী ও এক ভারতীয় দালাল গ্রেফতার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ধানতলা

১৬ জন বাংলাদেশী এবং একজন ভারতীয় দালালকে গ্রেফতার করলো নদীয়ার ধানতলা থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নদীয়ার ধানতলা থানার পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১৬ জন বাংলাদেশী এবং একজন ভারতীয় দালালকে ধানতলা থানার নিরালা পাড়া এলাকা থেকে গ্রেফতার করে। ধৃত ১৬ জন বাংলাদেশীর নাম, শাহজাহান শেখ, শেখ শুকুর, কুলসুম শেখ, আফরোজা বিবি, মোমিন শেখ, রুকসোনা সেখ, ফিরোজ মোল্লা, শাহিনুর মোল্লা, আল মামুন মোল্লা, রুপা মোল্লা, বাহারুন্নিসা সেখ, সকিনা ফকির, হাওয়া ফকির, আমিনুল শেখ, হাসনেরিয়া শেখ এবং পারভিন শেখ । ধৃতরা বাংলাদেশের যশোর, নড়াইল জেলার বাসিন্দা। এদের মধ্যে সাতজন নাবালক শিশুও রয়েছে। অপরদিকে ধৃত ভারতীয় দালালের নাম রাম উদাগার কামাত, বাড়ি বিহারের মধুবনী জেলার খুতানোয়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর ধৃতরা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে ভারতের পশ্চিম অংশে চলে যায় বেশ কিছু মাস আগে। এরপর তারা দত্তফুলিয়া এলাকায় চলে আসে। বৃহস্পতিবার তারা অবৈধভাবে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করে তখনই ধানতলা থানার পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার ধৃতদের রানাঘাট আদালতে পাঠানো হয়। বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

ঠান্ডা পানীয়জলের মেশিন বসালো সমবায় সোসাইটি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কুলটি

পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা পান্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শুক্রবার ২৫শে বৈশাখের সকালে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল কুলটি পোস্ট অফিসের কাছে একটি ঠান্ডা পানীয়জলের মেশিনের উদ্বোধন করেন।
এই মেশিনটি পশ্চিম বর্ধমান জেলার ডিসেরগড় সিএমওএল এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ মাল্টিপারপাস সোসাইটি লিমিটেড বা ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড কর্মচারীদের সমবায় সমিতির তরফে বসানো হয়েছে। এদিন এক অনুষ্ঠানে ফিতে কেটে এর উদ্বোধন করেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। এই উপলক্ষে তিনি বলেন, আজ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৪ তম জন্মবার্ষিকী। তাই এমন একটি ঠান্ডা জলের মেশিনের উদ্বোধন করা হচ্ছে। এটি এই এলাকার মানুষের জন্য অনেক সুবিধা প্রদান করবে। তিনি আরো বলেন, এটি একটি জনবহুল এলাকা। এখানকার মানুষ সমবায় স্ট্যান্ডিং বা স্থায়ী কমিটির কাছে অনুরোধ করেছিলেন একটি মেশিন বসানোর জন্য। তাই তা বসানো ও এর উদ্বোধন করা হয়েছে। মন্ত্রীর আসার কথা ছিল কিন্তু সময়ের অভাবে তিনি আসতে পারেননি। আমি তার প্রতিনিধি হিসেবে এসে এটির উদ্বোধন করলাম।

শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় তাঁতের শাড়িতে ফুটে উঠলো কবিগুরু

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ফুলিয়া

শিল্পীর অপূর্ব হাতের ছোঁয়ায় হস্ত চালিত তাঁতের শাড়িতে ফুটে উঠলো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২৫ শে বৈশাখ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী। কবিগুরুর আদর্শকে পাথেয় করে এখনো বজায় রয়েছে বাংলার সংস্কৃতি। এবার কবিগুরুকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে শিল্পীর অপূর্ব হাতের ছোঁয়ায় হস্তচালিত তাঁতের শাড়িতে ফুটে উঠলো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখবায়ব। নদীয়ার শান্তিপুর ফুলিয়ার পদ্মশ্রী তাঁত শিল্পী বীরেন কুমার বসাক তার শিল্পত্যের মধ্য দিয়ে নাম ছড়িয়েছেন গোটা বিশ্বজুড়ে। নামিদামি মানুষের কাছে পৌঁছে যায় শিল্পীর শিল্পকলা। জামদানি শাড়িতে সুদক্ষ নিপুন হাতের কাজে মন জয় করেছেন প্রত্যেকের। এরপর তিনি ডাক পান জাতীয় পুরস্কারের জন্য। ২০১২ সালের জাতীয় পুরস্কার ২০১৫ সালে শিল্পী বীরেন কুমার বসাকের হাতে তুলে দিয়েছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুধু তাই নয়, পশ্চিমবাংলার কুটির শিল্প অর্থাৎ তাঁত শিল্পকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিল্পী বীরেন কুমার বসাককে জানিয়েছিলেন আহ্বান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতেও শিল্পী তুলে দিয়েছিলেন তার হাতের ছোঁয়ায় নিপুণ কাজের তাঁতের শাড়িতে ফুটিয়ে তোলা মনিঋষিদের প্রতিচ্ছবি।

তারপর থেকেই বাংলা সহ গোটা ভারতবর্ষে হস্ত চালিত তাঁতের অনেকটাই কদর বেড়ে যায়। শিল্পী বীরেন বসাক বলেন, এবার পঁচিশে বৈশাখে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে আবারো শিল্পীর নিজস্ব চিন্তাভাবনায় জামদানি তাঁতের শাড়িতে ফুটিয়ে তুলেছেন কারিগরদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব মুখবায়ব। প্রায় ৬ মাসের প্রচেষ্টায় এই শিল্পকলা তুলে ধরা হয়েছে।

কবি প্রণাম

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পশ্চিম মেদিনীপুর

শুক্রবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা তিন নম্বর ব্লকের চন্দ্রকোনা রোড সারদাময়ী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫তম জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষে কবি প্রণাম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রেতা ও সুরক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের পূর্ত দফতরের কর্মাধ্যক্ষ নির্মল ঘোষ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা অঞ্জনা মাহাতো সহ আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তিতে ফুলের মালা দিয়ে তাকে তার জন্মদিনের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। নাচ, গান সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ঐ বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন পালন করা হয়। রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তার বক্তব্যে বলেন, চন্দ্র সূর্য যতদিন থাকবে ততদিন মানুষ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মনে রাখবে এবং শ্রদ্ধা জানাবেন। তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে তার বক্তব্য অনুষ্ঠানে তুলে ধরেন। অন্যদিকে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় বিদ্যালয়ের জগদীশ চন্দ্র দাস ভবনের সভাগৃহে এদিন সকালে অনুষ্ঠিত হলো কবি প্রণাম অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শুরুতে রবীন্দ্রনাথের মূর্তিতে এবং বিদ্যাসাগরের ও শিক্ষাব্রতী জগদীশ চন্দ্র দাসের মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। আবৃত্তি, নৃত্য, সঙ্গীতের মাধ্যমে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপিত করে বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। অতিথি শিল্পী হিসেবে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী আলোক বরণ মাইতি, নৃত্যশিল্পী শেষাদ্রী মিশ্রের তত্ত্বাবধানে মনোজ্ঞ নৃত্য উপস্থাপন করেন শেষাদ্রী ডান্স একাডেমীর ছাত্রীরা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের আধিকারিক বরুণ মন্ডল, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা স্বাতী বন্দ্যোপাধ্যায়, সহকারী প্রধান শিক্ষিকা সুতপা বসু, সঙ্গীত শিল্পী আলোক বরণ মাইতি, নৃত্যশিল্পী শেষাদ্রী মিশ্র প্রমুখ।

জামালপুর ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতির রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালন

বৃহস্পতিবার জামালপুর ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে পালন করা হয় কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী। এদিন এলাকায় একটি শোভাযাত্রা করা হয়। জামালপুর গোলাবাড়ি রামকৃষ্ণ স্কুল থেকে শুরু হয় এই শোভাযাত্রা।

সকালের শিরোনাম
কুনাল চট্টোপাধ্যায়
জামালপুর

বৃহস্পতিবার জামালপুর ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে পালন করা হয় কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী। এদিন এলাকায় একটি

শোভাযাত্রা করা হয়। জামালপুর গোলাবাড়ি রামকৃষ্ণ স্কুল থেকে শুরু হয় এই শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রায় পা মেলান বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি,

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক, বিডিও পার্থ সারথী দে, পূর্ত কর্মাধক্ষ্য মেহেমুদ খাঁন সহ রামকৃষ্ণ স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্র ছাত্রীরা। শোভাযাত্রায় মাঝে মাঝে বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে গান, নাচ ও

আবৃত্তির অনুষ্ঠান পরিবেশন করে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা। জামালপুর বাইপাসের কাছে রবীন্দ্রনাথের পূর্ণবয়ব মূর্তিতে মাল্যদান করেন বিধায়ক সহ অন্যান্যরা। শোভাযাত্রা পুলমাথায় পৌঁছে নজরুল ইসলামের মূর্তিতেও মাল্যদান করে ব্লক অফিসে শেষ হয়। সেখানে বিবেকানন্দ ও এ পি জে আব্দুল কালামের মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। সেখানে ছোট্ট একটি অনুষ্ঠান করা হয়। এদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত এদিনের অনুষ্ঠান দেখতে রাস্তার দু'পাশে মানুষের ভিড় ছিলো চোখে পড়ার মত।

কেশপুর গ্রামীণ হাসপাতালে রোগী কল্যাণ সমিতির সভা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কেশপুর

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুর গ্রামীণ হাসপাতালে রোগী কল্যাণ সমিতির গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়। এদিনের মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন কেশপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের রাষ্ট্রমন্ত্রী শিউলি সাহা সহ অনান্যরা। মিটিংয়ে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয় এদিন। মূলত কেশপুর গ্রামীণ হাসপাতালের পরিকাঠামো নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন রাজ্যের রাষ্ট্রমন্ত্রী শিউলি সাহা। সেই সঙ্গে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসা

রোগীদের যাতে সঠিক ভাবে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয় সেই বিষয়ে হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মীদেরকে বিস্তারিতভাবে জানান।

যাতে হাসপাতালে আসা রোগীরা চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হয়, সেই বিষয়ে নজর রাখার জন্য তিনি কেশপুর গ্রামীন হাসপাতালের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন।

গোয়ালতোড়ে রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপন

সোনার হাতে সোনার কাঁকন, কে কার অলংকার, অজেয় অমর কালজয়ী বিশ্ব কবির তোমার জন্ম জয়ন্তীতে তোমারি সৃষ্টি সম্ভারে তোমায় নমস্কার। গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজো করা হলো শুক্রবার রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে কবি প্রণাম অনুষ্ঠান সারলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গোয়ালতোড় রবীন্দ্র উদযাপন কমিটি। অনুষ্ঠানে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তিতে মাল্যদান সহ নাচ, গান, আবৃত্তি পরিবেশিত হয়।

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
গোয়ালতোড়

সোনার হাতে সোনার কাঁকন, কে কার অলংকার, অজেয় অমর কালজয়ী বিশ্ব কবির তোমার জন্ম জয়ন্তীতে তোমারি সৃষ্টি সম্ভারে তোমায় নমস্কার। গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজো করা হলো শুক্রবার রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে কবি প্রণাম অনুষ্ঠান সারলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গোয়ালতোড় রবীন্দ্র উদযাপন কমিটি। অনুষ্ঠানে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তিতে মাল্যদান সহ নাচ, গান, আবৃত্তি পরিবেশিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা ও বাঙালি আত্মায় একিভূত রবীন্দ্র চেতনা ও তার স্বদেশ চিন্তা নিয়ে মনোগ্রাহী বক্তব্য তুলে ধরেন গোয়ালতোড় কলেজের অধ্যাপক শিশির কুমার হাজরা, রবীন্দ্র নৃত্য অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেন নৃত্য শিল্পী সৃজা হাজরা ও তার ড্যান্স স্কুল।

উৎসাহ উদ্দীপনের মধ্য দিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গোয়ালতোড়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫ তম জন্মদিন উদযাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে এলাকার সর্বস্তরের মানুষজন উপস্থিত হয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তার জন্মদিনে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

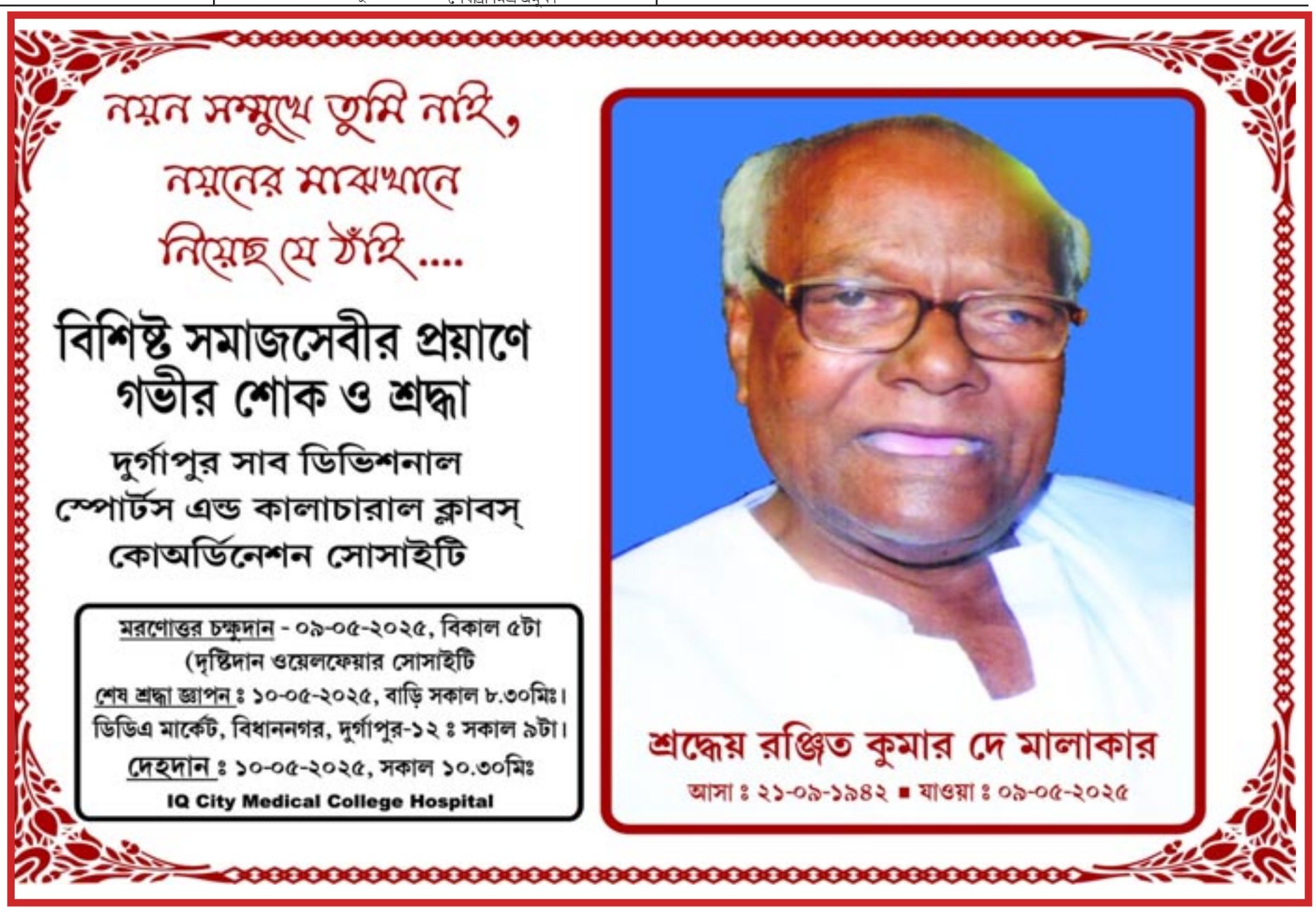

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে যে কৌশলে পাকিস্তানকে নাস্তানাবুদ করেছিল ভারত

সঙ্গীতা ঘড়াই

পহেলগাঁও হামলার প্রেক্ষাপটে ১৯৭১-এর যুদ্ধে ভারত পাকিস্তানকে কীভাবে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিল, প্রায় ৫৫ বছর আগের সেই ইতিহাস আবারও আলোচনায় আসা দরকার।পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের মাঝে ছিল ১,৬০০ কিলোমিটারেরও বেশি ভারতীয় ভূখণ্ড।৩ ডিসেম্বর ১৯৭১, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে নামে ভারত। ১৩ দিনের যুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের প্রায় ৯৩০০০ সৈন্য আত্মসমর্পণ করে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর কাছে। সেই যুদ্ধে ঐতিহাসিক জয় হয় ভারতের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এটি ছিল বিশ্বের বৃহত্তম আত্মসমর্পণ। এমনকী আত্মসমর্পণের দিন ঢাকার আশপাশে ভারতের মাত্র ৩ হাজার সৈন্য ছিল। সেই ৩ হাজার সৈন্য নিয়েই বাংলাদেশের ঢাকায় ভারত পাকিস্তানের ২৬ হাজার সেনাকে বাধ্য করেছিল আত্মসমর্পণ করতে। কিন্তু কীভাবে? কী কৌশলে ১৯৭১-এর যুদ্ধে পাকিস্তানকে পরাজিত করেছিল ভারত?পহেলগাঁও হামলার পর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের প্রত্যাঘাত প্রত্যাশিত। ইতিমধ্যেই কূটনৈতিক স্তরে পাঁচটি বড় পদক্ষেপ করেছে ভারত। আট্টারি-ওয়াঘা সীমান্ত বন্ধ করা থেকে পাকিস্তানিদের ভিসা বাতিল, সামরিক উপদেষ্টাদের ফেরানো, সিন্ধু চুক্তিও বাতিল করেছে ভারত। এরই সঙ্গে ভারত সামরিক অভিযানও চালাবে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তিন বাহিনীকেই পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। মহড়াও শুরু করে দিয়েছে তিন বাহিনী। অন্যদিকে, পাকিস্তানও এর পাল্টা হুঁশিয়ারি দিচ্ছে। তারা বলছে, হয় সিন্ধু নদ দিয়ে জল বইবে, নয় রক্ত। ভারতের কূটনৈতিক প্রত্যাঘাতের পাল্টা পাকিস্তানও আটটি বড় পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছে। যার মধ্যে সিমলা চুক্তি স্থগিত করার ঘোষণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ইতিহাস কী বলে? আদৌ সামরিকভাবে পাকিস্তানের পক্ষে ভারতকে কোণঠাসা করা সম্ভব? কী বলছে ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস?অতীতেও ভারতের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে পাকিস্তানকে। তারপরও বারবার ভারতকে আঘাত করেছে পাকিস্তান। মুম্বই হামলা থেকে পুলওয়ামা, সাম্প্রতিক পহেলগাঁও হামলা। ১৯৭১-এর যুদ্ধে ভারত পাকিস্তানকে কীভাবে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিল, প্রায় ৫৫ বছর আগের সেই প্রেক্ষাপট আবারও তাই আলোচনায় আসা দরকার।এই যুদ্ধের বীজ বপন হয়েছিল ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান তৈরির মাধ্যমে। ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ভারতের দুই প্রান্তে বিভক্ত ছিল পাকিস্তান। পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের মাঝে ছিল ১,৬০০ কিলোমিটারেরও বেশি ভারতীয় ভূখণ্ড।ধর্ম এক হলেও দুই পাকিস্তানের মধ্যে ভাষাগত ও সংস্কৃতিগতাবে আকাশ-পাতাল পার্থক্য ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে ছিল মূলত বাংলাভাষীরা, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান ছিল উর্দু প্রধান। এমনকি রাজনৈতিক ক্ষমতা, অর্থনৈতিক নীতি এবং সাংস্কৃতিক স্বীকৃতির ক্ষেত্রেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে স্পষ্ট বৈষম্য ছিল। বলতে গেলে, পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের অধীনে ছিল।এমন পরিস্থিতিতে ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠদের ভাষা বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করে, পাকিস্তান সরকার উর্দুকে

রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। ফলে শুরু হয় বাংলা ভাষা আন্দোলন। যাকে কেন্দ্র করে ঢাকায় ১৯৫২ সালে বিক্ষোভে মৃত্যু হয় অনেকের।পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষোভের পিছনে ছিল অর্থনৈতিক কারণও। পূর্ব পাকিস্তান পাট রপ্তানি করে ভালো আয় করলেও পশ্চিম পাকিস্তানের মতো বিনিয়োগ পাচ্ছিল না এবং উন্নয়নের দিকেও পিছিয়ে ছিল। যা পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষোভ আরও বাড়িয়ে দেয়। এমনকী সামরিক ও বেসামরিক চাকরিতেও বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব কম ছিল। একপ্রকার পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বারা কোণঠাসা ছিল পূর্ব পাকিস্তান।১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনে এই মোড় ঘুরে যায়। শেখ মুজিবুরের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭ আসনে জয়লাভ করে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে সামগ্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। তবে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা, বিশেষ করে জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং জেনারেল ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকার করে, যার ফলে সাংবিধানিক সংকট দেখা দেয়।

এরপর ১৯৭১ সালের ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেন, যার ফলে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়। আইন অমান্যের ডাক দেন শেখ মুজিব এবং ৭ মার্চ স্বাধীনতার পক্ষে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এরপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাঙালি জাতীয়তাবাদকে দমন করার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে অপারেশন সার্চলাইট শুরু করে। এই নৃশংস অভিযানে আওয়ামী লীগ নেতা, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র এবং বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্য করে বাংলাদেশে গণহত্যার সূচনা হয়। এই সংঘাতের সময় প্রায় ৩ থেকে ৩০ লক্ষ বাঙালি নিহত হয় এবং ২ থেকে ৪ লাখ নারী ধর্ষিতা হন।সেই সময় প্রায় এক কোটি শরণার্থী ভারতে চলে আসেন। ফলে ভারতের সম্পদের উপর চাপ সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ এবং অসমের মতো সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে। এমন পরিস্থিতিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি কূটনৈতিক সমাধানের চেষ্টা করেন, ৭২টি দেশের কাছে এই সংকট মোকাবিলার আবেদন জানান। তবে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একগুঁয়েমি এবং আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতার ব্যর্থতার কারণে ভারত গোপনে পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিবাহিনীকে সমর্থন করতে বাধ্য হয়।এছাড়া, শরণার্থী সংকট সমাধানে ভারতের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে পাকিস্তানকে দুর্বল করে দিয়ে ভবিষ্যতে দুই ফ্রন্টের যুদ্ধের হুমকিও দূর করেছিল ভারত। এই যুদ্ধে ভারতকে সমর্থন করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন, অন্যদিকে পাকিস্তানকে সমর্থন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১। পাকিস্তান অপারেশন চেঙ্গিজ খানের মাধ্যমে উত্তর ভারতে আটটি ভারতীয় বিমান ঘাঁটিতে বিমান হামলা চালায়। এর ফলে ভারত যুদ্ধ ঘোষণা করে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয় মুক্তিবাহিনীকে সঙ্গী করে। এই যুদ্ধে ঢাকা দখলের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল, যাতে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে। প্রায় ২৫০,০০০ সৈন্য এবং বিমানবাহিনীকে কাজে লাগিয়ে বহুমুখী আক্রমণ চালায় ভারত।

ব্লিটজক্রিগ কৌশল

পাকিস্তানকে পরাস্ত করতে ভারত সাঁজোয়া যান ও কামান ব্যবহার করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল যশোর এবং কুমিল্লার মতো ভারী সুরক্ষিত 'দুর্গ'-গুলিকে বিচ্ছিন্ন করা।

বিমানবাহিনীর অবদান

ভারতীয় বিমান বাহিনী এক সপ্তাহের মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ আকাশ অধিকার করে নেয়। তেজগাঁও, কুর্মিটোলা এবং অন্যান্য বিমানঘাঁটিতে পাকিস্তানের ১৪ নম্বর স্কোয়াড্রনকে অবিরাম বিমান হামলার মাধ্যমে গ্রাউন্ডেড করা হয়। আই এ এফ পাকিস্তানি বিমান ক্ষেত্র, সরবরাহ ডিপো এবং সৈন্যদের লক্ষ্য করে ২০০০ টিরও বেশি অভিযান পরিচালনা করে ভারত।

নৌ অবরোধ

বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজ আই এন এস বিক্রান্তের নেতৃত্বে ভারতীয় নৌবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানি বন্দর অবরোধ করে, সরবরাহ লাইন এবং পালানোর পথ বন্ধ করে দেয়। পাকিস্তান নৌবাহিনীর পূর্ব শাখাকে হারিয়ে সি হক বিমান চট্টগ্রাম, বরিশাল এবং কক্সবাজারে আঘাত হানে।

মুক্তিবাহিনীর সহায়তা

মুক্তিবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করে, নাশকতা পরিচালনা করে এবং গেরিলা আক্রমণে লিপ্ত হয়, পাকিস্তানি সরবরাহ এবং মনোবলকে ব্যাহত করে। তাদের স্থানীয় জ্ঞান ভারতীয় বাহিনীকে বাংলাদেশের নদীমাতৃক ভূখণ্ডে কার্যকরভাবে চলাচল করতে সাহায্য করেছিল।১৩ দিনের যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে রণক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল। ১৯৭১-এর ২৮ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বর জাট রেজিমেন্ট (২ জ্যাট) সহ ভারতীয় বাহিনী একটি পাকিস্তানি ব্যাটালিয়নকে পরাজিত করে এবং ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের তৈরি করে।এরপর ২০-২১ নভেম্বর ভারতীয় সেনা এবং মুক্তিবাহিনী জোট বেঁধে বয়রা প্রধান অঞ্চল দখল করে এবং পশ্চিমের পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা দুর্বল করে দেয়।

যশোর মুক্তি (৬-৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১)

৩ ডিসেম্বর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর যশোর পাকিস্তানি নিয়ন্ত্রণ মুক্ত প্রথম জেলা হয়ে ওঠে। যা ভারতীয় ও মুক্তিবাহিনী উভয়ের মনোবল বৃদ্ধি করে।

সিলেটের যুদ্ধ (৭-১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১)

ভারতীয় ও মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি সেনাদের ঘিরে ফেলে, যার ফলে সিলেট ও মৌলভীবাজার মুক্ত হয়।

মিশন ঢাকা (৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১)

ভারতীয় বাহিনীর সৈন্য বিমানে করে পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা ভেদ করে, মেঘনা নদী পার হয়ে ঢাকার দিকে অগ্রসর হয়।এরপর ভারতীয় সেনা এবং মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা ১৪ ডিসেম্বর টঙ্গী এবং ১৬ ডিসেম্বর সাভারে পৌঁছায়। ভারতীয় ও মুক্তিবাহিনীর চাপে পিছু হটতে হয় পাকিস্তানি বাহিনীকে। তারা তাদের দুর্গ ঢাকাকে রক্ষা করতে অক্ষম হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং মুক্তিবাহিনী শহরটি ঘিরে ফেলে। একদিকে ভারতীয় বিমানবাহিনী আকাশে আধিপত্য বিস্তার করে, অন্যদিকে ভারতীয় নৌবাহিনী সমুদ্রপথ অবরুদ্ধ করে। ফলে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিকেল ৪৩১ মিনিটে, লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ.এ.কে. নিয়াজি ঢাকার রমনা রেসকোর্সে আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষর করেন, যেখানে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে. খন্দকার উপস্থিত ছিলেন।

সেইদিন প্রায় ৯৩,০০০ পাকিস্তানি সেনা আত্মসমর্পণ করে, যার মধ্যে ৭৯,৬৭৬ জন উর্দিধারী সেনা এবং বাকি বেসামরিক নাগরিক ছিলেন, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃহত্তম সামরিক আত্মসমর্পণ ছিল। এই আত্মসমর্পণের ফলে মাত্র ১৩ দিনের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হয়, যার ফলে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতের এই বিজয়কে সামরিক কৌশল এবং ভারত-বাংলাদেশ সহযোগিতার বিজয় হিসেবেও উদযাপন করা হয়। সুতরাং পাকিস্তান এখন যুদ্ধের হুঁশিয়ারি দিলেও ইতিহাস বলছে সামরিক শক্তিতে, কূটকৌশলে সমস্ত দিক থেকেই ভারত এগিয়ে ছিল। ফলে আজ কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

পহেলগাঁও হামলার প্রেক্ষাপটে ১৯৭১-এর যুদ্ধে ভারত পাকিস্তানকে কীভাবে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিল, প্রায় ৫৫ বছর আগের সেই ইতিহাস আবারও আলোচনায় আসা দরকার।পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের মাঝে ছিল ১,৬০০ কিলোমিটারেরও বেশি ভারতীয় ভূখণ্ড।৩ ডিসেম্বর ১৯৭১, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে নামে ভারত। ১৩ দিনের যুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের প্রায় ৯৩০০০ সৈন্য আত্মসমর্পণ করে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর কাছে। সেই যুদ্ধে ঐতিহাসিক জয় হয় ভারতের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এটি ছিল বিশ্বের বৃহত্তম আত্মসমর্পণ। এমনকী আত্মসমর্পণের দিন ঢাকার আশপাশে ভারতের মাত্র ৩ হাজার সৈন্য ছিল। সেই ৩ হাজার সৈন্য নিয়েই বাংলাদেশের ঢাকায় ভারত পাকিস্তানের ২৬ হাজার সেনাকে বাধ্য করেছিল আত্মসমর্পণ করতে। কিন্তু কীভাবে?

দিল্লির অরুন জেটলি স্টেডিয়ামকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি পেল ভারতের দিল্লি অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (ডিডিসিএ)। অজ্ঞাতনামা ই,মেইল থেকে আজ সকালে এ হুমকি দেওয়া হয়। আইপিএলে এটি দিল্লি ক্যাপিটালসের ঘরের মাঠ।১১ মে এ মাঠে গুজরাট ও দিল্লির ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। যদিও ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘাতের কারণে এবারের আইপিএলই স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। এর আগে গতকাল গুজরাটের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি পেয়েছে গুজরাট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন।ভারতের সংবাদমাধ্যম টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে মেইলের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ডিডিসিএর এক শীর্ষ কর্মকর্তা। মেইলের বিষয়টি এরই মধ্যে দিল্লি পুলিশকে জানানো হয়েছে। সংবাদমাধ্যমকে ডিডিসিএর ওই শীর্ষ কর্মকর্তা বলেছেন, 'হ্যাঁ, আমরা একটা হুমকি পেয়েছে সঙ্গে সঙ্গে তা দিল্লি পুলিশকে জানানো হয়েছে। তারা এরই মধ্যে কাজ করেছে, কিছু সময় আগে মাঠও পরিদর্শন করেছে।' কাল গুজরাটের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি পেয়েছে গুজরাট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। এ হুমকির পর বোমা শনাক্ত ও নিষ্ক্রিয়কারী দল (বিডিডিএস) ও আহমেদাবাদ সিটি পুলিশের ডগ স্কোয়াডকে সঙ্গে নিয়ে চান্দখেদা পুলিশ পুরো এলাকা ব্যাপকভাবে তল্লাশি চালায়। তারা স্টেডিয়াম, ড্রেসিংরুম, আসন এলাকা, গ্যালারি, ভিআইপি বক্স, মিডিয়া সেন্টার এবং বাইরের প্রাঙ্গণ তল্লাশি করে, কিন্তু কোনো বিস্ফোরক খুঁজে পায়নি।জোন-২,এর ডিসিপি ভারতকুমার রাঠৌদ বলেন, ই, মেইলটি পাঠাতে দ্য অনিয়ন রাউটার ব্রাউজার ও ভিপিএন ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, ই,মেইলটি জার্মানি বা রোমানিয়া থেকে পাঠানো হয়েছে।ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের মধ্যে এক সপ্তাহের জন্য আইপিএল স্থগিত করা হয়েছে। বন্ধ হয়েছে পাকিস্তান সুপার লিগও। এরই মধ্যে পিএসএলের বাকি ম্যাচ পাকিস্তান থেকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

ইউরোপা লিগের ফাইনালে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড বনাম টটেনহ্যাম হটস্পার দ্বৈরথ

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও টটেনহাম হটস্পার ইউরোপা লিগের ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে। আগামী ২১ মে স্পেনের বিলবাওতে দেখা যাবে প্রিমিয়ার লিগের দুই জায়ান্টের মধ্যকার অল-ইংলিশ ফাইনাল।ইউরোপা লিগের সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগে ইউনাইটেড স্প্যাম্যানচেস্টার ইউনাইটেডনিশ দল অ্যাথলেটিক বিলবাওকে ৪-১ গোলে (দুই লেগ মিলিয়ে ৭-১ গোল) হারিয়ে ফাইনালে জায়গা নিশ্চিত করেছে, অপরদিকে টটেনহাম নরওয়ের দল বোডো/গ্লিমটকে ২-০ গোলের (দুই লেগ মিলিয়ে ৫,১ অগ্রগামিতা) ব্যবধানে হারিয়েছে।ইউনাইটেড এই প্রতিযোগিতায় আট বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বার ইউরোপা লিগ জয়ের লক্ষ্যে রয়েছে।সর্বশেষ ২০১৬-১৭ মরশুমে মরিনহোর কোচিংয়ে ইউরোপা লিগ জিতেছিল রেড ডেভিলরা। অন্যদিকে, টটেনহাম ৪১ বছরের দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটাতে চায় ইউরোপা লিগ জিতে। লন্ডনের এই ক্লাবটি সর্বশেষ এই প্রতিযোগিতায় শিরোপা জিতেছিল ১৯৮৩,৮৪ মৌসুমে, টুর্নামেন্টটি তখন উয়েফা কাপ নামে পরিচিত ছিল। এমনকি দলটি সর্বশেষ ট্রফি জিতেছে ২০০৭,০৮ মরশুমে।সে বার লিগ কাপের শিরোপা ঘরে তুলেছিল দলটি।তবে ফাইনালে টটেনহামের আত্মবিশ্বাসের বড় উৎস হতে পারে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে চলতি মরশুমের দারুণ সাফল্য। তারা এই মরশুমেই ইউনাইটেডকে তিনবার হারিয়েছে। প্রিমিয়র লিগে ৩-০ এবং ১-০ গোলের জয়, পাশাপাশি লিগ কাপে ৪-৩ ব্যবধানে রেড ডেভিলদের হারিয়েছে স্পার্সরা।যদিও ইউনাইটেডের জন্য টটেনহামের বিপক্ষে মরশুমটা খুব একটা সুখকর ছিল না, তবু রুবেন আমোরিমের দল ফাইনালে নিজেদের সম্ভাবনা নিয়ে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী।

হ্যারি ব্রুকের বদলি হিসেবে দু'মাস পর দিল্লি ক্যাপিটালসে আফগান ব্যাটার!

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি,

আইপিএল থেকে হ্যারি ব্রুকের সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেওয়ার পর কেটে গেছে প্রায় দুই মাস। এতদিন পর ইংলিশ ব্যাটসম্যানের বদলি ক্রিকেটার দলে যোগ করেছে দিল্লি ক্যাপিটালস।ব্রুকের জায়গায় সেদিকউল্লাহ আতালকে নেওয়ার কথা বুধবার জানিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। আফগানিস্তানের টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানকে ভিত্তিমূল্য ১ কোটি ২৫ লাখ রুপিতে দলে টেনেছে দিল্লি।গত নভেম্বরে আইপিএলের মেগা নিলামে ব্রুককে ৬ কোটি ২৫ লাখ রুপিতে দলে নেয় দিল্লি। পরে মার্চের শুরুতে টুর্নামেন্টটি থেকে তার সরে দাঁড়ানোর কথা ভারতীয় বোর্ড বিসিসিআইকে জানিয়ে দেয় ইংল্যান্ডের বোর্ড। গত ২২ মার্চ শুরু হয় এবারের আসর। এরপর লম্বা সময় কেটে গেলেও ব্রুকের বদলি হিসেবে কাউকে নেয়নি দিল্লি। টুর্নামেন্টের শেষ দিকে এসে সেদিকউল্লাহকে দলে টানল তারা।আফগানিস্তানের হয়ে এখন পর্যন্ত ৯ টি-২০ খেলে সেদিকউল্লাহ করতে পেরেছেন ৯৬ রান। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৪৯ ম্যাচ খেলে তার রান ১ হাজার ৫০৭।

ফিফটি আছে ১৩টি, সর্বোচ্চ অপরাজিত ৯৫।

বাঁহাতি এই ব্যাটসম্যানের স্ট্রাইক রেট ১৩১.২৭, গড় ৩৪.২৫।আইপিএলে এখন পর্যন্ত ১১ ম্যাচ খেলে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে আছে দিল্লি। প্রাথমিক পর্বে তাদের ম্যাচ বাকি আর তিনটি- প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব কিংস (বৃহস্পতিবার), গুজরাট টাইটান্স (রবিবার) ও মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স (আগামী ১৫ মে)।

মাদক কারবার কেসে কি শাস্তি পেলেন স্টুয়াট ম্যাকগিল

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

শাস্তির রায় মুলতবি রাখা হয়েছিল আট সপ্তাহের জন্য। তবে দুই মাসের মধ্যেই এলো সেই রায়। মাদক সরবরাহে সহায়তা করার দায়ে কারাদণ্ডের শাস্তি অবশ্য এড়াতে পারলেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক স্পিনার স্টুয়ার্ট ম্যাকগিল।তবে কিছু শাস্তি তাকে পেতে হয়েছে। আদালত শুক্রবার ৫৪ বছর বয়সী প্রাক্তন লেগ স্পিনারকে ২২ মাসের নিবিড় সংশোধনের আদেশে দিয়েছে। কারাদণ্ডের পরিবর্তে তাকে ৪৯৫ ঘন্টা কমিউনিটি পরিষেবার কাজ সম্পন্ন করতে হবে এবং আদেশের অংশ হিসেবে নিয়মিত ড্রাগ পরীক্ষাও করতে হবে। ২০২১ সালের এপ্রিলের ওই ঘটনায় বৃহৎ পরিসরে মাদক পাচারের দায় থেকে গত মার্চে ম্যাকগিলকে খালাস দিয়েছিল সিডনির একটি ডিস্ট্রিক্ট আদালত। রায়ে বলা হয়েছিল, কোকেন সরবরাহ করার ঘটনায় সম্পৃক্ত হওয়ার ব্যাপারটি জানতেন ম্যাকগিল। তবে নিজের রেস্টুরেন্টে এত বিশাল পরিমাণের মাদকের বিনিময় হচ্ছে, তা জানতেন না তিনি।ম্যাকগিলের শ্যালক ও সাবেক এই স্পিনারের নিয়মিত ওষুধ সরবরাহকারীর মধ্যে ৩ লাখ ৩০ হাজার অস্ট্রেলিয়ান ডলার মূল্যের এক কেজি কোকেন সরবরাহের সেই চুক্তিটি হয়েছিল।নিজের রেস্টুরেন্টে সেই বৈঠকের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন ম্যাকগিল। তবে এরকম কোনো চুক্তি হবে, তিনি জানতেন না বলে আদালতকে জানান। প্রসিকিউটররা নিশ্চিত হন যে, ম্যাকগিলের সম্পৃক্ততা ছাড়া এরকম চুক্তি হওয়া সম্ভব নয়। তবে তার সরাসরি জড়িত থাকার ব্যাপারটি প্রমাণ করা যায়নি। এক কেজি কোকেন পাচারের চুক্তিটি সম্পর্কে ম্যাকগিল জানতেন, এই অভিযোগ বাতিল করে দেন বিচারক। তবে মাদক সরবরাহে ভূমিকা রাখার জন্য ছোট কোনো শাস্তি তাকে পেতে হতো।সেই শাস্তিই পেলেন তিনি। এই মামলায় ২০২৩ সালে জেলেও যেতে হয়েছিল তাকে।ম্যাকগিল ছিলেন দারুণ প্রতিভাবান লেগ স্পিনার। তবে ভীষণ দুর্ভাগাও বলা হতো তাকে, কারণ তার জন্ম হয়েছিল শেন ওয়ার্নের সময়ে! বেশির ভাগ সময় তাই বাইরেই থাকতে হয়েছে তাকে।১৯৯৮ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৪৪ টেস্টে ২০৮ উইকেট শিকার করেন তিনি। ইনিংসে ৫ উইকেট নেন ১২ বার, ম্যাচে ১০ উইকেট দুইবার।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধআবহে এক সপ্তাহের জন্য স্থগিত আইপিএল

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘাতের কারণে এবারের আইপিএল স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। বিসিসিআইয়ের এক সূত্র আজ শুক্রবার ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসকে খবরটি নিশ্চিত করেন। পরে বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে জানান, এক সপ্তাহের জন্য স্থগিত করা হয়েছে আইপিএল।বিসিসিআই এ নিয়ে অফিশিয়াল বিবৃতিতে বলেছে, 'ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) আইপিএল ২০২৫ তাৎক্ষণিকভাবে এক সপ্তাহ স্থগিতের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের পরামর্শ নিয়ে নতুন সূচি ও ভেন্যুর বিষয়ে পরবর্তীতে জানানো হবে।'গতকাল বৃহস্পতিবার ভারতের জম্মুসহ সীমান্তবর্তী কয়েকটি এলাকায় মিসাইল হামলা চালায় পাকিস্তান। এয়ার রেইড সতর্কতার অংশ হিসেবে এরপর ধর্মশালায় স্টেডিয়ামের আলো নিভিয়ে দেওয়া হয় এবং পাঞ্জাব কিংস ও দিল্লি ক্যাপিটালসের মধ্যকার ম্যাচটি বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ধর্মশালা স্টেডিয়াম পাঠানকোট থেকে ১০০ কিলোমিটারের কম দূরত্বে অবস্থিত, যেখানে মিসাইল হামলার কারণে এয়ার রেইড সতর্কতা জানানো হয়। এরপর বিসিসিআই আইপিএল স্থগিতের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানিয়েছে হিন্দুস্তান টাইমস। বিসিসিআইয়ের অফিশিয়াল ঘোষণা আসার আগে হিন্দুস্তান টাইমসকে বিসিসিআইয়ের সেই সূত্র বলেছেন, 'আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য আইপিএল স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। খেলোয়াড়দের নিরাপত্তাই আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। এ কারণে আমরা টুর্নামেন্টটি এখন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। টুর্নামেন্টটি পরে শুরু করা যাবে কি না, আর করলে সেটা কখন, এ বিষয়ে আমরা পরে সিদ্ধান্ত নিব। এ মুহূর্তে জাতীয় স্বার্থ আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, আইপিএল চেয়ারম্যান অরুণ ধুমাল, বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া এবং অন্যান্য অফিশিয়ালরা ফোনে আলোচনার পর টুর্নামেন্টটি স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেন। সবগুলো ফ্র্যাঞ্চাইজি দলকে এই সিদ্ধান্ত ইতমধ্যে জানানো হয়েছে। দলগুলোও খেলোয়াড় ও সাপোর্ট স্টাফদের ছেড়ে দিতে শুরু করেছে এবং তাঁরা পরবর্তী সম্ভাব্য ফ্লাইটে ভারত ছাড়বেন।ধর্মশালায় গতকাল দিল্লি,পাঞ্জাব ম্যাচে প্রথম ইনিংস চলাকালীন ম্যাচটি বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ধর্মশালা ও আশপাশের অঞ্চলের বিমানবন্দর বন্ধ ঘোষণা করা হয়।ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, আজ সকালে আইপিএল কর্তৃপক্ষের বিশেষ ট্রেনের মাধ্যমে দিল্লি ক্যাপিটালস ও পাঞ্জাব কিংসের খেলোয়াড়েরা দিল্লিতে গিয়েছেন। ক্রিকবাজের খবর অনুযায়ী, খেলোয়াড়, সাপোর্ট স্টাফ ও সম্প্রচারের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ গোপনীয়তার মধ্য দিয়ে যাওয়া হয়। সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে সংবাদমাধ্যমটি জেনেছে, ধর্মশালায় হোটেল থেকে তাঁদের বাসে উঠতে বলা হয়। বাস থেকে কোথায় নেমে তাঁরা দিল্লি যাওয়ার ট্রেনে উঠবেন, সে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি তাদের। ভারতের সংবাদমাধ্যম 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'কে এক খেলোয়াড় জানিয়েছেন, দিল্লি ও পাঞ্জাব দুই হওয়ার পর দলগুলোর নিজ নিজ হোম ভেন্যুতে ফেরার প্রত্যাশা করা হচ্ছে।বেঙ্গালুরু খেলোয়াড়দের নিয়ে লক্ষ্ণৌ থেকে উড়াল দেবে। গত বৃহস্পতিবার রাতে আহমেদাবাদে পৌঁছানো মুম্বাই ইন্ডিয়ানসও সেখান থেকে হোম ভেন্যুতে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে। দিল্লিতে অবস্থান করা গুজরাট টাইটানসের ভ্রমণ পরিকল্পনা এখনো জানা যায়নি।ধর্মশালায় বাতিল হওয়া ম্যাচটিসহ এবারের আইপিএলে এখন পর্যন্ত ৫৮টি ম্যাচ হয়েছে। গ্রুপ পর্বে এখনো ১২টি ম্যাচ বাকি। লক্ষ্ণৌ ও বেঙ্গালুরুতে দুটি, আহমেদাবাদে তিনটি এবং হায়দরাবাদ, দিল্লি, চেন্নাই, মুম্বাই ও জয়পুরে একটি করে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। প্লে,অফে দুটি ম্যাচ হায়দরাবাদ, একটি ইডেন গার্ডেনে এবং ফাইনাল ইডেনেই অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

পাকিস্তানের পাশে দাঁড়াল না আমিরশাহি, প্রধানমন্ত্রী শাহবাজের নির্দেশে স্থগিত পাকিস্তান সুপার লিগ

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি,

ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের আবহে পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) ম্যাচ সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে হবে বলে জানানো হয়েছিল। তবে সেই ম্যাচ আয়োজন করতে রাজি হয়নি আমিরশাহি ক্রিকেট সংস্থা। তার পরেই পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) জানিয়ে দিল, প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের নির্দেশে পিএসএল স্থগিত করে দেওয়া হচ্ছে। বৃহস্পতিবার পিসিবি আমিরশাহিকে অনুরোধ করেছিল যাতে পিএসএলের বাকি ম্যাচগুলি আমিরশাহিতে আয়োজনের অনুমতি দেওয়া হয়। সরকারি ভাবে তা ঘোষণাও করে দেওয়া হয়েছিল। তবে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকার কারণে আমিরশাহি পিএসএল আয়োজন করতে রাজি হয়নি। আমিরশাহি বোর্ডের এক সূত্র বলেছেন, তবে কয়েক বছরে বিসিসিআইয়ের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শক্তিশালী হয়েছে। ২০২১ সালে করোনার কারণে ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ না হলেও তা আমিরশাহিতে হয়েছে বিসিসিআইয়ের অনুরোধে। আইপিএল হয়েছে। এ বছর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারত সব ম্যাচ খেলেছে দুবাইয়ে। তাই এই মুহূর্তে প্রতিযোগিতা আয়োজন করা সম্ভব নয়।দ তিনি আরও বলেন, তআমিরশাহিতে দক্ষিণ এশীয়দের মধ্যে ক্রিকেট খুব জনপ্রিয়। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে পিএসএল আয়োজন করলে তা সম্প্রীতিতে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। নিরাপত্তার ঝুঁকি ছাড়াও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঝামেলা হতে পারে।দ শুক্রবার রাতে পাক বোর্ড জানিয়েছে, পিএসএল অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। এক বিবৃতিতে তারা জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী শরিফের নির্দেশেই এই সিদ্ধান্ত। ক্রিকেটের বদলে এই মুহূর্তে দেশের পাশে থাকাই অগ্রাধিকার বলে তারা মনে করছে। ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের আবহে পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) ম্যাচ সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে হবে বলে জানানো হয়েছিল। তবে সেই ম্যাচ আয়োজন করতে রাজি হয়নি আমিরশাহি ক্রিকেট সংস্থা। তার পরেই পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) জানিয়ে দিল, প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের নির্দেশে পিএসএল স্থগিত করে দেওয়া হচ্ছে। বৃহস্পতিবার পিসিবি আমিরশাহিকে অনুরোধ করেছিল যাতে পিএসএলের বাকি ম্যাচগুলি আমিরশাহিতে আয়োজনের অনুমতি দেওয়া হয়। সরকারি ভাবে তা ঘোষণাও করে দেওয়া হয়েছিল। তবে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকার কারণে আমিরশাহি পিএসএল আয়োজন করতে রাজি হয়নি। আমিরশাহি বোর্ডের এক সূত্র বলেছেন, তবে কয়েক বছরে বিসিসিআইয়ের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শক্তিশালী হয়েছে। ২০২১ সালে করোনার কারণে ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ না হলেও তা আমিরশাহিতে হয়েছে বিসিসিআইয়ের অনুরোধে।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধআবহে পিএসএল সরানো হল সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষের জেরে পাকিস্তান থেকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে সরে গেল পাকিস্তান সুপার লিগের বাকি ম্যাচগুলি। ইতিমধ্যেই এই লিগের বেশিরভাগ ম্যাচ হয়ে গিয়েছে। আর আটটি ম্যাচ বাকি। রাওয়ালপিন্ডি, মুলতান ও লাহোরে এই ম্যাচগুলি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখন পাকিস্তানের পরিস্থিতি ভয়াবহ। একদিকে ভারতের প্রত্যাঘাত, অন্যদিকে, বালোচিস্তান লিবারেশন আর্মির (আক্রমণ। সাঁড়াশি চাপে দিশেহারা পাকিস্তান। পিএসএলে পাকিস্তান ছাড়া অন্য কোনও দেশের প্রথমসারির ক্রিকেটাররা নেই। কিন্তু অনেক বিদেশি ক্রিকেটার, সাপোর্ট স্টাফ আছেন। সবাই এখন নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। লাহোরে হামলা চালিয়েছে ভারত। পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানে পিএসএল চালিয়ে যাওয়া অত্যন্ত ঝুঁকির। এই কারণেই পাকিস্তান থেকে এই লিগ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বৃহস্পতিবারই স্থগিত পিএসএল বৃহস্পতিবার পিএসএল-এ পেশোয়ার জালমি ও করাচি কিংসের ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু রাওয়ালপিন্ডিতে এই ম্যাচ বাতিল করে দেওয়া হয়। কারণ, এই শহরের পরিস্থিতিও ভালো নয়। সবারই নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন মহলে আলোচনা চলছিল, বর্তমান পরিস্থিতিতে আইপিএলের মতোই স্থগিত হয়ে যেতে পারে পিএসএল। ঠিক সেটাই হল। সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই পিএসএলের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের কর্তাদের বৈঠকে লিগ সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পিসিবি এখনও পরিবর্তিত সূচি ঘোষণা করেনি। তবে শীঘ্রই নতুন সূচি ঘোষণা করা হতে পারে।

পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি জানিয়েছেন, 'সব খেলোয়াড়ের মানসিক স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

অতীতের মতো এবারও আমরা আশা করি, সবপক্ষ আমাদের পাশে থাকবে। এই টুর্নামেন্ট, আমাদের খেলোয়াড় এবং দর্শকদের স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই লিগ যাতে এগিয়ে চলে, সেটা নিশ্চিত করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

স্বত্তাধিকারী ও মুদ্রক নিবেদিতা সিং কর্তৃক প্রকাশিত।। নিউ সপ্রাটিভা লেজার প্রিন্টারস, উত্তরপল্লী, বেনাচিতি, দুর্গাপুর,৭১৩২১৩, কর্তৃক মুদ্রিত।। রেজিঃ অফিস - ২৫/২৬ জয়দেব এভিনিউ,বি - জোন , দুর্গাপুর - ৭১৩২০৫ ।। **সম্পাদক - সঞ্জয় কুমার সিং**।।

Printed & Published by Nibedita Singh on behalf of owner Nibedita Singh, Published from - 25/26 Joydeb Avenue, B - Zone, Durgapur - 713205. Printed at New Saprativa Lesser Printers , Uttarpally, Benachity, Durgapur - 713213.

Editor - Sanjoy Kumar Singh. Contact sakalershironam@gmail.com